উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

রংদার রোদ্দুর

তাঁর কাছে নাকি এত টাকা আছে যে, তিনি চার পুরুষকে স্রেফ বসিয়ে খাওয়াতে পারবেন। অভিনেতা রাম কাপুরের দাবি। ট্যাঁকের জোর থাকলে কেউ যে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে না সেটা প্রমাণিত। এবারের প্রচ্ছদে বড়লোক।

বড়লোক

১৫ থেকে ১৭-র পাতায়

উদ্বেগ প্রধান বিচারপতির

বিচার ব্যবস্থার হালচাল নিয়ে খুশি নন দেশের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই। ভারতীয় আইন ব্যবস্থার খোলনলচে বদলের প্রয়োজন রয়েছে বলে শনিবার মন্তব্য করেছেন তিনি। ৯

শুভাংশুর অপেক্ষা

নভশ্চর শুভাংশু শুক্লার অপেক্ষায় এখন ভারত। মহাকাশ থেকে তিনি ফিরবেন ১৫ জুলাই। পৃথিবীতে ফেরার পর তাঁকে রাখা হবে সাতদিনের 'পুনর্বাসন প্রক্রিয়া'য়। ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৬°	২৬°	৩৫°	২৭°	৩৫°	২৭°	৩৪°	২৭°

আবেদনের সময় বৃদ্ধি

শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় বসার আবেদনের সময়সীমা বাড়াল স্কুল সার্ভিস কমিশন। ২১ জুলাই পর্যন্ত আবেদনের সুযোগ পাবেন চাকরিপ্রার্থীরা। ৫

শিলিগুড়ি ২৮ আষাঢ় ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 13 July 2025 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 56

জ্বালানি সুইচে রহস্য

কাঠগড়ায় পাইলটরা

- আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনল এএআইবি
- রিপোর্টে বলা হয়েছে, জ্বালানি সুইচ বন্ধ হওয়ার জন্যই দুর্ঘটনা ঘটেছে
- ১৫ পাতার তদন্ত রিপোর্টে পাইলটদের গাফিলতির দিকে আঙুল
- রিপোর্টে পাখির ধাক্কার কোনও উল্লেখ নেই
- পাইলট অ্যাসোসিয়েশন অবশ্য এই রিপোর্টকে পক্ষপাতদুষ্ট বলে খারিজ করে দিয়েছে

ককপিটে কথোপকথন

পাইলট ১ : 'জ্বালানি বন্ধ করে দিলেন কেন?'

পাইলট ২ : 'আমি কিছু করিনি।'

কী ঘটেছিল সেদিন?

- আকাশে ওড়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বিমানের দুটি ইঞ্জিনের জ্বালানি সুইচ দুটি রান থেকে কাট অফ করে দেওয়া হয়েছিল
- জ্বালানি না পেয়ে বিমানের দুটি ইঞ্জিনই বন্ধ হয়ে যায়
- ১০ সেকেন্ড পর ১ নম্বর ইঞ্জিনের সুইচ রান করা হয়। তার চার সেকেন্ড পরে দ্বিতীয় ইঞ্জিনের সুইচ রান করা হয়
- কিন্তু শুধুমাত্র ১ নম্বর ইঞ্জিন চালু হয়। ২ নম্বর ইঞ্জিনটি যথেষ্ট থ্রাস্ট তৈরি করতে পারেনি
- এরপরই একজন পাইলট এটিসিতে মে-ডে কল পাঠান

অভিজ্ঞতার ঝুলি

সুমিত সভরওয়াল
৮২০০ ঘণ্টা বিমান চালিয়েছেন

ক্লাইভ কুন্দার
১১০০ ঘণ্টা বিমান চালিয়েছেন

'অফিস ছেড়ে বেরিয়ে যাব'

পুরনিগমে গৌতমের নিয়ন্ত্রণ নিয়েই প্রশ্ন

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই : পুরনিগমে তিনি 'সর্বেসর্বা'। অথচ সেই তিনিই কি এবার আধিকারিকদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছেন না?

কথা হচ্ছে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবকে নিয়ে। পুরনিগমের আধিকারিকরা নাকি তাঁর কথাই শুনছেন না। তাই তিতিবিরক্ত গৌতম এবার হুঁশিয়ারি দিলেন অফিস ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার।

এটা অবশ্য প্রথমবার নয়, এর আগেও তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলেছিলেন গৌতম। ধমকেছিলেন আধিকারিকদের। তাতেও সমস্যা না মেটায় বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীকে জানানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা!

শনিবার 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠান চলাকালীনই মেজাজ হারান গৌতম। কারণ তাঁর টেবিল পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই নাকি অভিযোগের চিঠিপত্র উধাও হয়ে যাচ্ছে। পুরনিগমের একাধিক বিভাগের তথ্যই নাকি তাঁর জানা নেই।

একাধিক সমস্যা নিয়ে এদিন ফোন আসছিল। একাধিক অভিযোগকারীই দাবি করছিলেন তাঁরা পুরনিগমে গিয়ে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। এদিকে মেয়রের দাবি, তাঁর টেবিলে কোনও চিঠিই পৌঁছাচ্ছে না। এদিন মেয়র লাইভ অনুষ্ঠানে বলেন, 'আমি অফিস ছেড়ে বের হয়ে যাব। সাতদিন পর আর ওই অফিসে বসব না কিন্তু। এরপর আপনারা অফিস চালাবেন। আপনারা না পারলে বলে দিন আমাকে। দুটো বাড়তি লোক নিয়ে চিঠিগুলি সব ডিপার্টমেন্ট ধরে ভাগ করুন। যেটা কাজ হচ্ছে সেটা আপডেট হচ্ছে না। আর আমি তো সব জানিই না। কোনও চিঠি আসে না আমার কাছে। ইদানীং কিছু চিঠি আমার টেবিলে আসছে।'

পুরনিগমের আধিকারিকদের কাজ চরম অসন্তুষ্ট মেয়র। কখনও টক টু মেয়রে আসা অভিযোগের সমাধান না হওয়ায়, আবার কখনও ফলোআপ না করায় আধিকারিকদের বকাঝকা করেছেন তিনি। প্রতিবারই লাইভ অনুষ্ঠানে আধিকারিকদের ধমক দিতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। এদিন ফের বিরক্ত গৌতমের মুখে অফিস ছেড়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারিতে কি পুরনিগমের অন্দরে অন্তর্ঘাতের আশঙ্কা শুরু হয়েছে। এরপর চোদ্দোর পাতায়

পুরনিগমে ডামাডোল

- পুরনিগমে আধিকারিকদের কাজ নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ গৌতমের
- তাঁর টেবিল পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই অভিযোগের চিঠিপত্র উধাও হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ
- এর আগেও লাইভ অনুষ্ঠানে আধিকারিকদের ধমক দিতে দেখা গিয়েছে মেয়রকে
- বিরোধীরা বলছে, সমস্যার সমাধান করতে পারছেন না বলে মেয়র নাটক করছেন

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

এমন পোড়া দুপুরে প্রাণ যায় যায়...

সানি সরকার

প্রতিবছর এই সময় যখন তীব্র গরমে পোড়ে দক্ষিণ, তখন উত্তরে বৃষ্টিভেজা পথে স্বস্তির শ্বাস দেয় সবুজ। আর এবারে দক্ষিণবঙ্গ বৃষ্টিতে ভিজলেও উত্তর পুড়ছে। এর থেকে নিস্তার নেই খুব তাড়াতাড়ি।

শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই : দার্জিলিংয়ের ম্যালের আকাশে সাতসকালেই মেঘ। গরম থেকে কিছুটা স্বস্তি পেতে পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়া সুকল্যাণ ভদ্র তড়িঘড়ি মহাকাল মন্দিরে পুজোটা সেরে কোচবিহার রোডের দিকে ছুটলেন হোটেলে ফিরবেন বলে। পাহাড় তাঁর চেনা, বৃষ্টিতে ভিজলে নির্ঘাত জ্বর জানেন তিনি। কিন্তু সঙ্গে ছাতা নেই। ফলে পুজো সেরে ম্যালে এককাপ কফি খাওয়ার ইচ্ছে অপূর্ণ রেখেই হোটেলে ফিরে যান। কিন্তু কোথায় কি! কোথায় যে মেঘ ডানা মেলে চলে গেল, টেরই পেলেন না তিনি এবং তাঁর মতো অনেকেই। বরং সকালের পাট চুকতেই এসডি লামা রোডে আইসক্রিমে গলা ভেজালেন জনাকয়েক তরুণী। দিনের শেষে আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য বলছে, শনিবার শৈলরানির সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৩.০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

দার্জিলিংয়ের তাপমাত্রা যদি বর্ষার ক্যালেন্ডারে ২৩-এর ঘরে পৌঁছে যায়, তবে সমতল কোথায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে? এদিন যাঁরা বাড়ির বাইরে পা রেখেছিলেন, তাঁরা দহনজ্বালাটা টের পেয়েছেন হাড়েহাড়ে। টেলিফোনে কথা হচ্ছিল মালদার মকদুমপুরের রাধিকা দাসের সঙ্গে। বলছিলেন, 'আর পারা যাচ্ছে না। এখন তো এসির থেকেও গরম হাওয়া বের হচ্ছে মনে হচ্ছে। বৃষ্টি কি আর হবে না?' তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হল, এদিন মালদার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা যেখানে ছিল ৩৫.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, সেখানে জলপাইগুড়ির সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৭.১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এমনকি পাহাড়ের পাদদেশে থাকা শিলিগুড়ির সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৫.৯ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। মালদার থেকে বেশি। উত্তর এল, 'কাগজকলমের কথা ছাড়ো। এই গরম আর নেওয়া যাচ্ছে না।' আসলে অনুভূত তাপমাত্রা জ্বালিয়ে দিচ্ছে, ওলটপালট করে দিচ্ছে সমস্ত কিছু। বায়ুস্তরে কিছুটা জলীয় বাষ্প থাকাতেই আর্দ্রতাজনিত সমস্যা দেখা দিচ্ছে, স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে অনুভূতিটা বেশি হচ্ছে, বোঝে বা বুঝতে চায় ক'জনা!

এই বুঝতে না চাওয়ার থেকেই আলিপুরদুয়ারের বিনয় দত্ত গুপ্তের প্রশ্ন, 'আচ্ছা, সত্যি এটা বর্ষাকাল?' এই প্রশ্ন অবশ্য অনেকেরই।

রোদ জ্বলা দুপুরে। শনিবার জলপাইগুড়িতে। ছবি : মানসী দেব সরকার

সরকারিভাবে, হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রবেশ ঘটেছে ৩০ মে। কিন্তু বর্ষাকালীন বৃষ্টির দেখা এখনও মেলেনি। অতীতে এমনটা ঘটেনি বলে জানাচ্ছেন আবহবিদরাও।

পরিসংখ্যান বলছে, গত বছর ২৬ জুলাই শিলিগুড়ি ৩৮.৪, জলপাইগুড়ি ৩৭.৯, কোচবিহারে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৭.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। যা শনিবারের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু গত বছর জুলাই মাসের শুরু এবং মধ্যবর্তী সময়ে প্রচুর বৃষ্টি পেয়েছে উত্তরবঙ্গ। কিন্তু এবছর এখনও তা হয়নি। বৃষ্টি যে পাহাড় থেকে সমতলে একদম হচ্ছে না, তা নয়। মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু তাতে তাপমাত্রার তেমন হেরফের ঘটছে না। এরপর চোদ্দোর পাতায়

এবার ধর্ষণ ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটে

রিমি শীল

কলকাতা, ১২ জুলাই : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দুষ্কর্মের তালিকায় নতুন সংযোজন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট (আইআইএম)। নামকরা ওই প্রতিষ্ঠানটির কলকাতার জোকা ক্যাম্পাসে হস্টেলের মধ্যে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। নির্যাতিতা অবশ্য ওই প্রতিষ্ঠানের কেউ নন। তিনি বাইরে থেকে ওই হস্টেলে গিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। কিন্তু নিয়ম থাকলেও ভিজিটর রেজিস্টারে তাঁর যাওয়া নথিভুক্ত হয়নি।

অভিযোগের ভিত্তিতে তড়িঘড়ি পুলিশ ওই প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় বর্ষের এক পড়ুয়াকে গ্রেপ্তার করেছে।

আদালত তাঁকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত পুলিশ হেপাজতে রাখার নির্দেশও দিয়েছে। কিন্তু রহস্য উসকে উঠেছে নির্যাতিতার বাবার মন্তব্যে। তিনি দাবি করেন, তাঁর মেয়ে ধর্ষিতা হননি। তাঁকে দিয়ে ওই অভিযোগ লিখিয়ে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু কে বা কারা লিখিয়েছে, কেনই বা লিখিয়েছে, তা তিনি খোলসা করেননি।

বাবার বক্তব্য সম্পর্কে নির্যাতিতার প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। তিনি নিজেই কিন্তু প্রথমে ঠাকুরপুকুর, পরে আইআইএম ক্যাম্পাস থেকে চার কিমি দূরে হরিদেবপুর থানায় গিয়ে শুক্রবার ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেছিলেন দ্বিতীয় বর্ষের ওই পড়ুয়ার বিরুদ্ধে। কসবায় দক্ষিণ কলকাতা আইন কলেজে এক ছাত্রীকে ধর্ষণের পর রাজ্যজুড়ে হইচই চলছে এখনও। সেই ঘটনার পর এখনও এক মাসও কাটেনি।

ইতিমধ্যে বাংলার বিভিন্ন কলেজে একইরকম নানা দুষ্কর্ম ও দাদাগিরির অভিযোগ উঠেছে। যাতে বিরোধীরা কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে তৃণমূল ও রাজ্য সরকারকে। আইআইএমের অভিযোগের পর আরও একবার প্রতিবাদে ফেটে পড়েছে বিরোধীরা। শুরু হয়েছে দলগুলির চাপানউতোরও। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'অপরাধীদের মুক্তাঞ্চল হয়ে উঠছে এই রাজ্য।'

আইআইএমের অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে ক্যাম্পাসের বাইরে বিক্ষোভ দেখায় কংগ্রেস। এরপর চোদ্দোর পাতায়

আজ পাত্রপাত্রীর বিজ্ঞাপন
ছয়ের পাতায়

চায়ের নাভিশ্বাস উত্তরে

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১২ জুলাই : বৃষ্টি নেই, উদ্বেগ আছে।

গত বছরের থেকে এবারের জুন মাসে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ অর্ধেকেরও কম। চলতি জুলাই মাসের পরিস্থিতিও এখনও পর্যন্ত তথৈবচ। কাগজে-কলমে ঘোর বর্ষা চললেও কবে থেকে মৌসুমি বায়ুর বৃষ্টি পাওয়া যাবে তা এখনও নিশ্চিত নয়। এমন পরিস্থিতিতে ডুয়ার্স, তরাই ও পাহাড়ের চা শিল্পের কার্যত নাভিশ্বাস দশা হয়েছে। চা গবেষণা সংস্থার (টিআরএ) উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক গবেষণা ও উন্নয়নকেন্দ্রের সর্বশেষ প্রকাশিত বুলেটিন অনুযায়ী ডুয়ার্সের ৬৭টি চা বাগান মিলিয়ে এবারের জুনে গতবারের থেকে উৎপাদন ১০ শতাংশ মার খেয়েছে। তরাইয়ের ৩২টি বাগান মিলিয়ে এই ক্ষতির পরিমাণ সাড়ে ছয় শতাংশ। পাহাড়ের পরিস্থিতিও খুব একটা ভালো নয়।

সংস্থার চিফ অ্যাডভাইজারি অফিসার ডঃ শ্যাম ভার্গিস বললেন, 'আবহওয়ার প্রতিকূলতার কারণে পূর্ব ডুয়ার্সের চা বাগানগুলি সবথেকে প্রভাবিত হয়েছে। মাদারিহাট-বীরপাড়া, কালচিনি, কুমারগ্রামের বাগানগুলিতে জুন মাসে ১০ থেকে ২৫ শতাংশের মতো উৎপাদন কম হওয়ার তথ্য মিলেছে। তাপমাত্রা বেশি থাকায় লুপার, হেলোপেলটিস, রেড স্পাইডার, গ্রিন ফ্লাই, থ্রিপস-এর মতো পোকামাকড়ের পাশাপাশি ব্যাকটিরিয়াল ব্লাইট, ফিউসেরিয়াম ডাইব্যাক, গ্রে ব্লাইট, ব্রাউন ব্লাইট, রেড রাস্ট-এর মতো ব্যাকটিরিয়া, ছত্রাক ঘটিত নানা ধরনের রোগ পাল্লা দিয়ে বেড়েছে।' টিআরএ-র তরাই শাখার অ্যাডভাইজারি অফিসার ডঃ তৃণা মণ্ডলের বক্তব্য, 'এখানকার সমস্ত বাগান ধরলে জুন মাসের উৎপাদন শতকরা ২৫ শতাংশ কম ছিল। এরপর চোদ্দোর পাতায়

চলছে পাতা বাছাইয়ের কাজ। ডুয়ার্সের একটি বাগানে। -ভাস্কর সেহানবিশ

Dr. S.C.DEB
M.C.P.S. Ex. DMO.

DR. S.C.DEB HOMOEO RESEARCH LABORATORY (PVT) LTD. (BONDED & WAREHOUSE)
AN ISO 9001 : 2008 & G.M.P. CERTIFIED COMPANY
DR. S.C. DEB'S TRULY WORLD CLASS HOMOEOPATHY

Dr. SAMUEL HAHNEMANN
(FOUNDER OF HOMOEOPATHY)

প্রতিষ্ঠাতাঃ নমিতা দেব

ধারাবাহিক উৎকর্ষ এবং গুণমানে সফলতার শিখরে ২৫শে

25th Anniversary

রজত জয়ন্তী বর্ষে

স্মরণে এবং শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে ডাঃ এস. সি. দেব

স্থানঃ সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়াম, কলকাতা

তারিখঃ ১৩.০৭.২০২৫, সময়ঃ সকাল ৮টা – বিকেল ৫টা

গৌরবময় উজ্জ্বল উপস্থিতি

স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ মহারাজ
(সম্পাদক) রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, কলকাতা

শ্রীমতি কাকলি ঘোষ দস্তিদার
মাননীয়া সাংসদ

ডাঃ নির্মল মাজি
মাননীয় বিধায়ক, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং সভাপতি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর

শ্রী সুজিত বোস
মাননীয় মন্ত্রী অগ্নি ও জরুরি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

• শ্রী নিমাই ঘোষ - মাননীয় পৌরপ্রধান, মধ্যমগ্রাম পৌরসভা • সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায় - প্রাক্তন ক্রিকেটার
• বিশ্বজিৎ চক্রবর্ত্তী - চলচ্চিত্র অভিনেতা • অম্বরীশ ভট্টাচার্য - চলচ্চিত্র অভিনেতা • শ্রীমতি রীনা দে - সমাজকর্মী
• শ্রী চঞ্চল চন্দ্র দেব - ম্যানেজিং ডিরেক্টর • শ্রীমতি সীমা দেব - ডিরেক্টর • শ্রী চন্দ্রনীল চন্দ্র দেব - ডিরেক্টর
(ডাঃ এস. সি. দেব হোমিও রিসার্চ ল্যাবরেটরি প্রাইভেট লিমিটেড)

মুখ্য আকর্ষণঃ

• শ্রীমতি ঊষা উত্থুপ - জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী • শ্রীমতি ডোনা গাঙ্গুলি - জনপ্রিয় নৃত্যশিল্পী • রূপঙ্কর বাগচি - জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী
• কল্যাণ সেন বরাট - জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী ও সংগীত পরিচালক • খাস কৌশিক - উপস্থাপক • ডঃ মধুমন্তী মৈত্র - উপস্থাপিকা

ডাঃ এস. সি. দেব হোমিও রিসার্চ ল্যাবরেটরি প্রাঃ লিঃ –এর ভবিষ্যত পরিকল্পনা

• অফথ্যালমিক বিভাগের মাধ্যমে চক্ষু চিকিৎসায় প্রবেশ।
• হু (WHO) জি. এম. পি. মানপ্রাপ্ত হওয়ার অন্যতম দাবিদার ডাঃ এস. সি. দেব হোমিও রিসার্চ ল্যাবরেটরি প্রাঃ লিঃ।
• ডাঃ এস সি দেব মহাশয়ের নামাঙ্কিত হোমিওপ্যাথিক কলেজ এবং হাসপাতাল তৈরি।

THINK TANK

ফিরে দেখা ২৫ ঃ ২০০০ সালে সংস্থার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন • ২০০১ সাল থেকে ঔষধ বাজারজাত শুরু • প্রথম থেকেই বন্ডেড ল্যাবরেটরি হিসেবে আত্মপ্রকাশ • ২০০৭ সালে রাজ্যে দ্বিতীয় হোমিওপ্যাথি সংস্থা হিসেবে জি.এম.পি মান প্রাপ্ত হওয়া • ২০০৭ সাল থেকে আজও দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ঔষধ সরবরাহ করা হয় • নিজস্ব ওয়ার হাউসের মাধ্যমে ইথাইল অ্যালকোহল সরবরাহ করা • ২০১৬ সাল থেকে হোমিওপ্যাথির পাশাপাশি আয়ুর্বেদিক ঔষধ এবং প্রসাধনী সামগ্রী তৈরি করা • ২০১৮ সালে প্রথম নিজস্ব অনলাইন পোর্টালের ম্যাধমে রোগীর বাড়িতে ঔষধ পৌঁছে দেওয়া • ২০২০ সালে করোনা কালে দেশে নিজস্ব হ্যান্ড স্যানিটাইজার প্রদান করে মানুষের পাশে দাঁড়ানো • ২০২১ সালে ঝড় বিধ্বস্ত অঞ্চলে ঔষধ এবং ত্রাণ সামগ্রী বিলি করে মানব সেবায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করা।

আপনাদের উপস্থিতি ও সাফল্য কামনায় ডাঃ এস সি দেব হোমিও রিসার্চ ল্যাবরেটরি প্রাইভেট লিমিটেড | Website: www.drscdebhomoeopathy.com

কালিয়াগঞ্জে শোরগোল, অভিযুক্ত চার সহপাঠী

ছাত্রীর নগ্ন এআই ছবি ভাইরাল

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ১২ জুলাই : প্রধান শিক্ষককে নালিশের খেসারত দিতে হল নবম শ্রেণির এক ছাত্রীকে। কয়েকজন সহপাঠী ছাত্র স্কুলে মোবাইল নিয়ে আসায় প্রধান শিক্ষকের কাছে নালিশ জানিয়েছিল ওই ছাত্রী। সেই আক্রোশেই অভিযুক্ত চার ছাত্র ‘এআই’ প্রযুক্তির মাধ্যমে ওই ছাত্রীর নগ্ন ছবি তৈরি করে সমাজমাধ্যমে তা ভাইরাল করে দেয়। কালিয়াগঞ্জের একটি স্কুলে এমনই অভিযোগ ঘিরে শোরগোল ছড়াল।

সম্প্রতি কালিয়াগঞ্জেরই একটি গার্লস স্কুলের হস্টেলে ছাত্রীদের স্নানের জায়গায় সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো ও আবাসিক ছাত্রীদের শ্লীলতাহানির অভিযোগ ঘিরে তোলপাড় হয় শিক্ষা মহল। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই কালিয়াগঞ্জের আরেক স্কুলে নবম শ্রেণির এই ছাত্রীর নগ্ন ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করার অভিযোগ ওঠায় উদ্বিগ্ন অভিভাবক মহল। শনিবার বিকেলে ওই ছাত্রীর অভিভাবক সহ তার বান্ধবীরা কালিয়াগঞ্জ থানায় এসে ওই ঘটনায় জড়িতদের কঠোরতম শাস্তি চেয়ে বিক্ষোভ দেখান। নির্যাতিতা ছাত্রীটির অভিভাবক ওই চার ছাত্রের বিরুদ্ধে কালিয়াগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।’

নির্যাতিতা ছাত্রীর অভিভাবকের অভিযোগ, ‘আমার মেয়ের ছবি মোবাইলে তুলে তা এডিট করে নগ্ন ছবি বানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে দেয় ওই স্কুলেরই নবম শ্রেণির চারজন ছাত্র। বিষয়টি জানার পর আমার মেয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষককে জানিয়েছিল। কিন্তু তিনি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করেননি। এদিকে, মেয়েটা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে। লোকসমাজে মুখ দেখাতে পারছে না।’

যত কাণ্ড মোবাইলে

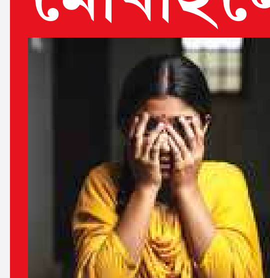

- ক্লাসে মোবাইল নিয়ে আসায় সহপাঠী ছাত্রদের নামে প্রধান শিক্ষকের কাছে নালিশ জানিয়েছিল ছাত্রীরা
- এরপরেই অভিযোগকারী এক ছাত্রীর নগ্ন এআই ছবি পোস্ট করে ছড়িয়ে দেওয়া হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়
- নবম শ্রেণির অভিযুক্ত চার ছাত্রের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের

প্রধান শিক্ষক বলেন, ‘আজ স্কুলের ছাত্রীরা আমার কাছে এসেছিল। শুনলাম, ভালো ছবি নয়। তবে ওরা আমাকে কোনও ছবি দেখাতে পারেনি। আজ ওই ছাত্রীর অভিভাবককে স্কুলে ডেকেছিলাম। যেহেতু, এটা স্কুলের বাইরের ঘটনা তাই তাঁকে বিষয়টি থানায় জানাতে বলেছি। মূল অভিযুক্তের সাইকেলটি স্কুলেই আটক করে রাখা হয়েছে।’

নির্যাতিতা ছাত্রীর কথায়, ‘আমার মুখ ব্যবহার করে নগ্ন ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা হয়েছে। শুক্রবার স্কুলে আসার পর থেকেই স্কুলের সবাই আমাকে দেখে হাসাহাসি করছে। প্রধান শিক্ষককে সবকিছু জানিয়েছিলাম। তিনি কোনও পদক্ষেপ করেননি।’ ছাত্রীটির দাবি, ‘ওই ছেলেগুলো আমারই সহপাঠী। ওরা স্কুলে মোবাইল নিয়ে আসত। সেটা আমরা কয়েকজন বান্ধবী মিলে প্রধান শিক্ষককে জানিয়ে দিয়েছিলাম। সেই রাগেই ওরা আমার সঙ্গে এই ঘটনা ঘটিয়েছে।’ অভিযুক্ত চার ছাত্রের টিসি চাওয়ার পাশাপাশি আইনি পথে তাদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছে নির্যাতিতা ছাত্রী ও তার বান্ধবীরা। তাদের অভিযোগ, এই ঘটনা এবারই প্রথম নয়। গত বছর ওই স্কুলের দশম শ্রেণির এক ছাত্রীও এই ধরনের ঘটনার শিকার হয়েছিল।

ঘটনায় উদ্বিগ্ন অপর এক অভিভাবক বলেন, ‘কোথায় যাচ্ছে সমাজ! আমার মেয়েও এই স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী। স্কুলে কোনও অনুশাসন নেই। প্রধান শিক্ষকেরই উচিত ছিল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার।’

আলিপুরদুয়ারেও ভরসা মীনাক্ষী

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১২ জুলাই : কোচবিহার জেলার সঙ্গে আলিপুরদুয়ার জেলার সিপিএমের সংগঠন দেখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সিপিএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কে। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হিসেবে মীনাক্ষী এবং রাজ্য কমিটির সদস্য হিসেবে অলোকেশ দাসকে আলিপুরদুয়ার জেলার সংগঠন দেখার দায়িত্ব দেওয়া হয় কয়েকদিন আগে। শনিবার জেলা সিপিএম নেতাদের সঙ্গে প্রথম বৈঠক করলেন মীনাক্ষী ও অলোকেশ। সেখানে ছিলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমও। আলিপুরদুয়ার জেলার সিপিএম নেতারা মীনাক্ষীকে নিয়ে আশাবাদী। এখন এটাই দেখার, আগামী বিধানসভা ভোটে এর কতটা প্রভাব পড়ে।

এদিন সেলিম বলেন, ‘বিভিন্ন বুথ, অঞ্চল, ওয়ার্ড, ব্লকভিত্তিক আমরা কাজ শুরু করেছি। বিজেপি-তৃণমূলকে কাউন্টার দেওয়ার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা করা হচ্ছে।’ অন্যদিকে, বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে বলে জানান তিনি। সিপিএম সূত্রে খবর, রাজ্যের কোন আসনে বামফ্রন্ট প্রার্থী দেবে, কত আসনে কোন দল লড়বে, সেই নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। জুলাইয়ের মধ্যেই সেই আলোচনা শেষ হবে। অগাস্ট থেকে বামফ্রন্টের বাইরে থাকা বিভিন্ন দলের সঙ্গেও আলোচনা শুরু হবে। সেলিম বলেন, ‘তৃণমূল ও বিজেপি বাদে বাকি সব দল একসঙ্গে কীভাবে আন্দোলন করা যায়, সেই চেষ্টা আমরা করছি।’

> তৃণমূল ও বিজেপি বাদে বাকি সব দল একসঙ্গে কীভাবে আন্দোলন করা যায়, সেই চেষ্টা আমরা করছি।
>
> **মহম্মদ সেলিম**
> *রাজ্য সম্পাদক, সিপিএম*

এদিকে, কয়েকদিন আগেই আলিপুরদুয়ার জেলা কংগ্রেস থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, তারা কোনওরকম আন্দোলনে কিংবা আসনে সমঝোতায় রাজি নয় এবং আলিপুরদুয়ার জেলার পাঁচটি আসনেই তারা প্রার্থী দিতে চায়। সেই সিদ্ধান্তকে কার্যত পাত্তা দিতে নারাজ সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক। তাঁর কথায়, ‘এগুলো সিদ্ধান্ত নেয় কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব। জেলা থেকে যে কোনও মতামত যেতে পারে, তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সেটা নয়।’

আগামী বিধানসভা ভোটে জোট নিয়ে সিপিএম আশাবাদী। পাশাপাশি নিজেদের ঘর গোছাতেও ব্যস্ত তারা। সেকারণেই আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলায় ভালো ফলের আশায় মীনাক্ষী ও অলোকেশকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এদিন সিপিএমের আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদকমণ্ডলী এবং জেলা সিপিএম নেতাদের সঙ্গে সিপিএম জেলা কার্যালয়ে আলাদা বৈঠক করেন রাজ্য সিপিএম নেতারা। আগামীতে কীভাবে কাজ করতে হবে, সেটা নিয়ে আলোচনা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ তপশিলী জাতি, আদিবাসী ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন একটি সংস্থা)
সি.এ. ২১৭/৪/১, সেক্টর-১, সল্টলেক, কোলকাতা - ৭০০০৬৪
তপশিলী জাতিভুক্ত যুবক/যুবতীদের কর্মসংস্থান ও স্বনির্ভরতার জন্য বিনা ব্যয়ে অনাবাসিক প্রশিক্ষণের সুযোগ

বিষয়	শিক্ষাগত যোগ্যতা
ফুড অ্যান্ড বেভারেজ সার্ভিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (THS/Q0307)	ন্যূনতম ১০ম শ্রেণী উত্তীর্ণ

যোগ্যতা : বয়স ১৮ বছর থেকে ৩৫ বছর
পারিবারিক বার্ষিক আয় সর্বাধিক ৩,০০,০০০.০০ টাকা।
বিষয়: Food and Beverage Service Assistant | আসন সংখ্যা: ১৮০
এস.এল.আই.ই.এম-কামাখ্যাগুড়ি,
শহীদ ক্ষুদিরাম কলেজের নিকটে, কলেজ রোড, কামাখ্যাগুড়ি - ৭৩৬২০২
অনলাইনে সরাসরি আবেদন করুন এই ঠিকানায়:
https://wbbedev.webstep.in
বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন:
9903583403, 9733424912
আবেদনের শেষ তারিখঃ- 22nd July 2025
প্রকল্প রূপায়নেঃ SLIEM LIMITED
Salt Lake Institute of Engineering & Management Ltd.
124, SDF Building, Sector-V, Saltlake, Kolkata-700091, West Bengal

বনমহোৎসবেই নতুনদের দেখার সম্ভাবনা সাফারিতে

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই : উত্তরবঙ্গকে গুরুত্ব দিয়ে শিলিগুড়িতে বনমহোৎসব আয়োজন করতে চলেছে বন দপ্তর। শামিল হবেন রাজ্যের একঝাঁক হেভিওয়েট মন্ত্রী ও আমলা। সেদিনই বেঙ্গল সাফারি পার্কে দেখা মিলতে পারে নতুন অতিথিদের। তালিকায় রয়েছে এশিয়াটিক ওয়াইল্ড ডগ থেকে হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার, ঘড়িয়াল, বিদেশি পাখি সহ একাধিক প্রাণী। রাজ্যের বিভিন্ন চিড়িয়াখানা থেকে তাদের নিয়ে আসা হয়েছে বেঙ্গল সাফারিতে। তবে নতুন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে এনক্লোজারে রাখা হয়েছে তাদের। এপ্রসঙ্গে রাজ্য জু অথরিটির সদস্য সচিব সৌরভ চৌধুরীর সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, ‘প্রত্যেকটি প্রাণীই সুস্থ। তারা বর্তমানে কোয়ারান্টিনে। খুব তাড়াতাড়ি জনসমক্ষে আনার কথা ভাবা হচ্ছে।’

সাফারি পার্কে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার, লেপার্ড, ঘড়িয়াল সহ আরও একাধিক প্রাণী আগে থেকেই রয়েছে। সিকিম থেকে এর আগে একজোড়া হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার আনা হয়েছিল। তাদের প্রজননের পর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় চার। একটি ব্ল্যাক বিয়ার পাঠানো হয়েছে অন্য চিড়িয়াখানায়। এরইমধ্যে দুজনের সঙ্গী হিসেবে আলিপুর চিড়িয়াখানা থেকে আরও একজোড়া শিডিউল-১ তালিকাভুক্ত হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার আনা হয়েছে। বর্তমানে পার্কে ব্ল্যাক বিয়ারের সংখ্যা পাঁচ। এসেছে দুটো এশিয়াটিক ওয়াইল্ড ডগ (ঢোলে), দুই জোড়া করে বিদেশি পাখি স্টর্কস ও স্পুন বিলস। জুনের মাঝামাঝি সময়ে গ্রিন করিডর করে আলিপুর চিড়িয়াখানা থেকে পাখি ও প্রাণীদের আনা হয় সাফারি পার্কে। সঙ্গে ছিল চিকিৎসকদের দল ও লাইফ সাপোর্ট অ্যাম্বুল্যান্স।

এখান থেকে ত্রিপুরার সিপাইজলা চিড়িয়াখানায় গতবছর একটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার পাঠানো হয়েছিল। বন দপ্তর সূত্রে জানা গেল, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারটি ত্রিপুরায় তিন শাবকের জন্ম দিয়েছে। বনকর্তারা জানিয়েছেন, মা ও শাবক উভয়েই সুস্থ। তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। দেওয়া হচ্ছে পরিমিত খাবার ও জল। কড়া নজর রাখছেন চিকিৎসকরা। বেঙ্গল সাফারিতে নতুন উদ্যোগ পর্যটকের সংখ্যা আরও বাড়িয়ে দেবে বলে আশা করা হচ্ছে। এশিয়াটিক ওয়াইল্ড ডগ থেকে হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার, ঘড়িয়াল, বিদেশি পাখি বাড়তি আকর্ষণ হয়ে উঠবে।

নয়া উদ্যোগ

- উত্তরবঙ্গকে গুরুত্ব দিয়ে শিলিগুড়িতে বনমহোৎসব আয়োজন করতে চলেছে বন দপ্তর
- শামিল হবেন রাজ্যের একঝাঁক হেভিওয়েট মন্ত্রী ও আমলা
- সেদিনই বেঙ্গল সাফারি পার্কে দেখা মিলতে পারে নতুন অতিথিদের
- তালিকায় রয়েছে এশিয়াটিক ওয়াইল্ড ডগ থেকে হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার, ঘড়িয়াল, বিদেশি পাখি সহ একাধিক প্রাণী

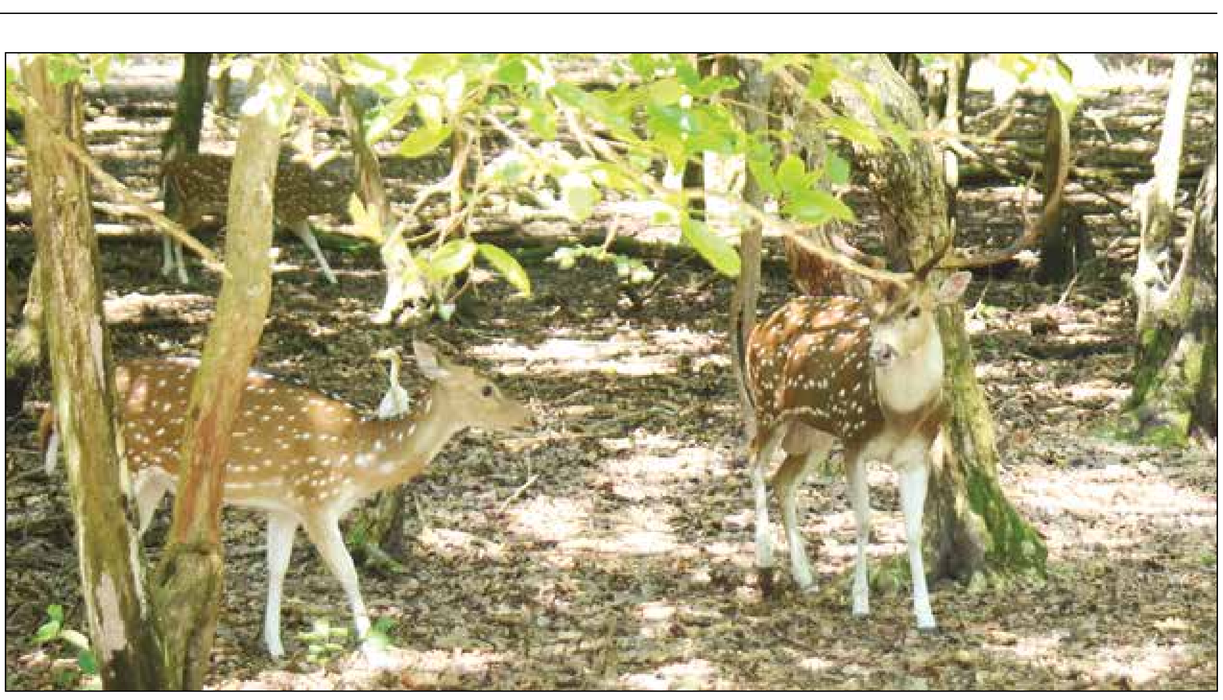

রোদের তাপ থেকে বাঁচতে গাছতলায় হরিণরা। শনিবার শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারিতে। ছবি : সূত্রধর

আশায় বুক বাঁধছে বণিকসভা

এনজেপিকে বাইপাস করে নয়া রেল ট্র্যাক

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১২ জুলাই : নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের ওপর চাপ কমাতে বাইপাস করে তৈরি হচ্ছে নতুন রেলপথ। শিলিগুড়ি জংশন থেকে আমবাড়ি ফালাকাটা পর্যন্ত প্রায় ২ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ট্র্যাক তৈরি করতে চলেছে রেল। এই প্রকল্পের জন্য ২৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, দাবি জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায়ের। জয়ন্তর মতে, ‘এনজেপির ওপর চাপ বাড়ছে। তাই শিলিগুড়ি জংশন থেকে এনজেপিকে বাইপাস করে সরাসরি আমবাড়ি ফালাকাটা পর্যন্ত মাল্টি ট্র্যাকিং রেলওয়ে বাইপাসের অনুমোদন দিয়েছে রেল বোর্ড।’

সাংসদ জানিয়েছেন, জুনে প্রকল্পের অনুমোদন দেয় বোর্ড। তারপর উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার (মালিগাঁও) তাঁকে এই সংক্রান্ত অনুমোদনপত্রের কপি পাঠালেন। শিলিগুড়ি জংশন ও আমবাড়ি ফালাকাটা হয়ে সরাসরি জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও নিম্ন অসম পর্যন্ত প্যাসেঞ্জার ট্রেন চলাচলে পরিষেবার উন্নতি হবে। নয়া ট্র্যাকে আমবাড়ি ফালাকাটা পর্যন্ত এসে তারপর ফের পুরোনো রুট ধরে চলবে ট্রেন। আমবাড়ি ফালাকাটা পেরিয়ে এনজেপি ঢোকার কিছুটা আগে, অন্যদিকে শিলিগুড়ি জংশনের পর এনজেপি ঢোকার আগে বাইপাসের পথ ধরবে ট্রেন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মালিগাঁও অফিস সূত্রে জানা গেল, রেল ট্র্যাক তৈরি সহ অন্য পরিকাঠামো তৈরি, সিগন্যালিং ব্যবস্থার জন্য ওই অর্থ খরচ হবে।

নয়া প্রকল্প

- নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের ওপর চাপ কমাতে বাইপাস করে তৈরি হচ্ছে নতুন রেলপথ
- শিলিগুড়ি জংশন থেকে আমবাড়ি-ফালাকাটা পর্যন্ত প্রায় ২ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ট্র্যাক তৈরি করতে চলেছে রেল
- এই প্রকল্পের জন্য ২৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে

নয়া উদ্যোগ প্রসঙ্গে নর্থবেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সাধারণ সম্পাদক কিশোর মারোদিয়ার প্রশংসা, ‘খুবই ভালো উদ্যোগ। এতে প্যাসেঞ্জার ট্রেন চলাচলের সংখ্যা বাড়বে বলে আশা করছি।’ পর্যটন ব্যবসায়ী সম্রাট সান্যালের মতে, ‘যে কোনও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিকরণে সাধারণ মানুষ থেকে পর্যটকদের সুবিধা হবে।’

এই বাইপাস তৈরির আরও একটি উদ্দেশ্য হল, ভবিষ্যতে এনজেপি থেকে দূরপাল্লার ট্রেনের সংখ্যা বাড়লে ট্র্যাকটি খালি রাখতে হবে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা জানালেন, শিলিগুড়ি জংশন থেকে আমবাড়ি ফালাকাটার মধ্যে বাইপাস রেল ট্র্যাকের প্রকল্প সম্পর্কে অবগত তাঁরা। খুব তাড়াতাড়ি এই সংক্রান্ত ঘোষণা করা হবে রেলের তরফে।

শ্বশুরবাড়িতে ধর্না স্বামীর

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১২ জুলাই : বাড়ি, জমি সহ নিজের সব সম্পত্তি স্ত্রী জেসমিনের নামে নথিভুক্ত করে ভিনরাজ্যে গিয়েছিলেন কাজের খোঁজে। সম্পত্তি বেচে বাপের বাড়ি চলে যাওয়া সেই স্ত্রীকে ঘরে ফেরাতে শনিবার শ্বশুরবাড়ির সামনে ধর্নায় বসলেন হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার পরিযায়ী শ্রমিক আয়ুব হোসেন। বছর ১২ আগে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার চণ্ডীপুর গ্রামের আয়ুব হোসেনের সঙ্গে ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের জেসমিন পারভিনের বিয়ে হয়। তাঁদের একটি ছেলে এবং মেয়ে রয়েছে। আয়ুব বলেন, ‘বছরখানেক হল স্ত্রী এবং সন্তান আমার কাছে থাকে না। বাপের বাড়ি চলে গিয়েছে। সম্প্রতি ফোন করে মায়ের কাছ থেকে জানতে পারি, আমাদের বাড়ি, জমি সব বিক্রি হয়ে গিয়েছে। এরপরই তড়িঘড়ি এলাকায় ফিরে আসি।’ আয়ুবের দাবি, ভালোবাসার টানে স্ত্রীকে সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিয়েছিলেন। এখন স্ত্রী-সন্তানকে নিজের কাছে এনে রাখতে চান তিনি। যদিও এই বিষয়ে কোনও পক্ষই থানায় অভিযোগ দায়ের করেনি বলে জানা গিয়েছে।

ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বর্ষা বসাক বলেন, ‘বিষয়টি শুনেছি। ঘটনার খোঁজ নেব।’ হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিৎ সরকার বলেন, ‘এখনও পর্যন্ত কোনও অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে খতিয়ে দেখা হবে।’ যদিও এ ব্যাপারে আয়ুবের শ্বশুরবাড়ির লোক সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে চাননি।

ফুলকপির আড়ালে মদ

শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই : ফুলকপিবোঝাই পণ্যবাহী গাড়ির পিছু ধাওয়া করে বিপুল পরিমাণ সিকিমের মদ বাজেয়াপ্ত করল আবগারি দপ্তর। বস্তার আড়াল থেকে মিলেছে ১৫০ কার্টন ভর্তি মদ। সবমিলিয়ে এর আনুমানিক বাজারমূল্য ৪১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। শুক্রবার রাতের ঘটনায় বিহার নম্বরের পণ্যবাহী গাড়িটিকে আটক করা হয়েছে। ধৃত গাড়ির চালক রোশান কুমার বিহারের বৈশালীর বাসিন্দা। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আবগারি কর্তারা জানতে পারেন, সিকিমের মেল্লি থেকে গাড়িটি বিহারের সমস্তীপুরের উদ্দেশ্যে মদ নিয়ে যাচ্ছিল। রোশানকে শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। স্পেশাল এক্সাইজ কমিশনার (এনফোর্সমেন্ট, নর্থ) সুজিত দাস বলেন, ‘সামনেই বিহারের বিধানসভা নির্বাচন।’

গোপন সূত্র মারফত খবর আসে, মেল্লি থেকে বিপুল পরিমাণে মদ শিলিগুড়ি হয়ে বিহারে পাচারের উদ্দেশ্যে আনা হচ্ছে। এরপর চেকপোস্টে নাকা চেকিং শুরু করে আবগারি দপ্তর। রাত দুটো নাগাদ বিহার নম্বরের একটি পণ্যবাহী গাড়ি আসতে দেখে তল্লাশির জন্য সেটা আটকানোর চেষ্টা করেন আবগারি কর্মীরা। গাড়িটি অবশ্য তখন দাঁড়ায়নি। দার্জিলিং মোড়ের দিকে এগোতে থাকলে পিছু ধাওয়া করেন কর্তব্যরতরা। অবশেষে স্টেট গেস্টহাউসের সামনে পৌঁছাতেই নাগালে আসে অভিযুক্ত।

অল্পের জন্য রক্ষা পেল পরিবার

ঘরের চাল ভেঙে ঢুকে গেল গাছ

আব্দুল লতিফ

গয়েরকাটা, ১২ জুলাই : ‘রাখে হরি মারে কে’। শুক্রবার রাতে এমনই ঘটনার সাক্ষী থাকলেন দক্ষিণ সাঁকোয়াঝোরা এলাকার বাসিন্দারা। ঝড় নেই, বৃষ্টি নেই। আচমকা শোয়ার ঘরে ভেঙে পড়ল আস্ত একটি গাছ। ঘরের চাল ভেঙে বিছানার কয়েক ফুট ওপরে ঝুলে রইল ভাঙা গাছ। এই ঘটনায় প্রাণে বাঁচল এক শিশু সহ তিনজন। আচমকা এমন ঘটনায় যেন শ্বাস বন্ধ হওয়ার জোগাড় বাড়ির মালিক ধীরেন্দ্রনাথ রায়ের। শুক্রবার রাত ১১টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে বানারহাট ব্লকের সাঁকোয়াঝোরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ সাঁকোয়াঝোরা মোহরেরবান জুনিয়ার হাইস্কুল সংলগ্ন এলাকায়।

এদিন স্থানীয় ধীরেন্দ্রনাথ রায় তাঁর স্ত্রী সহ ছোট নাতনিকে নিয়ে ঘুমিয়েছিলেন। রাত ১১টা নাগাদ হুড়মুড়িয়ে ঘরের উপর স্কুলের একটি গাছ ভেঙে পড়ে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই বিছানার কিছুটা ওপরে আটকে যায় গাছটি। বরাতজোরে প্রাণে বাঁচেন নাতনি সহ ঠাকুরদা ও ঠাকুরমা। ধীরেন্দ্রনাথ রায় এই ঘটনায় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘ঈশ্বর না থাকলে কাল কী যে হত, জানি না। ছোট্ট নাতনিও ভীষণ ভয় পেয়েছে।’

বরাতজোরে

- ধীরেন্দ্রনাথ রায় তাঁর স্ত্রী সহ ছোট নাতনিকে নিয়ে ঘুমিয়েছিলেন
- শুক্রবার রাত ১১টা নাগাদ হুড়মুড়িয়ে ঘরের উপর স্কুলের একটি গাছ ভেঙে পড়ে
- কিছু বুঝে ওঠার আগেই বিছানার কিছুটা ওপরে আটকে যায় গাছটি
- বরাতজোরে প্রাণে বাঁচেন নাতনি সহ ঠাকুরদা ও ঠাকুরমা

স্থানীয় বাসিন্দা মৃণাল রায় বলেন, ‘রাতে খবর পেয়ে ছুটে গিয়ে দেখি একটি আস্ত গাছ ঘরের উপর বিছানার সোজাসুজি ভেঙে পড়ে আছে। কপালের জোরে তিনজন বেঁচে গিয়েছে। ঘরের একদিকে পাকা দেওয়াল না থাকলে বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা ছিল।’

এলাকাবাসীর অভিযোগ, বসতবাড়ির পাশে থাকা গাছগুলিকে কাটার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষকে বারবার জানানো সত্ত্বেও গাছগুলিকে কাটা হয়নি। আজ বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটলে এর দায় কে নিত? এ বিষয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

বিন্দোলে ভোররাতে মই লাগিয়ে কাঁটাতার টপকে পলাতক পাঁচ বাংলাদেশি

বিএসএফের গুলিতে হত পাচারকারী

বিশ্বজিৎ সরকার

হেমতাবাদ, ১২ জুলাই : রায়গঞ্জ থানার বিন্দোল গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিয়াল বিওপি এলাকার ১৮ নম্বর গেট সংলগ্ন সীমান্তে চাঞ্চল্যকর ঘটনা। ভোররাতে মই লাগিয়ে সীমান্তের কাঁটাতার টপকে ওপারে পালানোর সময় বিএসএফের গুলিতে মৃত্যু হল এক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীর। আরও পাঁচজন পলাতক।

বিএসএফ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার ভোর চারটে নাগাদ ছয়জন বাংলাদেশি দুষ্কৃতী সনগাঁও সংলগ্ন পারিয়াল বিওপি দিয়ে কাঁটাতার টপকে বাংলাদেশে ফেরার চেষ্টা করছিল। তাদের হাতে ছিল একটি করে ঝোলাব্যাগ। বিএসএফের কর্তব্যরত জওয়ান তাদের দাঁড়াতে বললে, তারা না দাঁড়িয়ে উলটে ধারালো অস্ত্র ছুড়ে বিএসএফ জওয়ানদের উপর হামলার চেষ্টা করে।

পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠলে কর্তব্যরত জওয়ানরা আত্মরক্ষার্থে এলোপাতাড়ি গুলি চালান। এক দুষ্কৃতীর ডান পায়ে গুলি লাগে। পরে তার মৃত্যু হয়। বাকি দুষ্কৃতীদের দুজন বাংলাদেশের দিকে এবং তিনজন ফের ভারতের দিকে পালিয়ে যায়।

বিএসএফ সূত্রের খবর, প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে অভিযুক্তরা মাদক ও গোরু পাচারের সঙ্গে যুক্ত। বিএসএফের এক আধিকারিকের দাবি, ওই দলটিতে মোট আটজন সদস্য ছিল। ছয়জন কাঁটাতার পার হচ্ছিল এবং বাকি দুজন প্রায় ১০০ মিটার দূরে দাঁড়িয়ে ছিল।

এদিন দুপুর ১২টা নাগাদ অজ্ঞাতপরিচয় ওই বাংলাদেশি দুষ্কৃতীর মৃতদেহ রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে নিয়ে আসা হয়। ময়নাতদন্তের জন্য

উপস্থিত ছিলেন একজন ম্যাজিস্ট্রেট পদমর্যাদার আধিকারিক সহ পুলিশ আধিকারিক, বিএসএফের উচ্চপদস্থ কর্তারা ও পুলিশের নিযুক্ত চিত্রগ্রাহক। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহটি ফ্রিজে সংরক্ষণ করে রাখা হবে। মৃত তরুণের আনুমানিক বয়স ২০ বছর। তার পরনে ছিল সাদা জামা ও কালো প্যান্ট। এখনও পর্যন্ত তার নাম ও পরিচয় জানা যায়নি। পুলিশের দাবি, বিএসএফ অভিযুক্তদের নাম জানলেও ইচ্ছাকৃতভাবে তা গোপন করছে।

এদিকে, এই ঘটনার প্রেক্ষিতে সীমান্তে পরিস্থিতি শান্ত ও স্বাভাবিক রাখতে এদিন বিকেল চারটে নাগাদ দুই দেশের মধ্যে একাধিকবার ফ্ল্যাগ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। নর্থ ফ্রন্টিয়ারের এক বিএসএফ আধিকারিক বলেন, 'ওরা মোট আটজন ছিল। ছয়জন কাঁটাতার পার হয়ে বাংলাদেশে ঢোকার চেষ্টা করছিল এবং দুজন কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। আমাদের সন্দেহ, তারা সকলে মাদক এবং গোরু পাচারের সঙ্গে যুক্ত।'

বিএসএফের দাবি

- পালানোর চেষ্টা করছিল ৬ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী
- তাদের থামতে বললে বিএসএফের দিকে ধারালো অস্ত্র ছুড়ে হামলা চালানোর চেষ্টা করে
- তারপরেই গুলি চালান কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ান
- একজন গুলি লেগে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে বাকিরা পালিয়ে যায়

> ওরা মোট আটজন ছিল। ছয়জন কাঁটাতার পার হয়ে বাংলাদেশে ঢোকার চেষ্টা করছিল এবং দুজন কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। আমাদের সন্দেহ, তারা সকলে মাদক এবং গোরু পাচারের সঙ্গে যুক্ত।
>
> **বিএসএফ আধিকারিক**

সাইবার ক্রাইমে সুকান্তর বিরুদ্ধে নালিশ তৃণমূলের

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১২ জুলাই : 'গোপন চিরকুট' প্রকাশ্যে আনেননি, বরং বিকৃত, ভুয়ো চিঠি পোস্ট করে কার্যত ষড়যন্ত্র করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। শনিবার সুকান্তর বিরুদ্ধে সাইবার ক্রাইম থানায় ১০ জুলাইয়ের সংশ্লিষ্ট ঘটনায় অভিযোগ দায়ের করে সাংবাদিক বৈঠকে এমনই দাবি করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের নেতা মফিজউদ্দিন মিয়াঁ। তিনি বলেন, 'কুমারগঞ্জ বিদ্যুৎ স্টেশন ম্যানেজার, বিধায়ক তোরাব হোসেন মণ্ডল ও আমাকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করে চিঠিটি পোস্ট করেছেন। আমরা তিনজনই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ বলেই, আমাদের বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্র। ওই চিঠির লেখা, সই, সিল সবই বিকৃত করা হয়েছে।'

প্রসঙ্গত, গত ১০ জুলাই সুকান্ত তাঁর নিজের এক্স হ্যান্ডেল থেকে কুমারগঞ্জের বিদ্যুৎ দপ্তরের এক আধিকারিকের কীর্তিকলাপ ফাঁস করার দাবি করেন। একটি চিরকুট পোস্ট করে সুকান্ত জানান, কুমারগঞ্জ বিদ্যুৎ দপ্তরের স্টেশন ম্যানেজারের দায়িত্বে থাকা নাজমুল হক গত ১৮ মার্চ জেলা পরিষদের প্রাক্তন পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ ও জেলা তৃণমূল নেতা মফিজউদ্দিন মিয়াঁকে ওই গোপন চিরকুট পাঠিয়েছেন। যে চিরকুটে স্টেশন ম্যানেজার লিখেছেন, চাকরি দেওয়ার জন্য যাঁকে মফিজ পাঠিয়েছেন, তাঁর কাছ থেকে ৬ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা তিনি পেয়েছেন। মফিজ এবং বিধায়ক তোরাব হোসেন মণ্ডলের নির্দেশে কুমারগঞ্জের বিজেপি নেতা সুশীল মার্ডির বিরুদ্ধে বিদ্যুৎ চুরির অভিযোগ এনে ২.৫ লাখ টাকা ফাইনও করেছেন। কিন্তু ওই বিজেপি নেতা হাইকোর্ট থেকে রায় নিয়ে এসে ফের বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার দাবি করেছেন।

তাই এখন কী কর্তব্য, তার পরামর্শ তৃণমূল নেতার কাছে চেয়েছেন স্টেশন ম্যানেজার।

এই চিঠি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে সুকান্ত বলেছিলেন, 'শাসকদলের নেতারা যে দুর্নীতি করছেন, বিরোধী দলের নেতাদের উপরে প্রতিহিংসার রাজনীতি করছেন, তা এই চিঠিতেই প্রমাণ।'

আর এই চিঠি বিকৃত করে তৈরি করা হয়েছে বলে প্রথম দিন থেকেই দাবি করে আসছেন মফিজ। এবারে তিনি সুকান্তর বিরুদ্ধে বালুরঘাট সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত দাবি করেছেন তিনি। তবে এবিষয়ে সুকান্তকে ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। এমনকি বিকেল ৩.৪৩ মিনিটে বক্তব্য চেয়ে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করা হলেও, কোনও সাড়া মেলেনি।

> সবে তো টোটকা দেওয়া হয়েছে। এখনও ধামাকা বাকি রয়েছে। এতেই ছটফট করছে দুর্নীতিবাজরা। চোরের মায়ের বড় গলা। অভিযোগ দায়ের করতেই পারে, আমরাও আইনিভাবে বিষয়টির মোকাবিলা করব।
>
> **স্বরূপ চৌধুরী**
> জেলা সভাপতি, বিজেপি

> কুমারগঞ্জ বিদ্যুৎ স্টেশন ম্যানেজার, বিধায়ক তোরাব হোসেন মণ্ডল ও আমাকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করে চিঠিটি পোস্ট করেছেন। আমরা তিনজনই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ বলেই আমাদের বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্র। ওই চিঠির লেখা, সই, সিল সবই বিকৃত করা হয়েছে।
>
> **মফিজউদ্দিন মিয়াঁ** সংখ্যালঘু সেল, তৃণমূল কংগ্রেস

আজ টিভিতে

সানডে ধামাকা

দিদি নাম্বার ওয়ান রাত ৮.৩০ জি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ বেশ করেছি প্রেম করেছি, বিকেল ৩.৫০ জামাই ৪২০, সন্ধে ৬.৫৫ কি করে তোকে বলবো, রাত ১০.১০ পাওয়ার

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ সুলতান, দুপুর ২.০০ পরিণাম, বিকেল ৫.০০ অভিমন্যু, রাত ১০.৩০ কাবুলিওয়ালা, ১২.৩০ বিজয়া

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ আপন হল পর, দুপুর ১.০০ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, বিকেল ৪.০০ মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট, সন্ধে ৭.০০ ছোটবউ, রাত ১০.০০ সেদিন দেখা হয়েছিল

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বেয়াদপ, সন্ধে ৭.৩০ বাবা কেন চাকর

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সঙ্গী

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সম্পর্ক

জি সিনেমা : দুপুর ১২.৩৮ জওয়ান, বিকেল ৪.১০ আরআরআর, রাত ৮.০০ গেম চেঞ্জার, ১০.৫৫ সিম্বা

কালার্স সিনেপ্লেক্স এইচডি : বেলা ১১.৫৩ শিমলা মির্চি, দুপুর ২.০৮ হাউস-১৩

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.২১ মিশন রানিগঞ্জ, দুপুর ১.৫৬ সনম তেরি কসম, বিকেল ৪.৫০ কুলি নাম্বার ওয়ান, সন্ধে ৭.৩০ রমাইয়া ওয়াস্তাওয়াইয়া, রাত ১০.২০ দবং-থ্রি

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১.২৭ বব বিশ্বাস, বিকেল ৩.৪৭ গল্লি বয়, সন্ধে ৬.৩০ দ্য তাসখন্দ ফাইলস, রাত ৯.০০ র‍্যাহনা হ্যায় তেরে দিল মে, ১১.৫৩ ডন-টু

এমএনএক্স : বিকেল ৫.৪৬ ইলেক্ট্রা, রাত ৯.০০ মিররস, ১০.৪৯ অ্যালেক্স ক্রস

ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার

লভয়াপা রাত ৮.০০ স্টার গোল্ড

গেম চেঞ্জার রাত ৮.০০ জি সিনেমা

মহাপর্ব

পুতুল টিটিপি দুপুর ২.০০

ভিডিও বৌমা বিকেল ৩.০০

দেখুন সান বাংলায়

চা গাছের স্বাস্থ্য উদ্ধারের প্রকল্প

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১২ জুলাই : মাটি ও গাছের স্বাস্থ্য উদ্ধার প্রকল্পে নামছে জলপাইগুড়ি জেলার ক্ষুদ্র চা চাষিরা। এইকাজে আর্থিক সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছে দেশের এক বহুজাতিক সংস্থা। কারিগরি সহযোগিতা করছে চা শিল্পের উন্নয়নে দীর্ঘদিন ধরে বিশেষজ্ঞ সংস্থা হিসেবে কাজ চালিয়ে যাওয়া ট্রিনিটি সাসটেনেবল টি ফাউন্ডেশন। আগামী ১৭ জুলাই ময়নাগুড়ির ভোটপাটি এলাকার ক্ষুদ্র চা চাষিদের সমবায় সংস্থা জয় জল্পেশ স্মল টি গ্রোয়ার্স সোসাইটির ১০২ জন চাষির জমিতে হাতেকলমে প্রকল্পটির কাজ শুরু হবে।

প্রথম ধাপে জেলার বিভিন্ন

ব্লকের মোট ২০১ জন ক্ষুদ্র চা চাষিকে এর আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। প্রকল্পটির নাম রিজেনারিটিভ অ্যাগ্রিকালচার প্রোজেক্ট। বুধবার ট্রিনিটি কর্তাদের সঙ্গে জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির একটি বৈঠকে সমস্ত কিছু চূড়ান্ত করা হয়েছে। অসম কিংবা দেশের অন্য স্থানে এই প্রকল্প শুরু হলেও ক্ষুদ্র চা চাষিদের নিয়ে উত্তরবঙ্গে প্রথম জলপাইগুড়িতেই হচ্ছে। আপাতত ৫০০-৬০০ হেক্টর জমিতে কাজ শুরু হবে।

কীভাবে মাটির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি করা সহ চা গাছের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর কাজ শুরু হবে? ট্রিনিটি জানাচ্ছে, প্রথমেই ক্ষুদ্র চা চাষিদের জমির মাটি পরীক্ষা করা হবে। তাতে দেখে নেওয়া হবে কোন উপাদান কম বা বেশি রয়েছে। সেই মোতাবেক চাষিদের সহযোগিতা করা হবে। রাসায়নিক সারের পরিমাণ ক্রমশ কমিয়ে জৈব সারের ব্যবহার বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। এজন্য গোবর সহ বাড়িতে তৈরি নানান প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে তৈরি সার ব্যবহারে চাষিদের উৎসাহিত করা হবে।

পাশাপাশি রোগ পোকা দমনেও আলোর ফাঁদ, স্টিকি ট্র্যাপ-এর মতো নানা প্রাকৃতিক পদ্ধতির ওপর প্রথমে জোর দেওয়া হবে। প্রয়োজনে কখন, কি পরিমাণ রাসায়নিক স্প্রে করতে হবে সেটাও চাষিদের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে। পুরো প্রকল্পটি ছয় বছরের। এভাবে মাটির স্বাস্থ্য ফের আগের অবস্থায় ফিরে আসবে। সঙ্গে পোকামাকড়ের উপদ্রব রুখে দেওয়া সহ উৎপাদনও বাড়ানো সম্ভব হবে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের মত।

পীএম শ্রী স্কুল জবাহর নবোদয় বিদ্যালয়
(नवोदय विद्यालय समिति की एक इकाई)
शिक्षा मंत्रालय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार
PM SHRI SCHOOL JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA
(A Unit of Navodaya Vidyalaya Samiti)
Ministry of Education, Department of School Education & Literacy, Govt. of India
बारोबिशा, अलीपुरद्वार, पश्चिम बंगाल - 736207 Barobisha, Alipurduar, West Bengal - 736207
Email : jnvalipurduar@gmail.com UDISE : 19220707304

F.No. F.1-3/JNVA/2024-25/ **Dated :- 12.07.2025**

PM SHRI SCHOOL
JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYABAROBISHA, ALIPURDUAR (W.B)
WALK-IN-INTERVIEW

PM Shri Jawahar Navodaya Vidyalaya, Barobisha, Alipurduar, West Bengal is going to appoint suitable candidate against the following post on contract basis against purely temporary vacancy for the session 2025-26, for which interview will be conducted in the Vidyalaya on 21.07.2025 at 10:00 am. Interested candidates can attend the Walk-In-Interview in the Vidyalaya with all original certificates of educational qualification and experience alongwith one set of Xerox copy of educational qualification & 02 sets of colour passport size photograph.

Sl.No.	Post	Eligibility Criteria	Remuneration	Duration
01.	Self Defence Trainer (Karate)	Graduation from a recognized institution with at least 50 % and certificate in self Defence.	12,500/-PM	08 Months
02.	Music Teacher (Classical Dance)	Bachelor Degree in Classical Dance and certificate of Praveen/ Visharad /Raj / Prabhakar degree /diploma	20,000/- PM	08 Months
03.	Music Teacher (Instrumental)	Bachelor Degree in Instrumental and certificate of Praveen/ Visharad /Raj / Prabhakar degree /diploma	20,000/- PM	08 Months
04.	Yoga Teacher	Graduation from a recognized institution with at least 50 % marks and diploma/degree in yoga	12,500/-PM	08 Months
05.	Sport Coach (Cricket)	Bachelor's degree in Physical Science/Physical Education /Physical Education and Sports (Cricket specialization) with at least 50% marks and degree/diploma certificate. Working experience as a cricket coach.	20,000/-PM	05 Months
06.	Sport Coach (Football)	Bachelor's degree in Physical Science/Physical Education /Physical Education and Sports (Football specialization) with at least 50% marks and degree/diploma certificate. Working experience as a football coach.	20,000/-PM	05 Months
07.	Vocational Teacher (AI, AR/VR)	Bachelor Degree in Computer Application/Science/information Technology, BE/B. Tech in computer Science/ Information Technology	34,125/-PM	09 Months

Preference will be given to female candidates.
Minimum age limit is 21 years and maximum age limit is 40 years as on 01.07.2025.

PRINCIPAL

জাল লটারি টিকিট সহ ধৃত ২

কালিয়াগঞ্জ, ১২ জুলাই : লটারির জাল টিকিট বিক্রির অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম বাউল বর্মন এবং মানিক সরকার। শুক্রবার রাতে মজলিসপুর এলাকা থেকে কাশীডাঙ্গার বাসিন্দা বাউল এবং ভেদা বাজার এলাকা থেকে মধ্য কুনোরের বাসিন্দা মানিককে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। বাউলের কাছ থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার এবং মানিকের কাছ থেকে দেড় লক্ষ টাকার জাল লটারি টিকিট পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে।

ঝুলন্ত দেহ

মানিকচক, ১২ জুলাই : মানিকচক থানার সেখপুরা এলাকায় আম বাগান থেকে শনিবার এক মহিলার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। মৃতের নাম মুশতারা বিবি (৩৪)। গত ৯ তারিখ থেকে ওই মহিলা নিখোঁজ ছিলেন। পুলিশে তদন্ত শুরু করেছে।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৮২০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৮৭০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৩৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১১২৮০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১১২৯০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

সিনেমা

Now showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
MAALIK
(Hindi)
*ing: Rajkumar Rao, Prasenjit Chatterjee, Manoshi Chillar, Huma Qureshi
Time : 12.30, 3.30, 6.30 P.M
AC/Dolby Digital

ভর্তি

■ শিক্ষাবর্ষে 2025-27 D.EL.ED কোর্সে স্বল্প খরচে ভর্তি চলছে। Mob : 9851070787/ 8944884979. Mekliganj Netaji P.T.T.I., Cooch Behar, Pin-735304. President. (S/C)

■ Dhupguri College of Education admission going on for the B.Ed 2025-2027 Session. Bengali, English, Hindi, History, Geography, Education, Sanskrit, Ph. Science, Life Science, Math. M : 8910697591/ 9474320483. (A/B)

স্পোকেন ইংলিশ

■ নির্ভুল ইংরেজি দ্রুত শেখানোর গ্যারান্টি দিয়ে প্রবীণ শিক্ষকের ৩ মাসের কোর্স। 97335-65180, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি। (C/117502)

ভ্রমণ
ডলফিন হলিডেস (জলপাইগুড়ি)

■ স্পিতি ভ্যালি 5/9, কুমায়ুন+লখনউ 29/9, লে-লাদাখ 27/9, রাজস্থান 8/10, হিমাচল+অমৃতসর 8/10, অরুণাচল+কাজিরাঙা 29/9, কেরল 10/10, গুজরাট 17/11, আন্দামান ও ভুটান যে কোনও দিন। 9733373530.(K)

জ্যোতিষ

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা-501/- (C/117501)

■ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আধ্যাত্মিক জ্যোতিষ ও তারাপীঠের মহান তান্ত্রিক শ্রী সত্যানন্দ যে কোনও জটিল সমস্যায় স্থায়ী সমাধানে আজও অদ্বিতীয়। ১৫ থেকে ২০ জুলাই উত্তরবঙ্গে পাবেন। Mb. 8337076787. (K)

বিক্রয়

■ আলিপুরদুয়ার সূর্যনগরে 6 Dec টিনের চাল (পাকা বাড়ি) বাউন্ডারি ওয়াল সহ জমি বিক্রয়। M : 9800020321. (C/117024)

■ পূর্ব নেতাজিপল্লিতে বিশাল স্বাধীন বাড়ি বিক্রির জন্য উপলব্ধ। দাম ৭৮ লক্ষ টাকা। 9740215739 নম্বরে কল করুন। (K)

■ ফ্ল্যাট বিক্রি কলকাতার দমদম মেট্রোর স্টেশনের কাছে। কলকাতায় থেকে চিকিৎসা, পড়াশোনা, ভ্রমণের জন্য সঠিক বিনিয়োগ। 2BHK/3rd ft./841 sq.ft. Mob: 7980946011. (K)

বিক্রয়

■ ময়নাগুড়ি সুভাষনগরে 11D রেকর্ডেড বাস্তুজমি বিক্রয় হইবে। M : 6296980750/ 9476363469. (S/C)

■ রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৭½ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। সামনে ১৮' রাস্তা, পিছনে ৮ ½' রাস্তা ও ২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। রাস্তা ৮ ½'। (M) 9735851677. (C/116899)

■ Flat for sale, 2 BHK, E.V. Pally, Sanghati More, M : 9832097070. (C/117502)

■ Bolero B-6 optional - 2021, Tata ALE Gold Aug-2024, Pvt used vehicle in A-1 condition for sale - urgently. M : 8250133408. (C/117362)

■ 2 BHK - 700 sq.ft. ফ্ল্যাট, 2nd ফ্লোরে বিক্রয় - ২৮ লাখে। সুকান্তপল্লি, শিলিগুড়ি। M : 8373026899. (C/117503)

■ মালবাজার রামকৃষ্ণ কলোনির কালী মন্দিরের পাশে ৪ কাঠা জমি বিক্রয়, রাস্তা ৫'। M : 9832603787. (C/117321)

■ শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাস থেকে ৫ মিনিটের দূরত্বে আশিঘর থেকে সাহুডাঙ্গি যাওয়ার মেন রাস্তার উপর পাকা রাস্তা, পাকা ড্রেন, সোলার লাইট সহ ছোট ছোট প্লট করে জমি বিক্রি হচ্ছে, 8509396656. (C/117501)

বিক্রয়

■ বড় হলদিবাড়ি শিমুলতলা বালাডাঙ্গা মেখলিগঞ্জ কোচবিহার ১২ কাঠা জমি সামনে ৮ ফিটের পাকা রাস্তা আছে। বিক্রি হবে। ফোন : 8250529661. (C/117503)

■ Siliguri হায়দরপাড়া 3 BHK (1240 sq.ft), 3rd floor Flat রিসেল করা হবে। প্রকৃত গ্রাহকরা যোগাযোগ করুন। 8617848633. (C/117359)

ভাড়া

■ কোচবিহার শহরের চার নং ওয়ার্ডে 2 BHK 900 sq.ft. গ্রাউন্ড ফ্লোর ভাড়া দিবো। ফোন : 6295793281

■ Rent for shop ground floor Vinayak Hotel Building, H.C. Rd., Siliguri. Contact - 9932495103. (C/117341)

■ হাকিমপাড়ায় ভুটিয়া মার্কেটের কাছে চার বেডরুম, এক ডাইনিং স্পেস, দুই বাথরুম এবং একটি ছোট ব্যালকনিযুক্ত একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া আছে। ভাড়া ১৬০০০/-, যোগাযোগ 7551827985. (C/117323)

কিডনি চাই

■ AB+ কিডনি দাতা চাই। বয়স 25-40, ID আধার সহ যোগাযোগ করুন। 6296252205. (C/117360)

ব্যবসা/বাণিজ্য

■ আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য পরামর্শদাতা হিসেবে বাড়ি থেকে পার্ট-টাইম আয়ের সুযোগ। হোয়াটসঅ্যাপ - 9433766101. (K)

লোন

■ পার্সোনাল, মর্টগেজ, হাউসবিল্ডিং, জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট কেনার লোন, এছাড়া আপনার সোনার গয়না কোথাও বন্ধক থাকলে আমরা সেটা ছাড়িয়ে কম সুদে বেশি টাকা লোন করাই। M : 79086-31473. (C/117502)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়াতে বাড়িতে কাজের জন্য মহিলা পরিচারিকা প্রয়োজন। ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ। Ph- 9641917658. (C/116864)

■ ট্রাকড্রাইভার প্রয়োজন। যোগাযোগ করুন - 9641732263/ 9593739822.(C/117336)

■ নিজস্ব কারখানায় প্রস্তুত প্রোডাক্ট বিক্রয়ার্থে Franchise & sales person চাই। (M) - 9933674046/ 03533570609.(C/116898)

■ Female staff needed for Doctor Clinic at Ashrampara, Siliguri, Salary 7K.(M) 8509054328.(C/117501)

কর্মখালি

■ ST. XAVIER'S School, Jyotinagar,Siliguri requires trained lady teacher for Accountancy, Computer. (C/116900)

■ জলপাইগুড়ি শহরে সুপ্রতিষ্ঠিত ডায়াগনস্টিক সেন্টারে Doctor visit-এর জন্য জনসংযোগে দক্ষ, স্মার্ট, ছেলে/মেয়ে প্রয়োজন। Contact with CV- 7431823858. (C/116669)

■ তৎক্ষণাৎ নিয়োগ-জলপাইগুড়ি জেলা ফ্যাক্টরি ম্যানেজার Rs.২৫০০০-৩০০০০, সেলসম্যান Rs.১০০০০-১৫০০০+ইনসেনটিভ। অবস্থান : বলরাম, জলপাইগুড়ি জেলা অভিজ্ঞ প্রার্থীরা দ্রুত যোগাযোগ করুন। 7908874753. job.greenhillgroup@gmail.com(C/117502)

■ শিলিগুড়িতে সিমেন্ট ও ইট ফ্যাক্টরিতে ওয়েল্ডার মেশিনে কাজ জানা ছেলে ও লেবার চাই। বেতন সাক্ষাতে। M : 9832012224. (C/117501)

■ শিলিগুড়িতে ট্যালি ও কম্পিউটার জানা পুরুষ/মহিলা অফিস সহায়ক ও অ্যাকাউন্ট্যান্ট এবং লজের জন্য ফুলটাইমার ছেলে প্রয়োজন। আকর্ষণীয় বেতন। 9126265555.(C/117361)

কর্মখালি

■ GST বিল করতে জানা সেলস স্টাফ চাই, ৩০ ঊর্ধ্বে(পুরুষ)। ইলেক্ট্রিক মেশিনে ব্লাউস, চুড়িদার, অল্টার সব আইটেম তৈরিতে অভিজ্ঞ টেইলার চাই। U & T BOUTIQUE, জলপাইমোড়, শিলিগুড়ি। (M) 9332405559.

Amarpati Lions Citizens Public School
Eastern Bypass, Siliguri
(A CBSE affiliated Co-Educational School)
Invites application for **Maths Teacher** with B.Ed, M.Sc. and with minimum 5 years of teaching experience in classes 9 to12.
Please apply with full resume at alcpsslg@gmail.com

কর্মখালি

(C/117503)

■ সিকিউরিটি গার্ডে কাজের জন্য লোক চাই। থাকা ফ্রি, খাওয়ার ব্যবস্থা ও অন্যান্য সুবিধা। বেতন সাক্ষাতে। M : 7001949313. (C/117506)

APPOINTMENT
Requires Senior Manager -HR
for Full-Time. **Qualifications:** Bachelor's degree in Human Resources, Business Administration, or a related field (Master's degree preferred).- Strong knowledge of labour laws, compliance, and best practices in HR management. **Location:** Siliguri, **Age:** 45 to 60 Years. **Gender:** Male / Female (Female candidate preferred). **CTC: Rs.50,000/- to Rs.70,000/- Per Month. Experience:** Minimum 15 years of progressive HR experience, with at least 5 years in a leadership role within a manufacturing or industrial setting Industry.
Siliguri Electric Works
Mail Id: director.sew@gmail.com
Mobile No: 9933066620

Wanted Teacher
Wanted Teacher for Hindi, Qualification- BA (Hons) in Hindi with B.Ed, Fluency in English & Hindi and Basic Computer Knowledge is must, apply with C.V along with copies of Testimonials and passport size photograph within 7 days to:-
The Principal, Hindi Balika Vidyapith
S.P Mukherjee Road, Khalpara, Siliguri- 734005
(No Phone Please)

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

অশ্লীল মেসেজ

ছাত্রীদের অশ্লীল মেসেজ পাঠানোর অভিযোগ স্কুলের প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ের নামকরা ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের ওই শিক্ষককে আটক করা হয়েছে।

বিকৃত ছবি

বিকৃত ছবি ছড়ানোর অভিযোগে শনিবার সোনারপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন বহিষ্কৃত তৃণমূল নেত্রী রাজন্যা হালদার। দ্রুত পদক্ষেপের অনুরোধ করেছেন তিনি।

বৃদ্ধাকে মার

গৃহস্থের বাড়িতে চুরি করতে এসে বৃদ্ধাকে মারধর ও ধর্ষণের অভিযোগ। এই ঘটনায় বারুইপুরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। বারুইপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আত্মঘাতী

পছন্দের জামা বাবা-মা কিনে দিতে না পারায় আত্মঘাতী হলেন তরুণী। নদিয়ার চাকদা থানা এলাকার ঘটনায় শোকের ছায়া পরিবারে। মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সংকটেই নিয়োগ

শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ নিয়ে জটিলতা কিছুতেই কাটছে না। মাধ্যমিক এবং প্রাথমিক, উভয় ক্ষেত্রেই কর্তৃপক্ষ নানা সমস্যায় জেরবার। শিক্ষক নিয়োগে অযোগ্যদের বাছাই নিয়ে সংশয়ে পড়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। অন্যদিকে, চাকরি বাতিলের মামলায় রক্ষণাত্মক ভূমিকা এখন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের। সব মিলিয়ে জোড়া চাপে পশ্চিমবঙ্গ সরকারও।

নামকরা প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তায় প্রশ্ন

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১২ জুলাই : কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণাধীন দেশের সামনের সারির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট, ক্যালকাটা'-য় তরুণী ধর্ষণের অভিযোগ ওঠায় ফের সরগরম রাজ্য রাজনীতি। শাসকদল থেকে শুরু করে বিরোধী দল যেমন সুর চড়িয়েছে, ঠিক তেমনই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে এমন বিশৃঙ্খলা নিয়ে সরব হয়েছে শিক্ষামহলও। এই কাণ্ডকে বিজেপি-তৃণমূলের যোগসাজশের ফলাফল বলে মনে করছেন শিক্ষাবিদ মীরাতুন নাহার। তিনি বলেন, 'আমরা অবিদ্যার আধারে বাস করছি। সুপরিকল্পিতভাবে রাজ্যের নেত্রীর ক্ষমতার অপব্যবহার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাঠামোকে ধ্বংস করছে।' শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকারের মত, 'এখন ধর্ষণ ছেলেখেলা হয়ে গিয়েছে। যতদিন পর্যন্ত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা না হয়, ততদিন পর্যন্ত এই ঘটনা ঘটবেই। নারীসমাজকেও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে সতর্ক হতে হবে।'

প্রশ্ন উঠেছে দেশের প্রথম সারির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির নিরাপত্তা নিয়েও। তৃণমূল এই ঘটনায় 'বহিরাগত' তত্ত্ব তুলে ধরলেও বিজেপি রাজ্যের শাসনব্যবস্থার গাফিলতিকেই দায়ী করেছে। অবশ্য ধর্ষণের অভিযোগকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন নির্যাতিতার বাবা। তাঁর বক্তব্য, জোরপূর্বক ধর্ষণের অভিযোগ লিখিয়ে নেওয়া হয়েছে। দু'জনের বয়ান সম্পূর্ণ পৃথক হওয়ায় 'রাজনৈতিক অভিসন্ধি' বলে ঘটনাটিকে আখ্যা দিয়েছে বিজেপি।

আইআইএম কাণ্ডে বিজেপিকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে শাসকদল। তৃণমূল রাজ্য সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদারের বক্তব্য, 'প্রতিষ্ঠানটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। অভিযুক্ত বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা। সুতরাং বহিরাগত প্রসঙ্গে বিজেপিকেই প্রশ্ন করলে ভালো হয়।

'রাজনৈতিক অভিসন্ধি' কটাক্ষ বিজেপির

রাজ্য আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে।' অবশ্য বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব পন্ডার পালটা তোপ, 'নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও একটি কলেজে এমন ঘটনা ঘটে কী করে? নির্দিষ্ট কোনও রাজনৈতিক দলের পরিকল্পনাতেই এই ঘটনা ঘটেছে। পুলিশের অতিসক্রিয়তা তারই প্রমাণ দেয়।' শঙ্কুদেবের এই 'বিতর্কিত' মন্তব্যে দানা বেঁধেছে রাজনৈতিক মহলে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'শঙ্কুদেব কোন পরিস্থিতি থেকে এই মন্তব্য করেছেন আমার জানা নেই। তবে অভিযোগকারিণী ও তাঁর বাবার বয়ান যখন আলাদা, তখন চক্রান্তের সম্ভাবনা থাকতেই পারে।' তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষের প্রশ্ন, 'দু'জন তরুণ-তরুণীর সমাজমাধ্যমে পরিচয় নিয়ে তৃণমূল কী করতে পারে? বাবা ও মেয়ের বয়ান যেখানে আলাদা, সেখানে তৃণমূলকে জড়ানোর মানে কী? একজন বহিরাগত ছাত্র কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হোক।' প্রতিবাদে সরব হয়ে ক্যাম্পাসের বাইরে সকাল থেকেই বিক্ষোভ দেখিয়েছেন কংগ্রেস নেতৃত্বও। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের বক্তব্য, 'কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই ধরনের ঘটনা ঘটার পর আমরা চুপ থাকতে পারি না। আইআইএম ও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে অবিলম্বে সাংবাদিক সম্মেলন করে জানানো উচিত সত্য ঘটনাটি কী।' শঙ্কুদেবের কটাক্ষ, 'তৃণমূলের 'এ' টিম কংগ্রেসের অতিসক্রিয়তা আরও বেশি জল্পনা উসকে দিচ্ছে।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'কাকদ্বীপ, কামদুনির মতো ঘটনায় কোনও শাস্তি হয় না রাজ্যে। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানে এমন ঘটনা দেখলেই বোঝা যায়, অপরাধীদের মুক্তাঞ্চল হয়ে উঠেছে রাজ্য।'

ওরা কাজ করে... শনিবার নদিয়ায়। ছবি-পিটিআই

রক্ষীরা খুশি হলে মেলে ঢোকার ছাড়পত্র

আইআইএম নিয়ে অভিযোগ অনেক

রিমি শীল

কলকাতা, ১২ জুলাই : ডায়মন্ড হারবার রোডের মূল রাস্তার পাশে বিস্তীর্ণ জায়গাজুড়ে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট, ক্যালকাটা। ঘটনা চাউর হতেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা কয়েকগুণ বেড়েছে। মূল প্রবেশদ্বারের বাইরে ও রাস্তার ওপারে পুলিশি প্রহরা। অন্তত তিন ফুট দূরে ব্যারিকেড দিয়ে মূল প্রবেশদ্বার ঘিরে রাখা হয়েছে। অথচ দেশের প্রথম সারির এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই নাকি নিরাপত্তা ব্যবস্থার ফাঁক ছিল। কড়া নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অবাধে প্রবেশ করতে পারেন বহিরাগতরা। নিরাপত্তারক্ষীদের খুশি করালেই কাজ হাসিল। মহিলাদের নিয়ে প্রবেশ করা যেত। এমনটাই অভিযোগ তুলছেন স্থানীয়রা। ঘটনার পর শনিবার স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলতেই উঠে এল একাধিক অভিযোগ।

ক্যাম্পাস চত্বর ঘন বসতি এলাকা নয়। ঢিল ছোড়া দূরত্বে কয়েকটি আবাসন ও তিনটি নামী স্কুল রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির উলটো দিকে কয়েকটি খাবারের হোটেল ও মুদি দোকান। সন্ধ্যে আটটা বাজলে লোকজন প্রায় থাকে না বললেই চলে। শুধুমাত্র যানবাহনের চলাচল থাকে। তবে দোকানগুলি খোলা থাকে রাত পর্যন্ত। কলকাতার অন্যতম গর্ব এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

এনআইআর ২০২৪ অনুযায়ী ম্যানেজমেন্ট ক্যাটাগোরিতে পঞ্চম স্থানে রয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। ভারতবর্ষের ২৫টি স্বনামধন্য ম্যানেজমেন্ট কলেজের মধ্যে এটি তৃতীয় স্থানে রয়েছে। ফলে নিয়ম ও নিরাপত্তার বাঁধন যে অটুট থাকবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু স্থানীয়দের বক্তব্যে বোঝা গেল, বাস্তব চিত্রটা ভিন্ন।

এক স্থানীয় বাসিন্দা বললেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই এই কীর্তিকলাপ চলছিল। আমি রাত পর্যন্ত এখানে হাঁটাহাঁটি করি। সবই নজরে পড়ে। নিরাপত্তারক্ষীদের খুশি করে ভিতরে মেয়ে ঢোকাত হস্টেলের ছেলেরা। বাইরের লোকও ঢুকতে পারত। একদিন তো ধরা পড়তেই হত।'

দীর্ঘ ৩২ বছর ধরে ওই এলাকায় দোকানদারি করা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক মহিলা বলেন, 'রাত ১১টার পরেও এদের বেরোতে দেখি। অনেক সময় ক্যাম্পাসের বাইরেও নেশাভাঙ করে।' আরেক স্থানীয়র মন্তব্য, 'মেয়েগুলিও বিশেষ সুবিধার নয়। দোকান থেকে নেশার দ্রব্য কেনে। রাতেও বেরোয়।'

লোহার মূল ফটকের ওপারে নাকি পুলিশেরও প্রবেশ নিষিদ্ধ। ডান হাতে পুলিশ কিয়স্ক। সেখানেরই এক পুলিশকর্মী বললেন, 'আমাদেরই তো ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না কখনই। তবে পড়ুয়াদের রাতেও বেরোতে দেখি।'

আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আইআইএম ক্যালকাটার ক্যাম্পাস। (ওপরে)। অভিযুক্তকে পুলিশি হেপাজতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। -আবির চৌধুরী।

ভয়ংকর

- রাতেও প্রবেশ করত বহিরাগতরা
- মহিলাদেরও প্রবেশ করানো হত
- দীর্ঘদিন ধরেই এই ধরনের কীর্তিকলাপের অভিযোগ
- নিরাপত্তারক্ষীদের 'খুশি' করালেই কাজ হাসিল
- রাত ১১টার পরেও বেরোতেন পড়ুয়ারা
- নেশার দ্রব্য কিনে ক্যাম্পাসের বাইরের রাস্তায় নেশা করা হত
- রাতেও ডেলিভারি বয়দের দিয়ে মদ আনানো হত
- বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ ছিলেন স্থানীয়রাও

> দীর্ঘদিন ধরেই এই কীর্তিকলাপ চলছিল। আমি রাত পর্যন্ত এখানে হাঁটাহাঁটি করি। সবই নজরে পড়ে। নিরাপত্তারক্ষীদের খুশি করে ভিতরে মেয়ে ঢোকাত হস্টেলের ছেলেরা। বাইরের লোকও ঢুকতে পারত। একদিন তো ধরা পড়তেই হত।
>
> স্থানীয় বাসিন্দা

মূল ফটক থেকে প্রবেশ করে ডান হাতেই সিকিউরিটি অফিস। সবুজ রঙের ভিজিটর রেজিস্টারটি তখনও রাখা। এদিন ডেলিভারি বয়দেরও ফেরত পাঠাতে দেখা গেল। ফটক থেকে অন্তত ১ কিলোমিটার হাঁটলে বয়েজ হস্টেল। অন্তত ১০ থেকে ১২ বিঘা জুড়ে এই ক্যাম্পাসের একাধিক জায়গায় নিরাপত্তারক্ষী রয়েছেন। অথচ নিরাপত্তার ঘেরাটোপেও রয়ে গিয়েছে অজস্র ফাঁক, এমনটাই দাবি স্থানীয়দের।

আবেদনের সময় বৃদ্ধি এসএসসিতে

কলকাতা, ১২ জুলাই : নিয়োগের পরীক্ষায় বসার আবেদনের সময়সীমা বাড়াল স্কুল সার্ভিস কমিশন। ২১ জুলাই পর্যন্ত আবেদনের সুযোগ পাবেন চাকরিপ্রার্থীরা। তবে আদালতের কড়া নির্দেশ, 'অযোগ্য'রা নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। ১৬ জুন থেকেই খুলেছিল এসএসসি পোর্টাল। শনিবার পর্যন্ত জমা পড়ে গিয়েছে ৪ লক্ষেরও বেশি আবেদন। আদালতের নির্দেশ মেনে এবার ওই আবেদনকারীদের মধ্যে থেকে চিহ্নিত 'অযোগ্য'দের কীভাবে বাছাই করা হবে, এখন সেই নিয়েই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি এসএসসি। ভেরিফিকেশনের সময়ই নথি যাচাই করে 'অযোগ্য'দের চিহ্নিত করা সম্ভব বলে এদিন স্পষ্ট জানিয়েছেন এসএসসির চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার।

আগের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আবেদনের শেষদিন ছিল চলতি মাসের ১৪ তারিখ। চাকরিপ্রার্থীদের কথা মাথায় রেখে এবার আরও ৭ দিন আবেদনের সময়সীমা বাড়াল এসএসসি। ২৬ হাজার চাকরি বাতিল সংক্রান্ত মামলায় ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশন দাখিল করেছে রাজ্য। তার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে চলতি মাসের শেষের দিকে। এছাড়াও ওবিসি জটের কারণে পোর্টাল বন্ধ ছিল বেশ কিছুদিন। সেইসময় আবেদন করা সম্ভব হয়নি চাকরিপ্রার্থীদের। এইসব দিক বিবেচনা করে আবেদনের সময়সীমা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে এসএসসি। তবে প্রশ্ন উঠেছে 'যোগ্য- অযোগ্য' বাছাই নিয়ে। শনিবার চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, 'দাগি'দের আবেদন বাতিল করার একমাত্র উপায় ভেরিফিকেশনের সময় চাকরিপ্রার্থীদের নথি যাচাই। নিয়োগ প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ রাখার আশ্বাস দিয়েছেন চেয়ারম্যান। অবশ্য চাকরিপ্রার্থীদের মত, এই জটিল প্রক্রিয়াকে মোকাবিলা করতে হিমশিম খেতে পারে এসএসসি। এছাড়াও 'অযোগ্য'দের কীভাবে আবেদন করা থেকে বিরত রাখা হবে, সেই নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

নিয়োগ পরীক্ষায় আবেদনকারীর সংখ্যা যথেষ্ট সন্তোষজনক বলেই মনে করছেন এসএসসির আধিকারিকরা। শনিবার পর্যন্ত ৪ লক্ষেরও বেশি আবেদন জমা পড়েছে পোর্টাল মারফত। এই বিরাট সংখ্যক আবেদনের মধ্যে 'দাগি'দের চিহ্নিত করে কীভাবে আবেদন বাতিল করবে এসএসসি, প্রশ্ন উঠেছে সেই নিয়েই।

একনজরে

- ২১ জুলাই পর্যন্ত আবেদনের সুযোগ
- ৪ লক্ষেরও বেশি আবেদন জমা
- 'অযোগ্য' বাছাই নিয়ে সংশয়ে এসএসসি
- চেয়ারম্যানের মত, ভেরিফিকেশনের সময়ই নথি যাচাই সম্ভব

তথ্য গোপন রাখতে মরিয়া শিক্ষা পর্ষদ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১২ জুলাই : ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিল মামলায় এবার রীতিমতো অস্বস্তিতে পড়ে রক্ষণাত্মক পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার ও প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে গুরুত্বপূর্ণ এই মামলার শুনানি চলছে।

সোমবার উচ্চ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চে মামলার পরবর্তী শুনানি হওয়ার কথা। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, শুনানি চলাকালীন ২০১৬ সালের এই প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা সংক্রান্ত কোনও তথ্য যাতে বাইরে না আসে, তার ওপর জরুরি নিষেধাজ্ঞা জারি করল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। ওই বছর প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ৪২,৯৪৯ জন প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করে।

পরে তা নিয়েই কলকাতা হাইকোর্টের মামলায় ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিলের রায়। সুপ্রিম কোর্ট হয়ে সেই চাকরি বাতিল মামলাই বর্তমানে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে বিচারাধীন।

শনিবার নবান্নে শীর্ষ প্রশাসনিক মহলের খবর, রাজ্যে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল মামলা নিয়ে নানান চাপের মুখে রয়েছে রাজ্য সরকার ও এসএসসি। নতুন শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু করতে গিয়েও জটিলতার মধ্যে পড়েছে তারা। তার মধ্যে এসে পড়েছে রাজ্যের ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিলের মতো গুরুত্বপূর্ণ মামলা।

যা রীতিমতো অস্বস্তির মুখে ফেলেছে। এই মামলা নিয়ে আগাম সতর্ক থাকতে এখন রাজ্য সরকার ও প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ তাৎপর্যপূর্ণভাবে 'রক্ষণাত্মক' ভূমিকা নিয়েছে।

শুনানির সম্ভাবনা সোমবার

পর্ষদ সম্প্রতি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিষদগুলিকে (ডিপিএসসি) বলেছে, ২০১৬'র প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করতেই হবে। স্বভাবতই রাজ্যের শিক্ষা মহলে প্রশ্ন উঠছে, কেন এই গোপনীয়তা?

কেন নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য বাইরে আসতে দিতে চায় না পর্ষদ? সূত্রের খবর, এমনকি কেউ এখন আরটিআই করলেও পর্ষদের কাছ থেকে কোনও তথ্য পাবে না বা জানতে পারবে না।

দুর্নীতিগ্রস্তদের উৎসাহিত করা রাষ্ট্রের নীতি হতে পারে না

কলকাতা, ১২ জুলাই : সরকারি চাকরিতে দুর্নীতিগ্রস্তদের উৎসাহিত করা রাষ্ট্রের মৌলিক নীতি হতে পারে না। সিস্টেমে এদের কোনও জায়গা নেই। রাজ্য ও কমিশনকে ভর্ৎসনা করে পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের। মৌখিকভাবে এই সম্পর্কে আগেই রায় দিলেও বিস্তারিত লিখিত রায় প্রকাশ করা হয়েছে শুক্রবার রাতে। একক বেঞ্চের নির্দেশে অযোগ্যদের নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে দাঁড়ি টেনে দেওয়া হয়েছে। তবে এঁদের পাশে দাঁড়িয়েই ডিভিশন বেঞ্চে জোর সওয়াল করে রাজ্য ও এসএসসি। এই ভূমিকায় বিস্ময় প্রকাশ করে বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে'র ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'এটা সত্যিই দুঃখজনক ও বিভ্রান্তিকর যে, চিহ্নিত দাগিদের সমর্থন করা হচ্ছে।

পর্যবেক্ষণ আদালতের

অন্যায় যারা করে তাদের পাশে রাষ্ট্র দাঁড়ালে ভুল বার্তা যায়।' নিয়োগবিধি সংক্রান্ত মামলায় রাজ্য ও এসএসসির আবেদনে রায় দিতে গিয়ে কড়া মন্তব্য রেখেছে ডিভিশন বেঞ্চ।

আদালতের মন্তব্য, 'দুর্নীতি শিক্ষা ব্যবস্থাকে জর্জরিত করে ফেলেছে। দুর্নীতির প্রকৃতি ও ব্যাপ্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীদের দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীর জন্য শুধুমাত্র আদর্শ নন, পথপ্রদর্শকও। সেই শিক্ষক যদি সঠিক পদ্ধতিতে নিযুক্ত না হন, তাহলে তা বিপর্যয়ের সমান। জালিয়াতি, যোগসাজশ আইনের গৌরবময় নজিরকে নষ্ট করে।' ডিভিশন বেঞ্চের মত, 'কেউ প্রতারণার মাধ্যমে চাকরি পেলে তা অবৈধ বলে গণ্য হবে। এই প্রতারণামূলক আচরণের কারণে নিরপরাধরা চাকরি হারিয়েছেন। দাগি চিহ্নিতরা সমগ্র নিয়োগ প্রক্রিয়াকে কলঙ্কিত করেছেন। এটা জেনেও রাজ্য ও এসএসসির তাঁদের সমর্থন করা উচিত ছিল না।' বাংলার মনীষীদের উদাহরণ টেনে আদালতের যুক্তি, 'এই বাংলার ইতিহাসে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও তার পরবর্তীতে নক্ষত্রসম শিক্ষকদের উদাহরণ রয়েছে। যাঁরা রাজ্যের শিক্ষাকে সমৃদ্ধ করেছেন। সেখানে অযোগ্যদের সমর্থন কীভাবে।'

সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপির রাজ্য সভাপতি। শনিবার।-রাজীব মণ্ডল।

মুসলিম ভোটে বিভাজন, নতুন কৌশল শমীকের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১২ জুলাই : বাম কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এতদিন নরম হিন্দুত্বের অভিযোগ করেছে বিজেপি। এবার তাদের বিরুদ্ধেই সংখ্যালঘু মুসলিমদের বিষয়ে নরম হওয়ার অভিযোগ উঠতে শুরু করল। শমীক ভট্টাচার্য বঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি হওয়ার পর ধারাবাহিকভাবে যেসব মন্তব্য করে চলেছেন, তা থেকে সেই অভিযোগ কিছুটা হলেও মান্যতা পায় বলে মেনে নিচ্ছে বিজেপিও। যদিও একই সময়ে উগ্র মুসলিম বিরোধিতায় একইভাবে সরব রয়েছেন রাজ্য বিজেপির অন্যতম মুখ শুভেন্দু অধিকারী।

রাজ্য সভাপতি হওয়ার পর এক সাক্ষাৎকারে শমীক বলেছিলেন, অটলবিহারী বাজপেয়ী ও লালকৃষ্ণ আদবানি দুজনেই কিন্তু বিজেপির প্রোডাক্ট। দলে আমাদের প্রত্যেকেরই নির্দিষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। সেটা যথাযথভাবে পালন করাই আমাদের কাজ। শমীকের এই মন্তব্য থেকে স্পষ্ট, রাজ্য বিজেপিতে শমীক ও শুভেন্দু দুজনকেই সমান প্রসঙ্গিক রাখার লাইন নিয়েছে বিজেপি। অর্থাৎ, অন্তত ২৬-এর বিধানসভা ভোট পর্যন্ত শমীকের মুখে মুসলিমদের প্রতি উদারবাদী বার্তার পাশাপাশি শুভেন্দুর কট্টর মুসলিম বিরোধিতা দুটোই সমান তালে চালিয়ে যেতে চায় বিজেপি।

কিন্তু কেন? এই প্রশ্নেও একটি সাম্প্রতিক মন্তব্যে শমীক বলেছেন, সব রাজনৈতিক দলের মতো আমরাও বিগত নির্বাচন থেকে কিছু শিক্ষা নিয়েছি। ১৯-এর নির্বাচনে অমিত শা বলেছিলেন ২৩ আসন জিতবে বিজেপি। আমাদের ভুলেই কিছু আসন কমেছিল। যদিও সেই ভুলের কারণ প্রকাশ্যে আনেননি শমীক। অন্তর্তদন্তে নেমে আরএসএস মনে করেছিল, এনআরসি, সিএএ-র মতো হাতিয়ারকে সঠিকভাবে ব্যবহার না করতে পারায় বিজেপি মানেই মুসলিমবিরোধী এই ধারণা তৈরি হয়েছে। আর তাকে কাজে লাগিয়েই সংখ্যালঘু ভোটকে একশোভাগ নিজের দিকে টানতে পেরেছেন মমতা।

আরএসএস-এর সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষাতেও দেখা গিয়েছে এই মুহূর্তে ভোট হলে ২৯৪ আসনে মেরেকেটে আশি থেকে নব্বইটি আসন পেতে পারে বিজেপি। তৃণমূলের দাবি, পঞ্চাশ পেরোবে না। ফলে এই হাওয়া বজায় থাকলে শুধু হিন্দু ভোটের মেরুকরণ করে ২৬-এ ক্ষমতায় আসা সম্ভব নয়, তাই উগ্র হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির সঙ্গে মুসলিম ভোট বিভাজন করে ভালো মুসলিম, খারাপ মুসলিমের বিভাজনের কৌশল নিয়েছে আরএসএসও।

জোড়া খুন, বনধের ডাক শুভেন্দুর

কলকাতা, ১২ জুলাই : পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরি থানার ভাঙনমারি গ্রামে দুই তরুণের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। ধর্মীয় বিভেদের প্রসঙ্গ তুলে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর যুক্তি, 'শুধু হিন্দু বলেই তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা খুন করেছে।' শুক্রবার রাতের এক অনুষ্ঠানের পর ওই এলাকার কাছেই দুই তরুণের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। সুধীর পাইক ও সুজিত দাস নামক ওই দুই ব্যক্তি স্থানীয় বাসিন্দা বলেই জানা গিয়েছে। এই 'জোড়া খুন'-এর ঘটনার প্রতিবাদে আগামী সোমবার বনধের ডাক দিয়েছেন শুভেন্দু।

শনিবার ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়েছিলেন স্থানীয় বিধায়ক শান্তনু প্রামাণিক। ঠিক তারপরই সেখানে যান নন্দীগ্রামের বিধায়ক। তাঁর বক্তব্য, 'খুন যে হয়েছে, এতে কোনও সন্দেহ নেই।' মৃতদের পরিবারের দাবি, ওই দুই ব্যক্তির শরীরেই একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। অবশ্য তৃণমূল সহ অনুষ্ঠানের আয়োজকদের পালটা দাবি, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে অসাবধানতাবশত মৃত্যু হয়েছে দু-জনের। ঘটনার ময়নাতদন্ত নিরপেক্ষভাবে করার দাবি জানিয়েছেন শুভেন্দু। রাজ্য সরকারের কাছে ময়নাতদন্তের সময় কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে চিকিৎসক থাকার পাশাপাশি পরিবারকেও উপস্থিত থাকার অনুমতি দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি। অবশ্য তৃণমূলের জেলা কমিটির সদস্য শ্যামল মিশ্র বলেন, 'সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখতে গিয়ে অসাবধানতাবশত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছিলেন ওই দু-জন।'

পটাশপুরের তৃণমূল বিধায়ক উত্তম বারিক বলেন, 'তৃণমূল কখনও সন্ত্রাসের রাজনীতি করে না। বিজেপির অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। ময়না তদন্তের রিপোর্ট এলে সবটাই স্পষ্ট হয়ে যাবে।' হিন্দু বলেই খুন, এই তত্ত্বকে সামনে এনে বেলা ১২টা থেকে ২টো পর্যন্ত এদিন এলাকায় বিক্ষোভ কর্মসূচি করে বিজেপি। কাঁথির এসডিপিও দিবাকর দাস বলেন, 'রাত ২টো ৩০ নাগাদ ওই দুই ব্যক্তি আহত হন। আমরা তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রাথমিক তদন্তে বোঝা যাচ্ছে, শরীরে আঘাতের কোনও চিহ্ন নেই। তাই পিটিয়ে খুনের সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।' এই ঘটনার প্রতিবাদে আগামী সোমবার হিন্দু সংগঠনগুলির ডাকে খেজুরিতে বনধ পালনের ডাক দিয়েছেন শুভেন্দু।

ভাঙড়ের হত্যাকাণ্ডে নিখোঁজ অভিযুক্তরা

কলকাতা, ১২ জুলাই : ভাঙড় থানা থেকে মাত্র এক কিলোমিটার দূরত্বে দুষ্কৃতীদের গুলিতে তৃণমূল নেতা রাজ্জাক খাঁয়ের খুনের ঘটনায় এখনও অধরা অভিযুক্তরা। বৃহস্পতিবার রাতে এই ঘটনা ঘটার পর শনিবার নিহতের স্ত্রীকে চাকরি দেওয়ার ঘোষণা করেছেন ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লা। এদিন তিনি ওই পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলেন। চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। শওকত বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী চাকরির ব্যবস্থা করেছেন। আমরা সোমবার সমস্ত কাগজপত্র জমা দেব।' আইএসএফকে সমাজবিরোধী বলে কটাক্ষ করে তাঁর দাবি, ভাঙড়জুড়ে কোনও রং না দেখে তল্লাশি চালানো হোক। নইলে আরও মায়ের কোল খালি হবে। আইএসএফের বাড়ি থেকে এর আগেও অনেক বোমা, অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। সমাজবিরোধী আইএসএফ অস্ত্র কারখানা তৈরি করছে।'

তবে অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী। তাঁর অভিযোগ, বোমা-গুলিমুক্ত ভাঙড় হোক এটা চাই। শওকত মোল্লা রাজনীতি করছেন। সিবিআই তদন্ত করুক।'

শনিবারেও ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা। ঘটনাস্থল ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়। তবে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা যায়নি এখনও। তাদের খোঁজ পেতে উত্তর কাশীপুর থানার পুলিশ নিহতের কললিস্ট খতিয়ে দেখছে।

পুলিশের হাতে অধ্যাপক

কলকাতা, ১২ জুলাই : সম্প্রতি সমাজমাধ্যমে মহিলাদের উদ্দেশে কটূক্তির অভিযোগ উঠেছিল সিটি কলেজের অঙ্কের অধ্যাপক রাজদীপ মাইতির বিরুদ্ধে। শনিবার তাঁকে আমহার্স্ট স্ট্রিট থানায় পুলিশের হাতে তুলে দিল এসএফআই কর্মীরা। সমাজমাধ্যমে ইতিমধ্যেই এই ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে, ওই অধ্যাপককে সূর্য সেন স্ট্রিটে ধরে থানায় পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। সিপিএম নেতা অর্জুন রায় এই ঘটনায় মুচিপাড়ায় থানায় একটি অভিযোগপত্র জমা দিয়েছেন। তাতে উল্লেখ করেছেন, এদিন বিকেলে সূর্য সেন স্ট্রিটে মহিলাদের উদ্দেশে কটূক্তি করছিলেন ওই অধ্যাপক। তিনি বাধা দিতে গেলে তাঁকে অশ্রাব্য গালিগালাজ করার চেষ্টা হয়। এরপর তাঁকে থানায় তুলে দেওয়া হয়েছে।

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কর্মক্ষেত্র পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বাড়ির সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন। সন্তানের পড়াশোনার ব্যাপারে সামান্য চিন্তা থাকবে। কাউকে আর্থিক সাহায্য করার আগে যাচাই করে নিন। সামাজিক কাজে সম্মান বৃদ্ধি। দানধ্যানে তৃপ্তি পাবেন। পায়ের হাড়ের যন্ত্রণায় ভোগান্তি হতে পারে।

বৃষ : বেহিসেবি খরচের কারণে সংসারে অশান্তি লেগে থাকবে। কোনও আত্মীয়ের কূটচালে হওয়া কাজ পণ্ড হতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে মামলা-মোকদ্দমার ফল আপনার পক্ষে নাও যেতে পারে। দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় অগ্রগতি। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের জন্য কাজের ক্ষতি হতে পারে।

মিথুন : প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করুন। অধিক পরিশ্রমের ফল নাও পেতে পারেন। বাড়ির কোনও সদস্যের কারণে অশান্তি হতে পারে। আয়ের বিকল্প পথের সন্ধান পাবেন। স্ত্রীর ভাগ্যে প্রচুর সম্পত্তির মালিকানা পেতে পারেন। প্রেমে সামান্য দোলাচল থাকবে। সপ্তাহ শেষে অপ্রত্যাশিত খবর পেতে পারেন।

কর্কট : পরিবার নিয়ে ভ্রমণের স্বপ্ন সার্থক হবে। উচ্চশিক্ষায় সাফল্য নিশ্চিত। পড়াশোনার জন্য বিদেশযাত্রার সম্ভাবনা। কাউকে টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করতে গিয়ে অসম্মানিত হতে পারেন। জমিজমা সংক্রান্ত মামলায় ফল পেতে পারেন। কোনও প্রিয়জনের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে অনুশোচনা।

সিংহ : বাড়ির পাশের লোকের কারণে সংসারে অশান্তি হলেও বুদ্ধিবলে সমাধান করতে সক্ষম হবেন। অত্যধিক কাজের চাপে শারীরিক সমস্যা হতে পারে। টাকা আদায় করতে গিয়ে জোরাজুরি করবেন না। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। ব্যবসায় মন্দা কেটে যাবে।

কন্যা : কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়বে। না জেনে কোনও জরুরি কাগজপত্রে সই করবেন না। বুদ্ধির অপপ্রয়োগ না করলে এ সপ্তাহে ভালো ফল পাবেন। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ভ্রমণের পরিকল্পনা এড়িয়ে চলুন। সন্তানের আবদার পূরণে প্রচুর খরচ হতে পারে। বিজ্ঞানচর্চায় সাফল্য এবং বিদেশযাত্রার সম্ভাবনা।

তুলা : উচ্চপদস্থ কোনও কর্তাব্যক্তির সুনজরে পড়ে কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি। সেবামূলক কাজে শান্তি পাবেন। আধ্যাত্মিক কাজে আনন্দ পেতে পারেন। স্বনিযুক্তি প্রকল্পের জন্য ব্যাংক ঋণ মঞ্জুর হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। প্রেমের ব্যাপারে নিঃসঙ্গতা আসতে পারে। পরিবারের কোনও কথা নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করবেন না।

বৃশ্চিক : আমদানি রপ্তানি ব্যবসায় বরাত বাড়বে। লেখক, শিল্পীদের সম্মান বৃদ্ধি। মায়ের পরামর্শে সংসারে আর্থিক সমস্যা কেটে যাবে। গবেষণায় যুক্তদের সাফল্যলাভ। বাড়ির কোনও দুর্মূল্য জিনিস হারিয়ে যেতে পারে। সন্তানের পড়াশোনায় আর্থিক খরচ বাড়বে। রক্তচাপজনিত সমস্যায় ভোগান্তি হতে পারে।

ধনু : সামাজিক, পারিবারিক ক্ষেত্রে নিজের আধিপত্য বজায় রাখতে সক্ষম হবেন। কোনও আত্মীয়ের কারণে কিছু টাকা নষ্ট হতে পারে। কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তির সহায়তায় কর্মক্ষেত্রে জটিলতা কেটে যাবে। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা থাকবে। সপ্তাহের শেষে বাসস্থান সংক্রান্ত সমস্যা মিটতে পারে।

মকর : এ সপ্তাহে প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির যোগ। সম্পত্তি কেনাবেচায় লাভবান হবেন। নতুন গাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। কর্মক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত উন্নতির সম্ভাবনা। লোহার ব্যবসায় যুক্তরা আশানুরূপ সাফল্য পাবেন। শৌখিন দ্রব্য ব্যবসায়ীদের সামান্য বাধা আসতে পারে। পারিবারিক কারণে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে।

কুম্ভ : সামান্য অলসতার কারণে বড় সুযোগ হাতছাড়া হবে। সর্দি, জ্বর, কাশিতে ভোগান্তি। কর্মপ্রার্থীরা ভালো সুযোগ পাবেন। দিদির হস্তক্ষেপে পারিবারিক সমস্যা মিটবে। নতুন কোনও ব্যবসা শুরু করার আগে বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে নিন। সপ্তাহ শেষে একটা ভালো সুযোগ পাবেন।

মীন : স্বাস্থ্য নিয়ে মাঝে মাঝে ভোগান্তি থাকবে। চলাফেরায় খুব সাবধান থাকুন। চোট আঘাতের সম্ভাবনা। পাওনা অর্থ আদায় করতে সক্ষম হবেন। সন্তানের পড়াশোনায় উন্নতি দেখে মানসিক শান্তি। সম্পত্তি ক্রয়বিক্রয়ে সাবধানতা অবলম্বন করুন। নাহলে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। সপ্তাহের মধ্যভাগে বাড়িতে অতিথির আগমন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৮ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ২২ আষাঢ়, ১৩ জুলাই, ২০২৫, ২৮ আহার, সংবৎ ৩ শ্রাবণ বদি, ১৭ মহরম। সূঃ উঃ ৫।৩, অঃ ৬।২৩। রবিবার, তৃতীয়া রাত্রি ১।১০। শ্রবণানক্ষত্র দিবা ৭।৫১। প্রীতিযোগ রাত্রি ৭।৩৯। বণিজকরণ দিবা ১।৩৪ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ১।১০ গতে ববকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, রাত্রি ৭।৪৭ গতে কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে, রাত্রি ১।১০ গতে নৈর্ঋতে। বারবেলাদি- ১০।৩ গতে ১।২৩ মধ্যে। কালরাত্রি- ১।৩ গতে ২।২৩ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম পূর্ব্বে ও পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ৭।৫১ গতে মাত্র পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ১।৩৪ গতে যাত্রা নাই, রাত্রি ১১।৫৮ গতে পুনঃ যাত্রা মধ্যম মাত্র পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ১।১০ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম্ম- দিবা ১।৩৪ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন,ধান্যচ্ছেদন রাত্রি ১১।৫৮ গতে ১।৩ মধ্যে গর্ভাধান। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৫২ গতে ৯।৩০ মধ্যে ও ১২।৯ গতে ২।৪৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪৭ মধ্যে ও ১০।৩৮ গতে ১২।৪৯ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৪।৩৫ গতে ৫।২৯ মধ্যে।

পাত্র চাই

■ রাজবংশী, 32/5'-2", M.A. পাশ, Computer Diploma, ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। M.No. 8927026255. (C/117322)

■ ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ, মকর, দেব, 29/5'-5", M.Sc., B.Ed., Health Dept. চাকরিরতা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত স্বঃ/অসঃ পাত্র চাই। Ph : 9475247544, 9382084797. (C/116877)

■ দাস, আলিম্মান, 24/5', M.A., ঘরোয়া পাত্রী, স্বঃবর্ণ/উচ্চ অসবর্ণ, 30-32, সঃ চাঃ/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। ইসলামপুর-শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 7602502344. (S/N)

■ বারুজীবী, B.A., Eng.(H), 32/5'-2", ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। (M) 9641837016. (C/117022)

■ আলিপুরদুয়ার, কায়স্থ, দেবারি, বৃশ্চিক, 34/5'-3", B.A., Eng. (H), B.Ed., TCS-এ কর্মরতা (কলকাতা), পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9614102334. (U/D)

■ বারুজীবী, 33/5'-6", ইংরেজিতে স্নাতকোত্তর, প্রাথমিক শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। মোঃ 7478446780. (C/117327)

■ জেনারেল, 30+, BHMS, 5'-3", ফর্সা, সুশ্রী, একমাত্র কন্যার উপযুক্ত সরকারি/বেসরকারি চাকুরে, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্র কাম্য। (M) 9780677976, 9933314352. (S/C)

■ পাত্রী কোচবিহার নিবাসী, আইনজীবী, LLM, রাজবংশী, সুশ্রী, ফর্সা, 33 বছর, দুই-আড়াই মাসের ডিভোর্সি, ইস্যুলেশ, 5'-2" উচ্চতা পাত্রীর জন্য কোচবিহার শহর ও কোচবিহার শহর সংলগ্ন শিক্ষিত, সরকারি চাকরিজীবী/নিজস্ব প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা, ইস্যুলেশ ডিভোর্সি/অবিবাহিত 37/38 মধ্যে নেশাহীন পাত্র চাই। (M) 9476363079. (C/115989)

■ পাত্রী কায়স্থ, কোচবিহার শহর নিবাসী, বয়স 31+, উঃ 5'-6", যোগ্যতা M.Sc. (Math), B.Ed., কলেজ শিক্ষিকা (SACT 1), Ph.D. Persuing, Net qualified, কোচবিহার শহর বা নিকটবর্তী এলাকার যোগ্য পাত্র চাই, কেবলমাত্র অভিভাবকরাই যোগাযোগ করিবেন। Mob.No. 6296469002. (C/116000)

■ কোচবিহার নিবাসী, রাজবংশী, 25+/5'-3", B.Tech. in Civil Engg., ফর্সা, সুশ্রী, এইরূপ পাত্রীর জন্য উচ্চগ্রেডের সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 9735050917. (C/117101)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, রাজবংশী, ফর্সা, 30/5'-3", M.Sc. Geo., D.El.Ed., পিতা Retd. প্রাধান শিক্ষক, চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9800285999. (C/116660)

■ পূর্ববঙ্গীয় বৈদ্য, ৩০/৪'-১১", নরগণ, মীন রাশি, ফর্সা, এমএ, বিএড, পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব ৩৫ বঃ, বৈদ্য, কায়স্থ ব্রাহ্মণ, সরকারি/বহুজাতিক সংস্থায় কর্মরত পাত্র চাই। ৯৪৩৪৩৬৮৪৫৫. (C/116663)

■ কায়স্থ, এলাহাবাদ নিবাসী, বাবা অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মী। ২৯+/৫'-৩", M.Sc. Botany, PGD. Clinical Virology & Immunology পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 917985269122. (C/116665)

■ রাজবংশী, 27/5'-4", M.A., D.Ed., ঘরোয়া, সুশ্রী, ভদ্র পরিবারের পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। 8653243203. (C/116897)

■ Gene., 26/5'-3", M.Sc., Govt. পদে কর্মরত, ভদ্র ফ্যামিলির পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। 8116521874. (C/116897)

■ 23/5'-3", M.A. পাশ, সুন্দরী, নম্র স্বভাবের পাত্রীর জন্য সঃ চাঃ/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 9635575795. (C/116897)

■ জেনারেল, 30/5'-4", B.Sc., সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য দাবিহীন উত্তরবঙ্গের পাত্র চাই। 9836935367. (C/116897)

■ কায়স্থ, 23/5'-3", H.S. পাশ, পরমা সুন্দরী, গানে পারদর্শী, গৃহকর্মে নিপুণা, পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। 9432076030. (C/116897)

■ সম্ভ্রান্ত পরিবার, স্থায়ী চাকরি, MBBS ডাক্তার, সুশ্রী, স্লিম, ফর্সা, 39/5'-4", ভদ্র, বিনম্র পাত্রীর জন্য সুদর্শন, 40-45'এর মধ্যে উচ্চশিক্ষিত, পরিশ্রমী, উপার্জনশীল, সৎ ও নেশাহীন, General Caste যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9734423527. (C/116897)

পাত্র চাই

■ PG Teacher at A.P.S., 46000/- P.M., M.Sc., 28/5', উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। উপযুক্ত পাত্র চাই। 9002459348. (C/116897)

■ সাহা, 26/5'-3", M.A. পাশ, ঘরোয়া, মধ্যবিত্ত পরিবারের সুন্দরী পাত্রীর জন্য ভালো পাত্র চাই। 9593965652. (C/116897)

■ 36/5'-1", ফর্সা, সুন্দরী, নম্রস্বভাব, M.A., B.Ed., বর্তমানে H.S.School-এ Contractual-এ শিক্ষকতা করছে, স্বল্পদিনের ডিভোর্সি, একমাত্র সন্তান, মা-বাবা Retd., উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 8250725648, 9434962101. (C/117344)

■ কায়স্থ, জন্মসন 1990, ফর্সা, সুদর্শনা, 5'-3", M.A., B.Ed., শান্তস্বভাবের পাত্রীর জন্য সম্ভ্রান্ত পরিবারের শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত, অনূর্ধ্ব 39 পাত্র চাই। যোগাযোগ-8918850806. (C/117503)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, কায়স্থ, বয়স-২৬ বছর, উচ্চতা ৫'-৮", শিক্ষাগত যোগ্যতা-বাংলায় M.A., স্বল্পকালীন ডিভোর্সি পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী অথবা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী সুপাত্র কাম্য। উত্তরবঙ্গ নিবাসী পাত্র কাম্য। (M) 7866889866. (C/117505)

■ কোচবিহার নিবাসী, কায়স্থ, ৩৪/৫'-৩", M.Sc., Ph.D., সেঃ গভঃ-এ উচ্চপদে লখনউতে কর্মরতা (Scientist), এরকম পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9749488017. (D/S)

■ 25 yrs., M.Sc., D.El.Ed., প্রাইভেট ব্যাংকে কর্মরতা। পিতা-মাতা সরকারি কর্মচারী। পাত্র কাম্য। (M) 6297679754. (K)

■ কায়স্থ, 32+/5', M.A., B.Ed., বেঃ সঃ কর্মরত, ডিভোর্সি। পাত্র চাই। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। শুধুমাত্র অভিভাবক যোগাযোগ করবেন। (M) 9832477025. (C/116900)

■ সাহা, 29/5'-3", ডিভোর্সি (৫ বছরের সন্তান আছে), B.A., LLB, শ্যামবর্ণা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য কোচবিহার/আলিপুরদুয়ারের মধ্যে সঃ চাকুরে/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, অনূর্ধ্ব 37 পাত্র চাই। (M) 7319270696. (C/117026)

■ কায়স্থ, একমাত্র কন্যা, ২৯/৫'-৮", ফর্সা, সুন্দরী, সঃ চাকরিরতা। সঃ চাকরি, উচ্চ ব্যবসায়ী, জলপাইগুড়ি নিবাসী পাত্র কাম্য। (M) 9832382184. (C/116667)

■ 55, প্রকৃত সুন্দরী, সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার, বিধবা, নিঃসন্তান পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। ফোন-6296019989. (K)

■ 35 বয়সি, ডিভোর্সি, সরকারি ব্যাংকে উচ্চপদে কর্মরতা পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ-6297679754. (K)

পাত্র চাই

■ কায়স্থ, প্রাথমিক শিক্ষিকা (২০১০), 35+/5'-3", ফর্সা, M.A. (Eng.), B.Ed., জলপাইগুড়ি/শিলিগুড়ি বা সংলগ্ন অঞ্চলের স্থায়ী সরকারি চাকরিরত উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9475895979. (C/116666)

■ Gen., 35/4'-11", স্লিম, শ্যামলা, MSW, TGW Off. পাত্রীর প্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য। ঘটক বাদে জলপাইগুড়ি/শিলিগুড়ি সন্নিহিত অগ্রগণ্য। (M) 9382437462. (C/117501)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, প্রতিবন্ধী পাত্রী, 30/5'-1", উপযুক্ত পাত্র চাই। পিতার দোকান আছে। (M) 8293136979. (C/116670)

■ পাত্রী দুই বোন, SC, বড় বোন B.A., Eng.(H), 35/5', SBI স্থায়ী কর্মী। ছোট বোন B.A., Eng. (H), 32/5'-2", PNB স্থায়ী কর্মী। পিতা SBI অবসরপ্রাপ্ত। মা গৃহিণী। উভয়ের জন্য সরকারি পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/117503)

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৪+, স্টেট গভঃ-এর পঞ্চায়েত বিভাগে চাকরিরতা। এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9874206159. (C/117502)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৪, M.Sc., পিতা ও মাতা উভয়েই রাজ্য সরকারি চাকরিজীবী। এইরূপ সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/117502)

■ জন্ম সাল ১৯৯৬, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, সুন্দরী, শিক্ষিতা, ICDS-এ কর্মরতা, পিতা ব্যবসায়ী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পরিবারের উপযুক্ত পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/117502)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭, B.Tech., ব্যাঙ্গালোরে MNC-তে কর্মরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/117502)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৪, M.Sc., পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ একমাত্র কন্যাসন্তানের জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/117502)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নামমাত্র ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী, ২৮+, প্রাইভেট স্কুল শিক্ষিকা। পিতা ব্যবসায়ী, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M)9836084246. (C/117502)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, সুন্নি মুসলিম, ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী, বয়স ২৯+, গভঃ ব্যাংক-এ চাকরিরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9836084246. (C/117502)

পাত্র চাই

■ বাঙালি, নিঃসন্তান ডিভোর্সি, জন্ম ১৯৮৯, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিরতা, বাবা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 8967180345. (C/117507)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, M.Sc., B.Ed., কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়-এর শিক্ষিকা, গান জানে। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক ম্যানেজার। এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9874206159. (C/117502)

■ কায়স্থ, 34/5'-4", বিটেক (ই-ই), নরগণ, মাঙ্গলিক, শিলিগুড়ি নিবাসী, কলকাতায় প্রাইভেট সেক্টরে কর্মরত। উপযুক্ত পাত্র কাম্য। Mobile : 8918177870, 6290012893. (C/117354)

■ 33/5'-4", অবিবাহিতা, রেলওয়েতে কর্মরতা, পিতা রিটায়ার্ড। পাত্রীর জন্য সুপাত্র কাম্য। যোগাযোগ-6296009923. (K)

■ 48, স্বল্পকালীন বিবাহে ডিভোর্সি, হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা পদে কর্মরতা, পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। ফোন-6289645809. (K)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, 29+/5'-8", শিলিগুড়ি নিবাসী, M.Sc. (Genetics) Bangalore-এ কর্মরত, ২৫-এর মধ্যে পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ : 9775557957, 8250057303. (C/113540)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ব্রাহ্মণ পাত্রের জন্য বয়স 27,5'-6", নিজ ব্যবসা, ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। Ph : 9832092698. (C/113542)

■ ব্রাহ্মণ, সার্বণ, একমাত্র পুত্র, 37/5'-9", পিএইচডি (এগ্রোনমি), নিজস্ব চা বাগিচায় ব্যবসারত পাত্রের জন্য ব্রাহ্মণ, সুশ্রী, গৃহকর্মে নিপুণা, 28 থেকে 30 বছরের মধ্যে পাত্রী চাই। 7908359322, 8777877546, যোগাযোগের সময় : বিকেল 5টা থেকে রাত 10টা। (C/116852)

■ ৪০ বছর বয়সি, সুদর্শন, উচ্চশিক্ষিত, সচ্ছল ব্যবসায়ী ও প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী, স্ত্রীবিয়োগ ঘটেছে। এক পুত্র (বয়স ৬)। নিজস্ব বাড়ি ও স্থায়ী আয়ের উৎস রয়েছে। পাত্রীর বয়স ৩০ বা তদূর্ধ্ব, অবিবাহিতা, বিধবা বা বিবাহবিচ্ছিন্না, শিক্ষিতা, স্নেহশীলা ও সংসারপ্রীতি হতে হবে। আগ্রহী পরিবার যোগাযোগ করুন : 8250628019. (C/117315)

■ কায়স্থ, 30+/5'-6", B.Tech. Civil Engineer, MNC-তে কর্মরত, 5 Lakh package annually. মাথায় চুল কম। উপযুক্ত পাত্রী চাই। 9547381895. (C/117348)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, 35/6', ডিভোর্সি, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, নিজস্ব ঠিকাদারি ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ফর্সা, সুশ্রী, ঘরোয়া, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। অভিভাবকরাই যোগাযোগ করবেন। (M) 9474433677. (C/117020)

■ 38/5'-4", ডিভোর্সি, Pvt. Co. কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9064399353. (C/117021)

■ ঘোষ, 31+/5'-9", MSW, PG Diploma in Psychological, D.El.Ed., বর্তমানে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ, পাত্রের জন্য ঘরোয়া, সুন্দরী, 5'-2" মধ্যে সুপাত্রী কাম্য। (M) 7001104075. (C/117319)

■ কায়স্থ, আলিম্মান, 5'-10, আলিপুরদুয়ার নিবাসী, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সাংসারিক সুপাত্রী চাই। (M) 8597279094. (C/117023)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, একমাত্র পুত্রের (MDS, 30/5'-9", নিজস্ব ক্লিনিক) জন্য ডাক্তার/উপযুক্ত পাত্রী চাই। Mob : 9614483178. (C/117343)

■ কায়স্থ (দে), B.Com., 41/5'-5", বেসরকারি চাকরি, মাতৃ-পিতৃহীন পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সুশ্রী, অনূর্ধ্বা 34, পাত্রী চাই। (M) 9733142800. (C/117331)

■ ব্রাহ্মণ, অবিবাহিত, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, 40-45 মধ্যে কায়স্থ, ডিভোর্সি/বিধবা বাচ্চা সহ পাত্রী চাই। (M) 7001922789. (C/116897)

■ ঘোষ, 31/5'-9", M.Tech., গভঃ বিদ্যুৎ দপ্তরে কর্মরত, বনেদি পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9734488968. (C/116897)

■ সরকার, 36/5'-5", Art Teacher, কোচবিহার নিবাসী, অনেক Art School আছে, পাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। (M) 8918685809. (C/115999)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, 34/5'-5", স্নাতক, বেসরকারি চাকরি, একমাত্র সন্তান। সুন্দরী, ঘরোয়া, স্নাতক পাত্রী চাই। বিবাহ প্রতিষ্ঠান, ঘটক ব্যতীত। সরাসরি-8016333533.

■ উত্তর দিনাজপুর, প্রাইভেট সংস্থায় চাকরিরত, ডিভোর্সি, 45+/5'-8", পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। কর্মরতা পাত্রী অগ্রগণ্য। (M) 9831949829. (C/117320)

■ জেনারেল, কায়স্থ, 34/5'-4", সঃ ব্যাংকে চাকরিরত। দাবিহীন, নামমাত্র বিবাহে ডিভোর্সি পাত্রের সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। উঃ/দঃ দিনাজপুর, মালদা জেলা সংলগ্ন। (M) 8670214925. (C/117320)

■ কায়স্থ, 36/5'-8", MBBS, MD Orthopedic সার্জন, সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 7407777995. (C/116897)

পাত্রী চাই

■ ব্রাহ্মণ, আলিপুরদুয়ার নিবাসী, জন্ম, 1994, উচ্চতা 5'-4", পিতা অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মী, যৌথ পরিবার, প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরিরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 8918404630. (C/117025)

■ ব্রাহ্মণ, ৩১, H.S., সুঃ প্রঃ ব্যবসায়ী, দাবিহীন পাত্রের জন্য ব্রাহ্মণ/কায়স্থ/বৈদ্য, H.S./B.A., ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9432190886. (A/K)

■ কায়স্থ, 34/5'-7", B.Tech., দেবারিগণ, O+, Bangalore-এ কর্মরত, একমাত্র পুত্রের জন্য ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত, অনূর্ধ্ব 30 পাত্রী কাম্য। Mob : 9434121169. (C/117333)

■ দাশগুপ্ত, MNC-তে উচ্চপদে কর্মরত পাত্রের জন্য ২৮ বছরের মধ্যে সম্ভ্রান্ত পরিবারের শিক্ষিতা ও সুন্দরী পাত্রী কাম্য। চাকরিরতা অগ্রগণ্য। (M) 8918982517. (C/117334)

■ ৩৫, কায়স্থ, সরকারি চাকুরে, সুপাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9903319516. (K)

■ কায়স্থ, 38/5'-6", স্থায়ী Govt. ইঞ্জিনিয়ার। বিপত্নীক, সুদর্শন পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9126261977. (C/117340)

■ পাত্র শিলিগুড়ি নিবাসী, ব্রাহ্মণ, 29/5'-5", আইটি সেক্টরে কর্মরত। শিক্ষিত, সুন্দরী, বাঙালি পাত্রী চাই (জাতিগত ভেদ নেই)। ঘটক/ম্যাট্রিমনি বাদে। 9832363161. (C/117347)

■ ব্রাহ্মণ, বয়স 53+, ব্রাহ্মণ মেয়ে চাই, ডিভোর্সি/বিধবা চলবে। Ph : 7863934822. (C/113544)

■ কায়স্থ, 33/5'-4", H.S. পাশ, জলঃ নিবাসী, একমাত্র সন্তান, LIC Agent, পিতা Rtd. Govt. Emp., মা প্রয়াত, নিজস্ব বাড়ি, পারিবারিক আয় ৭.৫ লাখ/বার্ষিক। সুশ্রী, শিক্ষিত পাত্রী কাম্য, জলঃ অগ্রগণ্য। (M) 9749378178. (C/116659)

■ সাহা, 28/5'-7", M.Sc., কেন্দ্রীয় সরকারি পোস্টালে কর্মরত, সুদর্শন পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9734488572. (C/116897)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 32/5'-8", M.Tech., রেলে উচ্চপদে কর্মরত, সম্ভ্রান্ত পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। 8653532785. (C/116897)

■ কায়স্থ, একমাত্র ছেলে, 32/5'-8", PWD-তে ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত, M.Tech., ভদ্র ফ্যামিলির পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। Caste no bar. 9635924555. (C/116897)

■ B.Tech., SBI শিলিগুড়িতে স্থায়ী পদে কর্মরত, 33/5'-9", সুদর্শন, পিতা-মাতা পেনশনার। ছোট, সচ্ছল পরিবার, কায়স্থ। 27 অনূর্ধ্বা, সুশিক্ষিতা, গৃহকর্মে সুনিপুণা, সুশ্রী, সংসারিক যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 7477866311. (C/116897)

■ ৩৭/৫'-৭", কায়স্থ, রায়গঞ্জ নিবাসী, একমাত্র সন্তান। LIC এজেন্ট, পিতা প্রয়াত, ব্যাংকে কর্মরত ছিলেন, মাতা পেনশন প্রাপক। রায়গঞ্জে নিজস্ব দ্বি-তল বাড়ি, নীচতলা ভাড়া দেওয়া। শিলিগুড়িতে ২ BHK ফ্ল্যাট রয়েছে। উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধান করছি। ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন, অভিভাবকরা যোগাযোগ করবেন। (M) 8967243478. (C/117345)

■ ব্রাহ্মণ, 34/5'-4", বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, ব্রাহ্মণ/অব্রাহ্মণ, মধ্যবিত্ত, ঘরোয়া পাত্রী চাই। 8906949604. (C/117335)

পাত্রী চাই

■ EB, শিলিগুড়ি, কায়স্থ, কুম্ভ রাশি, 38/5'-11", সুদর্শন, 40,000/- PM, 18-32 বছরের সুন্দরী, ফর্সা পাত্রী চাই। 9330339105. (C/117346)

■ রায় (শীল), H.S., 45/5'-7", ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। নিঃসন্তান, ডিভোর্সি, বিপত্নীক বিবেচ্য। (M) 9641585182. (S/M)

■ বয়স ৩২ বছর, উচ্চতা ৫'-৮", বাঙালি সাহা (বৈশ্য)। কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ B.Tech., ফার্মাসিউটিক্যাল MNC-তে R&D রিসার্চার। পরিবার স্থায়ীভাবে বাগডোগরায় বসবাসকারী। বয়স ২৪-২৮ বছর, ন্যূনতম স্নাতক, ভদ্র ও সুস্বভাবের পাত্রী চাই। যোগাযোগ : 9093467370, 9073842258.

■ কায়স্থ, 31/5'-8", B.Tech., প্রঃ ব্যবসায়ী, পিতা-মাতা অবসরপ্রাপ্ত প্রাঃ শিঃ। পাত্রের জন্য সুশ্রী উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 8250440594. (B/S)

■ পাত্র পাল, B.Sc.(H), Physics, B.Ed., 5'-6", বয়স 35, নরগণ, মীন রাশি, রাজ্য সরকারের স্থায়ী কর্মী, বর্তমানে কলকাতায় কর্মরত, উপযুক্ত পাত্রী চাই। চাকরিজীবী অগ্রগণ্য। শীঘ্র বিবাহ, কোচবিহার। 7384117714. (D/S)

■ পাত্র কায়স্থ, জন্ম 1992, NIT থেকে B.Tech., রাজ্য সরকারে অফিসার পদে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত রাজ্য সরকারি কর্মচারী। একমাত্র পুত্র। উপযুক্ত বাঙালি, কায়স্থ কন্যার সন্ধান। যোগাযোগ করুন : 080-69141341. (K)

■ তালুকদার, কায়স্থ, 29/5'-4", M.A., বেঃ সঃ ব্যাংকে ম্যানেজার, দিনহাটা নিবাসী পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। (M) 8116649422. (C/117355)

■ পাত্র কায়স্থ, জন্ম, 1990, MBBS, MD পাশ। বর্তমানে রাজ্য সরকারের অধীনে সরকারি চিকিৎসক পদে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত রাজ্য সরকারি কর্মচারী। উপযুক্ত শিক্ষিতা, বাঙালি কন্যার সন্ধান। যোগাযোগ করুন : 080-69144000. (K)

■ সাহা, 37, বিকম, 5'-6", ঔষধ ব্যবসায়ীর জন্য স্লিম, সুশ্রী, অনূর্ধ্বা 32 পাত্রী কাম্য, শিলিঃ বাদে। (M) 9531621709. (C/117357)

■ পুত্র ব্রাহ্মণ, 29/5'-6", শিলিগুড়ি নিবাসী, (কলকাতা IBM-এ কর্মরত ইঞ্জিনিয়ার), পিতা রেলওয়ে অবসরপ্রাপ্ত, শিলিগুড়ি নিবাসী, ব্রাহ্মণ, শিক্ষিত পাত্রী কাম্য। (M) 9382840584. (A/B)

■ পাত্র সাহা, বিটেক, ২৮+/৫'-৫", MNC কর্মরত। ব্যাঙ্গালোরে কর্মরতা পাত্রী অগ্রগণ্য (উত্তরবঙ্গ)। (M) 7719287886. (C/116668)

■ কুলীন কায়স্থ, ৪৩+/৫'-৫", বিকম, বেঃ সঃ সংস্থায় কর্মরত, কোচবিহার নিবাসী পাত্রের জন্য ৩৫+, কায়স্থ পাত্রী চাই। (M) 7908220898, 7364067851. (C/A)

■ নন্দী, 34, বেসরকারি Travel Co.-তে কর্মরত পাত্রের জন্য সুশ্রী, গরিব ও গ্রামের পাত্রী চাই। (M) 8972035317. (C/117501)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, শিক্ষিত, বয়স 88+, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট চাকরিরত। পিতা মৃত ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 8967180345. (C/117502)

পাত্রী চাই

■ ব্রাহ্মণ, 32/5'-7", B.A. পাশ, শিলিগুড়িতে নিজস্ব সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা ও বাড়ি, পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। উচ্চ অসবর্ণ চলিবে। (M) 9232365228. (C/117503)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, 39, চা-বাগানে কর্মরত, Divorcee, একটি 9 বছরের ছেলে আছে। Divorcee/বিধবা অথবা অবিবাহিত, Issuless, 30-40'এর মধ্যে গ্র্যাজুয়েট পাত্রী চাই। (M) 8637531891. (C/117503)

■ কায়স্থ, 30+/5'-11", B.A. পাশ, শিলিগুড়িতে নিজস্ব বাড়ি ও ব্যবসা, 5 Toto এবং Pvt. কোম্পানিতে কর্মরত, মাসিক আয় 65 হাজার, পাত্রের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। (M) 7029843873. (C/113503)

■ ডিভোর্সি, কর্মকার, 31/5'-9", নিজস্ব ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য অল্পদিনের বিধবা বা ডিভোর্সি, ঘরোয়া পাত্রী চাই। ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। মোঃ 9434840464. (C/117502)

■ ব্রাহ্মণ, 30/5'-8", M.Sc., সুদর্শন, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় উচ্চপদে কর্মরত, একমাত্র পুত্রের জন্য সুশ্রী, ব্রাহ্মণ, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। যোগাযোগ-9474700633.

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩১, M.Tech., রেলওয়েতে উচ্চপদে কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক ম্যানেজার। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9874206159. (C/117502)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৯, B.Tech., MBA, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। দাবিহীন। (M) 9874206159. (C/117502)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩২, B.Tech./MBA, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবী, মাতা সরকারি চাকরিজীবী। এইরূপ দাবিহীন পুত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/117502)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, 29+/5'-7", প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, নিজস্ব Gold Showroom, Flat, এছাড়া বাড়ি আছে। শিক্ষিতা ও যোগ্য পাত্রী কাম্য। কোনও দাবি নেই। সাহা পাত্রী অগ্রগণ্য। 8436002268. (M/M)

■ বয়স ৩৪, উত্তরবঙ্গ-এর বাসিন্দা। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট অধীনে অফিসার র‍্যাঙ্ক-এ কর্মরত (RFO)। এইরূপ পরিবারের উপযুক্ত ছেলের জন্য পাত্রী কাম্য। কাস্টবার, দাবিদাওয়া নেই। (M) 7596994108. (C/117502)

■ ব্রাহ্মণ, ৩১/৫'-৮", ফর্সা, সুন্দর, ট্রিপল M.A., D.El.Ed., সিটেট পাশ, বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক পাত্রের শিক্ষিতা, সুন্দরী পাত্রী চাই। (M) 9093670692. (D/S)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ৩০, M.Tech., ব্যাঙ্গালোরে MNC-তে কর্মরত। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ একমাত্র পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/117502)

■ রাজবংশী, জলপাইগুড়ি, ৩০, B.Tech., সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা সরকারি চাকরিজীবী। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। দাবিহীন। (M) 7679478988. (C/117502)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, ৩৬+, MBBS, MD, সরকারি হাসপাতালে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9836084246. (C/117502)

■ জন্ম 1990, জেঃ, 5'-11", B.A., Eng.(H), প্রঃ ব্যবসা, ৩০-এর মধ্যে স্নাতক (সুশ্রী) পাত্রী চাই। অভিভাবক ফোন করুন। মোঃ 9593937157. (C/116664)

■ সুন্নি মুসলিম, নিঃসন্তান ডিভোর্সি, বয়স ৩৫, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। বাবা মৃত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9836084246. (C/117502)

অ্যারেঞ্জ ম্যাট্রিমনি

■ উত্তরবঙ্গের ১৩ বছরের বিবাহ প্রতিষ্ঠান অ্যারেঞ্জ ম্যাট্রিমনি অ্যাপ ইনস্টল করুন এবং পাত্রপাত্রীর ছবি দেখুন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। Ph : 8509292825. (C/117501)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 699/-. Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/116877)

নদীর চরে টিনের ঘরে জুয়ার আসর

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই : পুরনিগমের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের ভূপেন্দ্রনগরে মহানন্দার চর এলাকায় অবাধে চলছে অবৈধ নির্মাণ। টিন দিয়ে জায়গা ঘিরে তৈরি করা হচ্ছে ঘরগুলি। এরপর সেগুলি বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। গোটা চক্র পিছন থেকে নিয়ন্ত্রণ করছে স্থানীয় রাজনৈতিক মদতপুষ্ট কয়েকজন। সকাল থেকেই তারা নজরদারি রাখছে গোটা এলাকায়।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই ঘরগুলোর একাংশ অসামাজিক কার্যকলাপের কাজেও ব্যবহার করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, দিনের পর দিন একেবারে বাঁধ পেরিয়ে নদীর চর এলাকায় একের পর এক ঘর গজিয়ে উঠলেও কেন সেব্যাপারে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ওয়ার্ড কাউন্সিলার শোভা সুব্বা বলছেন, 'বাম আমল থেকেই ওই চরে এই ধরনের কার্যকলাপ চলছে। আমরা মেয়রকে জানিয়েছি। দ্রুতই নোটিশের পর দখলদারকে উচ্ছেদ করা হবে।'

ভূপেন্দ্রনগরে মহানন্দার চরে এখানেই চলছে অবৈধ নির্মাণ।

> বাম আমল থেকেই ওই চরে এই ধরনের কার্যকলাপ চলছে। আমরা মেয়রকে জানিয়েছি। দ্রুতই নোটিশের পর দখলদারকে উচ্ছেদ করা হবে।
>
> **শোভা সুব্বা**
> কাউন্সিলার

শনিবার ওই এলাকায় যেতেই চর এলাকায় একের পর এক টিনের ঘর নজরে পড়ল। ঘরগুলির কয়েকটিতে লোকজন এসে থাকতেও শুরু করেছে। ঘরগুলির সামনে যেতেই নজরে পড়ল, কয়েকজন ব্যক্তি দিনের আলোতেই জুয়ার আসর বসিয়েছে। তাদের একজন জানতে চাইল, ঘর লাগবে কি না? কথায় কথায় জানা গেল, লাখ দুয়েক টাকা দিলেই নাকি নদীচরে একটি টিনের ঘর পাওয়া যাবে। অবশ্য জায়গার দামের সঙ্গে ঘর বানানোর খরচও দিতে হবে।

নদীর চরে দখলদারি নিয়ে রীতিমতো ক্ষুব্ধ এলাকার সাধারণ মানুষ। এলাকাবাসীর কথায়, ওই ঘরগুলিতে কারা যাচ্ছে, কেউ জানে না। যেন একটা আলাদা বসতি তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন সময় এব্যাপারে প্রশাসনের কাছে জানানো হলেও কেউই নাকি সেভাবে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কেউ এগিয়ে আসছে না।

ভূপেন্দ্রনগরের বাসিন্দা বিপ্লব দাসের কথায়, 'ওয়ার্ডজুড়েই আসলে দখলদারি হচ্ছে। চর এলাকা থেকে শুরু করে, রাস্তার ধার কোনওকিছুই বাদ যাচ্ছে না।' এলাকার বাসিন্দা রাজীব সরকারের কথায়, 'এলাকায় এসব চললে তো অপরাধ করার জায়গা তৈরি হচ্ছে। এলাকার জন্য একদম ঠিক নয় এই ধরনের পরিবেশ।' প্রশাসনিক নজরদারির দাবি তুলছেন অজয় গিরি, রিঙ্কু সরকারের মতো এলাকার বাসিন্দারা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই এলাকায় দখলদারি বা অসামাজিক কাজকর্ম নিয়ে কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেডিকেলে বেতন পাননি অস্থায়ী কর্মীরা

শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই : ফের বেতন সমস্যায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপারস্পেশালিটি ব্লকের অস্থায়ী কর্মীরা। এখানকার প্রায় ২৫০ জন কর্মী শনিবারও তাঁদের জুন মাসের বেতন পাননি। সোমবার থেকে তাঁরা পুনরায় অবস্থান বিক্ষোভে বসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে কনট্রাকচুয়াল ওয়ার্কার্স ফোরামের সম্পাদক প্রতিমা চক্রবর্তী জানিয়েছেন। অন্যদিকে নিয়োগ সংস্থার তরফে দাবি করা হয়েছে, সোমবার বা মঙ্গলবারের মধ্যে সমস্যা মিটে যাবে। গত কয়েক মাস ধরে মেডিকেলের সুপারস্পেশালিটি ব্লকের অস্থায়ী কর্মীদের বেতন নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। প্রতি মাসে ১০ তারিখের মধ্যে বেতন হওয়ার কথা থাকলেও তাঁরা ১৭ থেকে ১৮ তারিখেও বেতন হাতে পাচ্ছেন না।

হাঁসখোয়ায় চিতাবাঘের শাবক

বাগডোগরা, ১২ জুলাই : শনিবার সকালে হাঁসখোয়া চা বাগানে দুটি চিতাবাঘের শাবকের উপস্থিতি জানাজানি হতেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে। সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে বাগিচা শ্রমিকদের সংশ্লিষ্ট এলাকা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। এদিন সকালে বাগানের ৮ নম্বর সেকশনে পাতা তোলার সময় শ্রমিকদের নজরে আসে, নিকাশিনালার মধ্যে শাবক দুটো রয়েছে। খবর দেওয়া হয় বাগডোগরা রেঞ্জ অফিসে। আধিকারিক সোনম ভুটিয়া বললেন, 'শাবক দুটোর বয়স দেড় থেকে দুই মাস। 'দুধের শিশু' বলা যায়। স্বাভাবিকভাবেই ওদের মা কাছাকাছি রয়েছে। সবসময় নজর রাখতে এলাকায় সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর পাশাপাশি বনকর্মীদের পাহারায় রাখা হয়েছে। শাবক দুটোকে মা চিতাবাঘ নিরাপদ জায়গায় সরালে আমরা নিশ্চিত হতে পারব।'

হাতি রুখতে সার্চলাইট

বাগডোগরা, ১২ জুলাই : প্রায় রোজ বনাঞ্চল থেকে হাতি বেরিয়ে ঢুকছে লোকালয়ে। চলছে তাণ্ডব। নকশালবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়া ব্লকের এমন বেশ কয়েকটি জঙ্গল লাগোয়া গ্রামের মোট ৭০ জন বাসিন্দার হাতে সার্চলাইট তুলে দিল কার্সিয়াং বন বিভাগের বাগডোগরা রেঞ্জ অফিস। রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়া বলেন, 'সূর্যাস্তের পর হাতির উপস্থিতি টের পেতে ও তারপর বুনোকে তাড়াতে ব্যবহার করা হয় সার্চলাইট। তাই এমন উদ্যোগ।'

সামনেই স্বাধীনতা দিবস। তার আগে জাতীয় পতাকা তৈরিতে ব্যস্ত এক দর্জি। ছবি : সুশান্ত পাল

পঠনপাঠনে ব্যাঘাতের শঙ্কা

ফের নবান্ন অভিযান চাকরিহারাদের

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই : রাজ্য সরকারের ওপর চাপ বাড়াতে সোমবার চাকরিহারা শিক্ষকরা নবান্ন অভিযানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সেই কর্মসূচিতে অংশ নিতে শিলিগুড়ি ছাড়াও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে চাকরিচ্যুতরা কলকাতায় যাচ্ছেন। ফলে সপ্তাহের প্রথম দিন স্কুলে স্কুলে শিক্ষকদের উপস্থিতি কম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে পঠনপাঠনে কিছুটা হলেও প্রভাব পড়বে, মানছে শিক্ষক মহল।

শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলায় প্রায় ৩০০ জন চাকরিহারা শিক্ষক রয়েছেন। এখানকার বেশ কয়েকটি বিদ্যালয়ে গড়ে ৫ থেকে ১০ জন। তাঁদের অনেকেই নবান্ন অভিযানে যোগ দেবেন। কর্মসূচির আয়োজক যোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী অধিকার মঞ্চ। সেখানে চাকরিহারাদের অন্য সমস্ত সংগঠনের যোগ দেওয়ার কথা। যোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী অধিকার মঞ্চের সদস্য শিলিগুড়ির বাসিন্দা বিকাশ রায়ের যুক্তি, 'শিক্ষকরা নিজেদের প্রাপ্য ছুটি নিয়েই কলকাতায় যাবেন।' তবে তিনি মেনে নিলেন, 'চাকরিহারা শিক্ষকরা স্কুলে উপস্থিত না থাকলে পঠনপাঠনে কিছুটা হলেও প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা তো রয়েছে। কতজন শিক্ষক-শিক্ষিকা কলকাতায় যাচ্ছেন, তা এখনই পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। রবিবার সংখ্যা অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। এটা আমাদের পূর্বপরিকল্পিত অভিযান।'

২০১৬ সালের স্কুল সার্ভিস কমিশনের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় বসা সমস্ত পরীক্ষার্থীর ওএমআর শিট ওয়েবসাইটে আপলোড করা, অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করে তাঁদের জায়গায় ওয়েটিং লিস্টে থাকা যোগ্যদের চাকরির ব্যবস্থার দাবি তোলা হয়েছে। এসএসসি'র তরফে নতুন করে পরীক্ষা নেওয়ার জন্য ফর্ম ফিলআপের জন্য যে সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল, তার শেষদিন ছিল সোমবার। সময়সীমা ফের বৃদ্ধির দাবি জানানোর কথা ছিল নবান্ন অভিযান থেকে। তবে শনিবারই ২১ জুলাই পর্যন্ত সময়সীমা বাড়িয়েছে কমিশন। পাশাপাশি যোগ্যদের তালিকা যাতে শিক্ষা দপ্তর আদালতে জমা দেয়, রয়েছে সেই দাবিও।

লোকের অভাব

- শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলায় প্রায় ৩০০ জন চাকরিহারা শিক্ষক রয়েছেন
- তাঁদের বড় অংশ নবান্ন অভিযানে যোগ দেবেন
- ছুটি নিয়েই কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছেন চাকরিচ্যুতরা
- এতে পঠনপাঠনে ব্যাঘাত, স্কুল চালাতে হিমসিম
- সোমবার নবান্ন অভিযানের দিন ফের একই অসুবিধার আশঙ্কা প্রধান শিক্ষকদের গলায়

শনিবার যোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী অধিকার মঞ্চের দার্জিলিং জেলার সদস্য সেলিম জাফর বলছিলেন, 'কলকাতা যাওয়ার জন্য ট্রেন ও বাসের টিকিট পেতে সমস্যা হয়েছে। তবে রিজার্ভেশন না পেলেও জেনারেল কামরার টিকিট কেটে যাব। বহু শিক্ষক মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন। উত্তরের জেলাগুলোর চাইতে দক্ষিণবঙ্গ থেকে বেশি সংখ্যায় অভিযানে আসবেন তাঁরা।'

আন্দোলনের পাশাপাশি সিংহভাগ চাকরিহারা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি চালাচ্ছেন। কিন্তু আন্দোলন চালানোর জন্য ছুটি নেওয়ায় বিদ্যালয়ে পঠনপাঠনে ব্যাঘাত ঘটছে। সোমবার ফের একই সমস্যা হবে। শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলে সাতজন চাকরিহারা শিক্ষিকা রয়েছেন। প্রধান শিক্ষিকা অত্যুহা বাগচীর আফসোস, 'ওঁরা মাঝেমধ্যেই ছুটি নিচ্ছেন। স্কুল চালাতে গিয়ে হিমসিম খেতে হচ্ছে। শিক্ষিকারা সোমবার না এলে অসুবিধে হবেই। কীভাবে যে স্কুল চালাচ্ছি, সেটা আমি টের পাচ্ছি।' শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলে চাকরিচ্যুতদের সংখ্যা চার। সহকারী প্রধান শিক্ষক রণজয় দাসের বক্তব্য, '২০১৬ সালের প্যানেলের শিক্ষকরা একসঙ্গে ছুটি নিলে তো সমস্যা হবেই। তাঁরা প্রত্যেকে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক।'

দূরে পাহাড়, মেঘ, নদী পারাপারের জীবন । শনিবার শিলিগুড়ির মহানন্দায় সুশান্ত পালের তোলা ছবি।

পুলিশের সঙ্গে কলকাতায় সামশাদ

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১২ জুলাই : শনিবার সামশাদকে নিয়ে কলকাতা রওনা দিল রবীন্দ্রনগর থানার পুলিশ। সামশাদের সঙ্গে তার মা আসিনা খাতুন কলকাতা গিয়েছেন। এদিন দুপুরে সামশাদকে ছয়ঘরিয়ার বাড়ি থেকে ইসলামপুর থানায় নিয়ে আসা হয়। সেখানে নথিপত্রের প্রক্রিয়া সেরে রবীন্দ্রনগর পুলিশের টিম গাড়িতে সামশাদ ও তার মাকে নিয়ে রওনা দেয়। টিমের আধিকারিকদের একাধিক প্রশ্ন করা হলেও 'সামশাদকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে', এর বেশি কিছু বলতে চাননি তাঁরা।

কিশনগঞ্জ থেকে ইসলামপুর পর্যন্ত ৩০ কিলোমিটার ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে হেঁটে বাড়ি ফিরে আসে সামশাদ। জাতীয় সড়কে পুলিশের নাকা চেকিং পয়েন্টে সিসিটিভি রয়েছে। সেগুলির ফুটেজে কি সামশাদের ছবি রয়েছে। তা কি রবীন্দ্রনগর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে? এসব প্রশ্নের উত্তরে ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জবি থমাস বলেছেন, 'তদন্তের জন্য যা করার রবীন্দ্রনগর থানার পুলিশ করবে।'

রবীন্দ্রনগর থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, সামশাদ কলকাতায় পৌঁছালে সমস্ত ঘটনার পুনর্গঠন থেকে শুরু করে অন্যান্য সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা শুরু হবে। অন্যদিকে, এদিনও সামশাদের পরিবারের তরফে পুলিশের প্রতি 'অনাস্থা' প্রকাশ করা হয়েছে। পরিবারের দাবি, তাদের ছেলে নিজে বাড়ি ফিরেছে। এতে পুলিশের কোনও কৃতিত্ব নেই।

সামশাদকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি। শনিবার ইসলামপুর থানায়।

উলটো করে ঝুলিয়ে সামশাদকে ইলেক্ট্রিক শক দিয়ে নির্যাতনের ভিডিও (ভিডিওর সত্যতা উত্তরবঙ্গ সংবাদ যাচাই করে দেখেনি) ভাইরাল হতেই রবীন্দ্রনগর থানার পুলিশ নড়েচড়ে বসে। নির্যাতনের ঘটনায় মোট চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যার মধ্যে মূল অভিযুক্ত শাহেনশাহকে মুম্বই থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসা হয়। রবীন্দ্রনগর থানার এক পুলিশ আধিকারিক এই প্রসঙ্গে বলেছেন, ঘটনাটি জানার সঙ্গে সঙ্গে তৎপরতা দেখিয়ে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা সহ সবই আমরা করেছি। নিখোঁজ কিশোরকে খুঁজতেও কসুর করা হয়নি। অথচ তারপরেও কিশোরের পরিবার বিশ্বাস রাখতে পারছে না কেন জানি না।

নিখোঁজ থাকার ৪০ দিন পর সামশাদ গত বুধবার বাড়ি ফিরে এসেছিল। এদিন রবীন্দ্রনগর থানার পুলিশের টিম সামশাদকে নিয়ে রওনা দেওয়ার পর ইসলামপুর থানা চত্বরে দাঁড়িয়ে তার কাকা লাল মহম্মদের প্রতিক্রিয়া, 'বাচ্চাটিকে আজ নিয়ে গেল। ওখানে ওকে কোথায়, কীভাবে রাখা হয়েছিল পুলিশ সেসব তদন্ত করে দেখবে।' সামশাদ কীভাবে ফিরে এল প্রশ্নের উত্তরে লাল জোর দিয়ে বলেছেন, 'বাড়ি ফিরে সামশাদ আমাদের যা জানিয়েছিল, শেষপর্যন্ত ও সেই কথায় অনড় আছে।' পুলিশের কাছে কী আশা করছেন? লালের জবাব, 'ছেলে তো নিজেই ফিরেছে। ফলে পুলিশের কাছ থেকে কী আর আশা করব? যে অভিযুক্তরা গ্রেপ্তার হয়েছে তাদের যেন কঠোর শাস্তি হয়।'

বাড়ি ফিরে সামশাদ পরিবারকে জানিয়েছিল, নির্যাতনের পর সে পালিয়ে আক্রা পৌঁছায়। সেখানে তাকে মানো ওরফে মনু বলে একজন অপহরণ করেছিলেন। সুযোগ পেয়ে গত সোমবার সে পালিয়ে আক্রা স্টেশনে যায়। সেখান থেকে লোকাল ট্রেনে শিয়ালদা পৌঁছায়। শিয়ালদা থেকে একটি ট্রেনে চেপে মঙ্গলবার রাতে কিশনগঞ্জ আসে। বুধবার কিশনগঞ্জ থেকে হেঁটে ইসলামপুর পৌঁছায়।

সরকারি কর্তাদের সঙ্গে বাগবিতণ্ডা

শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই : রাস্তার ওপর একের পর এক অবৈধ দোকান গড়ে উঠেছে। বিষয়টি নিয়ে তিস্তা ক্যানাল রোডের বাসিন্দাদের ক্ষোভের অন্ত নেই। কয়েকদিন আগে ফুলবাড়ির মার্ডারি মোড় থেকে বাইপাস মোড় পর্যন্ত তিস্তা ক্যানালের বাঁদিকে থাকা সমস্ত দোকান তুলে নেওয়ার জন্য সেচ দপ্তরের তরফে নোটিশ দেওয়া হয়। এদিকে, শুক্রবার সেচ দপ্তরের আধিকারিকরা রাজগঞ্জের ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকদের সঙ্গে একটি অবৈধ দোকানের জায়গা মাপজোখ করতে যান। অভিযোগ, সেখানে অবৈধ দোকানের ব্যবসায়ী সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে বাগবিতণ্ডায় লিপ্ত হয়ে পড়েন। মহানন্দা লিংক ক্যানাল ডিভিশনের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার গোপাল দাস বলেন, 'সরকারি জায়গা দখলমুক্ত করতে গেলে বাধা পড়েই। শীঘ্রই সেচ দপ্তরের সমস্ত জায়গা দখলমুক্ত করা হবে।'

মার্ডারি মোড় থেকে বাইপাস মোড় পর্যন্ত প্রায় ১০০টি দোকান আছে। সেই সমস্ত দোকানে সেচ দপ্তরের তরফে নোটিশ সাঁটিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফুলবাড়ির বাসিন্দা মুরশিদ আলি খানের বাড়ির সামনে এমন একটি অবৈধ দোকান গড়ে উঠেছে। ফলে অনেকদিন থেকে ওই ব্যক্তির বাড়িতে প্রবেশের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ওই ব্যক্তি এনজেপি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। শুক্রবার সরকারি আধিকারিকরা মুরশিদের বাড়ির সামনে রাস্তা মাপতে যান। মুরশিদের কথায়, 'যাঁরা দোকান বানিয়ে রেখেছেন, তাঁরা সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন। যে যার মতো রাস্তার ওপর দোকান বানিয়ে ব্যবসা করছে। আমার মতো অনেকের বাড়ি ও জমির সামনে দোকান থাকায় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। রাস্তা থেকে দোকান তোলার দাবি জানাচ্ছি।'

তরুণীকে 'প্রতারণা', গ্রেপ্তার প্রেমিক

খড়িবাড়ি, ১২ জুলাই : সমাজমাধ্যমে প্রেমের ফাঁদে ফেলে তরুণীকে ব্ল্যাকমেল ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন এক তরুণ। ধৃতের নাম হেমাদুল রহমান। তিনি উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার বাসিন্দা। ৬ মাস আগে সমাজমাধ্যমে খড়িবাড়ির এক তরুণীর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় হেমাদুলের। তারপর হেমাদুল নিয়মিত ওই তরুণীর সঙ্গে সমাজমাধ্যমে যোগাযোগ রাখেন। একসময় তাঁদের মধ্যে শুরু হয় অনলাইনে প্রেম। দুজনের ভিডিও কলিংয়ে কথা ও দেখার পর্ব চলতে থাকে।

হেমাদুল দিল্লিতে শ্রমিকের কাজ করেন বলে ওই তরুণীকে জানিয়েছিলেন। অভিযোগ, একসময় তরুণীকে বিয়ের ব্যাপারে রাজি করিয়ে এবং বিয়ের আগে বাড়ির কাজের জন্য কিছু টাকা ধার চান হেমাদুল। প্রথমে তরুণী টাকা দিতে রাজি না হওয়ায় হেমাদুল তাঁকে নানাভাবে ভিডিও কলের ছবি দেখিয়ে ভাইরাল করার ভয় দেখান। অবশেষে ভয়ে ও ভালোবাসার টানে ধাপে ধাপে ৪৯ হাজার টাকা অনলাইনে দেন ওই তরুণী। এরপরও হেমাদুল মোটা টাকা দাবি করেন। কিন্তু এবার তরুণী সেই টাকা না দেওয়ায় সম্প্রতি তাঁর বিশেষ মুহূর্তের কিছু ছবি আত্মীয়াদের কাছে পাঠিয়ে দেন হেমাদুল। তরুণী বুঝতে পারেন তিনি প্রতারিত হয়েছেন। খড়িবাড়ি থানায় তিনি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

পুলিশ তদন্তে নেমে শুক্রবার রাতে চোপড়া থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস বলেন, 'পুলিশ

অভিযোগ

- একসময় তরুণীকে বিয়ের ব্যাপারে রাজি করিয়ে এবং বিয়ের আগে বাড়ির কাজের জন্য কিছু টাকা ধার চান হেমাদুল
- প্রথমে তরুণী টাকা দিতে রাজি না হওয়ায় হেমাদুল তাঁকে নানাভাবে ভিডিও কলের ছবি দেখিয়ে ভাইরাল করার ভয় দেখান
- অবশেষে ভয়ে ও ভালোবাসার টানে ধাপে ধাপে ৪৯ হাজার টাকা অনলাইনে দেন ওই তরুণী

ঘটনার তদন্তে নেমে অভিযুক্তকে শুক্রবার রাতে চোপড়া থেকে গ্রেপ্তার করেছে। শনিবার অভিযুক্তকে আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।'

কৃষক বাজারে সিন্ডিকেটরাজ

ফালাকাটা, ১২ জুলাই : সিন্ডিকেটরাজ নিয়ে শনিবার বিকেলে হঠাৎ উত্তপ্ত হয়ে উঠল ফালাকাটা কৃষক বাজার। বাজারের মূল গেটে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন চাষিরা। তারপর ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার সড়কও অবরোধ করেন। পরে নিয়ন্ত্রিত বাজার কমিটি (আরএমসি)-র অফিস ঘিরেও উত্তেজনা চরমে ওঠে। অফিসের দুটি জানলাও ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।

চাষিদের অভিযোগ, এই বাজারে ব্যবসায়ী সমিতি ও আরএমসি সিন্ডিকেটরাজ চালাচ্ছে। ক'দিন ধরে নিয়ম হয়েছে রোজ বিকেল তিনটে থেকে চারটার মধ্যে চাষিদের সবজি নিয়ে আসতে হবে। তার আগে বা পরে আনলে সবজি কম দামে বিক্রি হচ্ছে। আগে বা পরে বাইরের পাইকাররা সবজি কিনলে তাঁদের জরিমানা করা হচ্ছে। এরকম 'তুঘলকি নিয়মের' বিরুদ্ধে এদিন ক্ষোভে ফেটে পড়েন বহু চাষি।

এদিকে, নিয়ম নিয়ে আরএমসি ও ব্যবসায়ী সমিতির কথাবার্তায় অসংগতি ধরা পড়েছে। আরএমসি'র আলিপুরদুয়ার জেলা সচিব উত্তম ভৌমিকের কথায়, 'ব্যবসায়ী সমিতি নিয়ম করেছিল যে তিনটের পর থেকে দ্বিতীয়ার্ধের বাজার শুরু হবে। চাষিদের সঙ্গে কথা বলে এই নিয়মের কথা ব্যবসায়ী সমিতি আমাদের জানিয়েছিল। ব্যবসায়ী সমিতি এটাও বলেছিল যে, এতে চাষিদের ও তাদের সুবিধা হবে। তখন আমরা সম্মতি দিয়েছিলাম। তবে পরে দেখা যায় এজন্য গেটের বাইরে যানজট লেগে যাচ্ছিল। আর এদিন যেহেতু চাষিদের সমস্যাগুলিও জানা গেল তাই এখন থেকে ২৪ ঘণ্টাই বাজার খোলা থাকবে। চাষিরা যে কোনও সময় বাজারে আসতে পারবেন।'

ফালাকাটা কৃষক বাজারের গেটে চাষিদের বিক্ষোভ।

৪৭০টি গাছ কেটে ফের চওড়া হচ্ছে জাতীয় সড়ক

শুভদীপ শর্মা

ক্রান্তি, ১২ জুলাই : ৪৭০টি গাছ কেটে চওড়া হচ্ছে জাতীয় সড়ক। চালসা থেকে ময়নাগুড়ি বিডিও অফিস মোড় পর্যন্ত এই ৩৮ কিমি রাস্তায় থাকা বড় চারটে বাজারের অংশ বাদে বাকি রাস্তা চওড়া করা যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। ফের গাছ কাটার সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ পরিবেশপ্রেমীরা। যদিও ক্রান্তি বিডিও অফিসে শনিবার মন্ত্রীর উপস্থিতিতে এই সড়ক চওড়া করা নিয়ে বৈঠকে কাটা-পড়া গাছের দশগুণ গাছ লাগানো হবে বলে জানিয়েছেন সরকারি প্রতিনিধিরা। ক্রান্তির বিডিও রিমিল সোরেন জানান, দ্রুত যাতে এই রাস্তার কাজটি শুরু করা যায় সে জন্য ব্লক প্রশাসনের একটি বিশেষ টিম আগামী ২৪ জুলাই থেকে সমীক্ষার কাজ শুরু করবে।

ময়নাগুড়ি বিডিও অফিস মোড় থেকে মেটেলি ব্লকের চালসা গোলাই পর্যন্ত ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক। এই সড়কটি চওড়া করার উদ্যোগ নিয়েছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। বর্তমানে এই সড়কটি কোথাও ৭ মিটার আবার কোথাও ১০ মিটার চওড়া রয়েছে। এই সড়কটিকেই কিছু জায়গায় ১২ মিটার ও বাজার এলাকায় প্রায় ২৬.৬ মিটার করে চওড়া করা হবে।

সম্প্রতি এনিয়ে জেলা শাসকের দপ্তরে একটি বৈঠক হয়। বৈঠকে ময়নাগুড়ি, ক্রান্তি ও মেটেলি ব্লকে পৃথক তিনটি কমিটিও গঠন করে দেওয়া হয়। এই কমিটিতে বিডিও, ভূমি রাজস্ব দপ্তর ও বন দপ্তরের প্রতিনিধিরা রয়েছেন। এই প্রতিনিধিদলই সংশ্লিষ্ট ব্লকে দোকানপাট সরানো ও তাঁদের পুনর্বাসন সহ বিভিন্ন বিষয় দেখবেন।

এদিন ক্রান্তির বিডিও রিমিল সোরেনের ডাকে বৈঠকে মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক, জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ কর্মাধ্যক্ষ মহুয়া গোপ, গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের এডিএফও রাজীব দে, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার হানিফ মল্লিক ও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন। জানা গিয়েছে, জাতীয় সড়কের ময়নাগুড়ি মৌলানি লাটাগুড়ি ছাড়াও মঙ্গলবাড়ি বাজার রয়েছে। এই বাজার এলাকাগুলিতে নিত্যদিনের যানজট দেখা দেয়।

জাতীয় সড়কের ধারে যে গাছগুলি কাটা পড়বে। - সংবাদচিত্র

তাছাড়া এই সড়কের বেশিরভাগ অংশে তেমন যানজট হয় না। পরিবেশপ্রেমীদের মতে, এত গাছ কেটে পুরো রাস্তা চওড়া করার কোনও প্রয়োজনীয়তা ছিল না।

চালসার বিশিষ্ট পরিবেশপ্রেমী মানবেন্দ্র দে সরকারের অভিযোগ, 'এর আগেও লাটাগুড়ি রেলওয়ে ওভারব্রিজ তৈরির জন্য কয়েকশো গাছ কাটা হয়েছে। অথচ এই ওভারব্রিজটিরও তেমন কোনও প্রয়োজন ছিল না। ফের এভাবে গাছ কাটার সিদ্ধান্তে একেবারেই মেনে নেওয়া যায় না।'

ক্ষোভ

- ময়নাগুড়ি বিডিও অফিস মোড় থেকে মেটেলি ব্লকের চালসা গোলাই পর্যন্ত ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক
- এই সড়কটি চওড়া করার উদ্যোগ নিয়েছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ
- ফের গাছ কাটার সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ পরিবেশপ্রেমীরা

ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সম্পাদক নন্দু রায় বলেন, 'শুধুমাত্র এই সড়কের মাঝে থাকা কয়েকটি বাজার এলাকায় রাস্তা সম্প্রসারণের প্রয়োজন ছিল। সেটা না করে কেন গোটা রাস্তাটা চওড়া করা হচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে না।' যদিও মন্ত্রী বলেন, 'ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে রাস্তাটি চওড়া করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যত কম সম্ভব গাছ কেটে রাস্তাটি তৈরি করা হবে।' জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ কর্মাধ্যক্ষ মহুয়া গোপের দাবি, 'যে পরিমাণ গাছ কাটা পড়বে তার দশগুণ গাছ লাগানো হবে বিভিন্ন জায়গায়।'

কোচবিহারে মূর্তি-সংঘাতে চাপে উদয়ন

কোচবিহার, ১২ জুলাই : কোচবিহারে রাজপরিবারের আবেগ যে ভোট নিয়ন্ত্রণ করে, তা শনিবার আরও একবার স্পষ্ট হয়ে গেল। মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণের মূর্তি বসানো নিয়ে শুক্রবার উদয়ন গুহ ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে চাপানউতোর শুরু হয়েছিল শনিবার মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে তা আপাতত মিটল।

মহারাজার মূর্তি বসাতে বাধা দেওয়া হয়েছে, এই খবর মুহূর্তের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন স্তরের মানুষজন মন্ত্রীর ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করা শুরু করেন। খবর মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছাতেও সময় লাগেনি। শনিবারই তিনি সরাসরি ফোন করেন মন্ত্রী উদয়ন গুহকে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের সামনেই যাতে রাজার মূর্তি বসানো হয়, সে বিষয়ে তিনি নির্দেশ দেন। একইসঙ্গে জেলা প্রশাসন ও পুরসভার চেয়ারম্যানকে সঙ্গে নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে বলেন। সেইমতো উদয়ন জেলা শাসককে ডেকে আলোচনা করেন।

শুক্রবার পুরসভার করা গর্ত বুজিয়ে দিলেও মূর্তি-সংঘাতে কিছুটা হলেও কার্যত ব্যাকফুটে যেতে বাধ্য হলেন উদয়ন। সরাসরি না হলেও পরোক্ষভাবে মহারাজার মূর্তি বসাতে বাধা দেওয়া যে ব্যুমেরাং হয়ে ফিরবে তা শুক্রবার রাতেই উদয়ন সহ তৃণমূলের সব স্তরের নেতারা ভালোই বুঝতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঘোষের অনুগামীরা যখন সামাজিক মাধ্যমে লেখালেখি শুরু করেন

মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে মিটল সমস্যা

বিষয়টি নিয়ে, তার প্রত্যুত্তরে উদয়ন গুহর দিক থেকে পালটা কোনও লেখাই চোখে পড়েনি। অথচ উদয়ন পান থেকে চুন খসলে সামাজিক মাধ্যমে বার্তা দেন। তাঁর অনুগামীরাও সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এর থেকেই পরিষ্কার যে উদয়ন গুহ রাতেই টের পেয়েছিলেন ব্যাপারটা কী ঘটতে চলেছে।

শনিবার বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ তৃণমূল নেতা পরিমল বর্মন, খোকন মিয়াঁ, আলিজার রহমান, আজিজুল হক, সঞ্জীব রাজভর, নস্যশেখ নেতা গোলাম মোস্তাফা সহ আরও বিভিন্ন সংগঠনের নেতা-কর্মীদের শ-খানেক লোকের মিছিল ব্যানার নিয়ে এনবিডিডি দপ্তরের সামনে আসে। মিছিলটি এসে রাজার মূর্তি বসাবার পক্ষে স্লোগান দেওয়ার পাশাপাশি মূর্তি বসানো নিয়ে বাধাদানকারীদের হুঁশিয়ারি দেয়। এরপর সেখানে মহারাজার ব্যানার লাগিয়ে ইট দিয়ে চারপাশ ঘিরে দেয়। তাঁদের দাবি ছিল, রাজার মূর্তি ওখানেই বসাতে হবে।

পরিমল বলেন, 'রাজার শহরে মহারাজার মূর্তি বসাতেই বাধা। এটা আমরা রাজবংশীরা কোনওভাবে মেনে নেব না। আমরা এর বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রাম করব, রক্ত দেব। কিন্তু রাজার মূর্তি এখানেই বসাতে হবে।' ঘটনার জন্য উদয়ন গুহকে মানুষের কাছে ক্ষমা চাইতে বলেন তিনি। তৃণমূল নেতা খোকন মিয়াঁ বলেন, 'রাজার মূর্তি বসানোয় বাধাদানকারী কাউকে আমরা ছেড়ে কথা বলব না। তিনি যত বড় নেতা বা মন্ত্রী, যেই হোন না কেন।' ঘটনাস্থলে না এলেও তৃণমূলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় বলেন, 'আমতলার মোড়ে এনবিডিডি দপ্তরের সামনে মূর্তি বসাতে হবে এটাই আমাদের শেষকথা।'

এদিকে পরিমলদের আন্দোলন শেষ হওয়ার পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই ঘটনাস্থলে আসেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ, তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি), আবদুল জলিল আহমেদ প্রমুখ। গাড়ি থেকে নেমেই হিপ্পিরা, পরিমলদের লাগানো মহারাজাদের ব্যানারের সামনে দাঁড়িয়ে 'কোচবিহারের মহারাজার জয় হোক' বলে স্লোগান দেওয়া শুরু করেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়েই মন্ত্রীর কাছে মুখ্যমন্ত্রীর ফোন আসে। মন্ত্রী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী চান মূর্তি এমনভাবে বসানো হোক যাতে সবাই মিলে শ্রদ্ধা জানাতে পারেন। মূর্তির সামনে একটা ছোট পার্কের মতো তিনি করতে বলেছেন।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

বেলাশেষে।। *জলপাইগুড়ি জেলার ঘুঘুডাঙ্গায় ছবিটি তুলেছেন মানসকুমার রায়।*

কাজ শেষ হতে আরও এক বছর

এলিভেটেড হাইওয়ের কাজ পরিদর্শনে মন্ত্রী

রণজিৎ ঘোষ

এলিভেটেড হাইওয়ের কাজ পরিদর্শনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। মাটিগাড়ায়।

মাটিগাড়া, ১২ জুলাই : শিলিগুড়ির এলিভেটেড হাইওয়ের কাজ শেষ হতে আরও এক বছর সময় লাগবে। ২০২৬-এর শেষ নাগাদ কাজ শেষের সম্ভাবনা। শনিবার কাজ পরিদর্শনে এসে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী অজয় টামটা একথা জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'শিলিগুড়িকে কেন্দ্র করে রিং রোড তৈরির প্রস্তাবও রাজ্যের কাছে পাঠানো হয়েছে। রাজ্য সরকার রাজি হলেই কাজ শুরু হয়ে যাবে।' মন্ত্রীর অভিযোগ, রাজ্য সরকার সবসময় রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করছে না। তাঁকে পালটা দিয়েছেন মেয়র গৌতম দেব। তিনি বলেছেন, 'রিং রোড নিয়ে বারবার বিজেপি সাংসদ বলছেন। কিন্তু আমাদের কাছে এর কোনও সঠিক চিত্র নেই। প্রকল্পের রূপায়ণে সহযোগিতার অভাব থাকলে সেটা রাজ্যকেই বলতে হবে। মন্ত্রীর উচিত রাজ্যের আমলাদের সঙ্গে কথা বলা। সংবাদমাধ্যমে এসব বলে লাভ হবে না।'

দার্জিলিং মোড়ের যানজট সমস্যা মেটাতে ২০২২ সালের ১৭ নভেম্বর কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করি মাটিগাড়া থেকে সেবক সেনাছাউনি পর্যন্ত ১২ কিলোমিটার এলিভেটেড হাইওয়ের শিলান্যাস করেছিলেন। চলতি বছরের সেপ্টেম্বরের মধ্যে কাজের লক্ষ্য ছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত ৫৩ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে। এদিন পরিদর্শনে

> এই ১২ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হয়ে গেলে এখানকার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার অনেকটাই উন্নত হবে। পাশাপাশি সেবক সেনাছাউনি থেকে করোনেশন সেতু পর্যন্ত ১৪ কিলোমিটার জাতীয় সড়ক চার লেনের করা হচ্ছে।
>
> **অজয় টামটা** প্রতিমন্ত্রী

এসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কাজে দেরির কারণ জানতে চান। এশিয়ান হাইওয়ে প্রোজেক্টের কর্তারা মন্ত্রীকে জানান, কিছু জমি নিয়ে আইনি জটিলতা ছিল। কোথাও জমি অধিগ্রহণে দেরি হয়েছে। আবার কিছুক্ষেত্রে নকশায় বদল এসেছে। এসবের জেরে সময় বেশি লাগছে। এদিন মন্ত্রী বলেন, 'এই ১২ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হয়ে গেলে এখানকার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার অনেকটাই উন্নত হবে। পাশাপাশি সেবক সেনাছাউনি থেকে করোনেশন সেতু পর্যন্ত ১৪ কিলোমিটার জাতীয় সড়ক চার লেনের করা হচ্ছে। সেবকে করোনেশন সেতুর পাশে তিস্তার ওপর দ্বিতীয় সেতু তৈরির জন্য ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়াকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এর ডিপিআর তৈরি হচ্ছে।'

মন্ত্রীর সংযোজন, শিলিগুড়িতে রিং রোডের জন্যও ডিপিআরের কাজ চলছে। তবে রাজ্য সরকার 'নো-অবজেকশন' সার্টিফিকেট না দেওয়ায় প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। রিং রোড তৈরি হলে শহরের যানজট সমস্যা পুরোপুরি মিটে যাবে।' তাঁর অভিযোগ, রাজ্য সরকার উত্তরবঙ্গের সড়ক ব্যবস্থার উন্নতিতে সবসময় সহযোগিতা করছে না। সহযোগিতা করলে কেন্দ্র উত্তরবঙ্গের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে আরও কাজ করতে প্রস্তুত।' এদিন মন্ত্রীর সঙ্গে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট, জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায় সহ বিধায়করা উপস্থিত ছিলেন।

মিছিলে নেই অধিকাংশ নেতা

সম্প্রীতি নষ্টের প্রতিবাদ তৃণমূলের

রণজিৎ ঘোষ

তৃণমূলের মিছিলে গৌতম দেব সহ অন্যরা। শিলিগুড়িতে। - সঞ্জীব সূত্রধর

শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই : এনআরসি (জাতীয় নাগরিক পঞ্জি)-র বিরোধিতায় এবং শহরের সম্প্রীতি নষ্টের চেষ্টার প্রতিবাদে শনিবার শিলিগুড়িতে মিছিল করল তৃণমূল কংগ্রেস। এদিনের মিছিলে ভিড় হয়েছে ঠিকই, কিন্তু দলের নেতা-নেত্রী, সক্রিয় কর্মীদের কতজন তাতে এদিন পা মিলিয়েছেন, সেই প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছে ঘাসফুল শিবিরের অন্দরে। দলে গুঞ্জন, মিছিলে যাঁরা ঝান্ডা নিয়ে হেঁটেছেন, তাঁদের বেশিরভাগই নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি), শিলিগুড়ি নিয়ন্ত্রিত বাজার এবং ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকার শ্রমিক।

প্রশ্ন উঠছে, তাহলে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৭টি ওয়ার্ড এবং মহকুমার সাংগঠনিক সাতটি ব্লকের লোকবল কোথায় গেল? নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, শহরের কোনও ওয়ার্ড থেকে ১০ জন, কোনও ওয়ার্ড থেকে ১২ জন করে লোক মিছিলে অংশ নিয়েছেন। গ্রাম থেকে লোক নিয়ে আসার জন্য প্রচুর বাস, সিটি অটো সহ অন্য গাড়ি দেওয়া হয়েছিল। সেই গাড়িগুলিতে সাত, আটজন করে লোক এসেছেন। যুব সংগঠনের অংশগ্রহণ বলতে ৭০-৮০ জন। ফলে শ্রমিক সংগঠনের উদ্যোগে মিছিলে জমায়েতে প্রথম থেকেই জোর দেওয়া হয়েছিল। গাড়ি ভরে ভরে শ্রমিকদের নিয়ে আসা হয়েছে।

কিন্তু শহরের ৪৭টি ওয়ার্ড, বিশেষ করে দলের দখলে থাকা ৩৭টি ওয়ার্ড থেকে পর্যাপ্ত কর্মী নিয়ে

দলে গুঞ্জন

- শহরের কোনও ওয়ার্ড থেকে ১০ জন, কোনও ওয়ার্ড থেকে ১২ জন করে লোক মিছিলে অংশ নিয়েছেন
- গ্রাম থেকে লোক নিয়ে আসার জন্য প্রচুর বাস, সিটি অটো সহ অন্য গাড়ি দেওয়া হয়েছিল
- সেই গাড়িগুলিতে সাত-আটজন করে লোক এসেছেন
- যুব সংগঠনের অংশগ্রহণ বলতে ৭০-৮০ জন

আসা গেল না কেন? ঘাসফুল শিবির সূত্রের খবর, মেয়র পারিষদ হোন বা সাধারণ কাউন্সিলার, সকলেই ক্ষমতায় আসার পর মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন। তাঁরা পুরনিগম আর এলাকায় কোথায় কী সরকারি কাজ হচ্ছে, সেসব নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকছেন। জনসংযোগ কার্যত বন্ধ। ফলে মানুষ দলীয় কর্মসূচিতে আসছেন না।

দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে মিছিল করে আসা দূরে থাক, এদিন একাধিক মেয়র পারিষদ, কাউন্সিলার সস্ত্রীক গাড়িতে চেপে বাঘা যতীন পার্কে এসে নেমেছেন। অনেকে আবার মিছিলের শুরুতে কিছুক্ষণ হেঁটে পরে গাড়ি নিয়ে কেটে পড়েছেন। কেউ কেউ আবার মিছিলের শেষেও বাঘা যতীন পার্কে বসে আড্ডা দিয়েছেন। এসব নিয়ে চর্চা চলছে দলে।

দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে মিছিলের মূল উদ্যোক্তা মেয়র গৌতম দেব। তিনি অবশ্য বলেছেন, 'শহরের সম্প্রীতি নষ্টের চক্রান্ত রুখতে মিছিল করা হয়েছে। এতে প্রচুর মানুষ অংশ নিয়েছে।'

বৃষ্টির ঘাটতি, আমন ধান চাষে জলসেচ ভরসা

চোপড়া, ১২ জুলাই : এলাকায় পর্যাপ্ত বৃষ্টি না হওয়ায় আমন ধান চাষ করার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়েছেন চোপড়া ব্লকের কৃষকরা। বীজতলা তৈরি হলেও চাষের জমি প্রস্তুত করা শুরু হয়নি। ফলে কৃষকদের মধ্যে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

দাসপাড়া ও ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অনেকে জলসেচের সাহায্যে আমন ধান চাষ করা শুরু করেছেন। এলাকার কৃষকরা জানিয়েছেন, বীজতলা শুকিয়ে নষ্ট হতে বসেছে। বাধ্য হয়ে সেচের মাধ্যমে ধান চাষ করতে হচ্ছে। এর আগে কোনও বছর এমন হয়নি। এক বিঘা জমিতে জলসেচ করে চাষ করার জন্য অতিরিক্ত প্রায় দুই হাজার টাকা খরচ হচ্ছে। বর্ষার মরশুম শুরু হলেও পর্যাপ্ত বৃষ্টির অভাবে সংকট তৈরি হয়েছে।

উত্তর দিনাজপুর কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ দেবাশিস মাহাতো বলেন, 'জেলাজুড়ে ৬৯ শতাংশ বৃষ্টির ঘাটতি রয়েছে। আগামী ৩ দিন হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।' কৃষকদের জলসেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে চাষ করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। মহকুমা কৃষি আধিকারিক মেহেফুজ আহমেদ বলেন, 'পর্যাপ্ত বৃষ্টি না হওয়ায় অনেকে জলসেচের সাহায্য নিয়েছেন। আশা করা যায় কয়েকদিন পর বৃষ্টির সমস্যা মিটে যাবে।'

দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কুলাগাঁও গ্রামের কৃষক কাইয়ুম আলম জানান, বৃষ্টির অভাবে তাঁর খেতের জমি শুকিয়ে গিয়েছে। ধানের চারা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কৃষক আশিরুল ইসলাম বলেন, 'টানা ৭ দিন ভারী বৃষ্টি হয়নি। ফলে অনেকে পাট কাটা শুরু করতে পারছেন না।'

জংলিবাবার পুজোর প্রস্তুতি

বাগডোগরা, ১২ জুলাই : বাগডোগরার জংলিবাবার মন্দিরে আগামী সোমবার থেকে শ্রাবণ মাসের পুজো শুরু হবে। মাসজুড়ে সোমবার করে এখানে অনেক ভক্তের ভিড় হয়। ভিড় নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি বন্যপ্রাণীর আক্রমণ থেকে ভক্তদের সুরক্ষিত রাখা বন বিভাগ, পুলিশ, ট্রাফিক পুলিশ এবং সামরিক বিভাগের কাছে একটি চ্যালেঞ্জ। পুজো নির্বিঘ্নে করার প্রস্তুতির জন্য সমস্ত আধিকারিককে নিয়ে শনিবার একটি বৈঠক ডাকা হয়েছিল। পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর এলাকা পরিদর্শন করেন।

বাগডোগরা বন বিভাগের রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়া বলেন, 'বনের মধ্যে সিসিটিভি ক্যামেরা বসিয়ে নজরদারি চালানো হবে। রাখা হবে দমকলের গাড়ি। থাকবে অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থাও। বাগডোগরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের তরফ থেকে করা হবে স্বাস্থ্য শিবির।' রেঞ্জ অফিসার আরও জানান, গত বছর প্রায় ৫০ হাজার ভক্তের সমাগম হয়েছিল। প্রস্তুতিতে কোনও ফাঁক রাখা হচ্ছে না বলেও রেঞ্জ অফিসার জানিয়েছেন।

এবছর বাগডোগরা-নকশালবাড়ি সড়কের পাশে মেলা হবে না। মেলা বসবে প্রবেশ গেটের পাশে। পুলিশ এবং বিভিন্ন রেঞ্জের ১২০ জন কর্মী টহল দেবেন। টোটো অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে ১০টি টোটো বিনা ভাড়ায় দেওয়া হবে। যাঁদের যাতায়াতের জন্য যানবাহন ভাড়া দেওয়ার সামর্থ্য নেই তাঁদের জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। মন্দির চত্বরে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবেন সামরিক বিভাগের জওয়ানরা।

চাষিদের পরামর্শ

চোপড়া, ১২ জুলাই : চোপড়া ব্লক কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে দাসপাড়ায় চা চাষিদের নিয়ে সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করা হল শনিবার। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ব্লক কৃষি আধিকারিক মৌমিতা বড়াই, মহকুমা কৃষি আধিকারিক মেহেফুজ আহমেদ প্রমুখ। মহকুমা কৃষি আধিকারিক জানালেন, রোগপোকার আক্রমণ চা চাষে মাথাব্যথার অন্যতম কারণ। সেই সমস্যা মেটানোর পাশাপাশি চা পর্ষদের তালিকা অনুযায়ী নিষিদ্ধ কীটনাশক যেন কেউ ব্যবহার না করেন, তার পরামর্শ দেওয়া হয় চাষিদের।

শতবর্ষে সিপিআই, পুরোনোদের সম্মান

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই : চলতি বছরের ২৬ ডিসেম্বর শতবর্ষ পূর্ণ করতে করতে চলেছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই)। এই মাইলফলকের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে দার্জিলিং জেলায় সংগঠনের বিস্তারে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাঁদের স্মরণের উদ্যোগ নিল সিপিআইয়ের জেলা নেতৃত্ব। এমনকি পার্টি ভাগের পর যাঁরা সিপিএমে চলে গিয়েছিলেন, তাঁদেরও স্মরণ করা হবে।

সিপিআইয়ের দার্জিলিং জেলা সহ সম্পাদক পার্থ মৈত্র বলেন, '১৯৬৪ সালে পার্টি ভাগের আগে জেলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে যে ৩২ জন দিনরাত এক করে আন্দোলনে শামিল ছিলেন, তাঁদের সম্মান জানানো হবে।'

এদিকে, রবিবার মিত্র সম্মিলনী হলে সিপিআইয়ের ২৬তম দার্জিলিং জেলা সম্মেলনে যোগ দেবেন কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা। উপস্থিত থাকবেন প্রশান্ত বক্সী, মোহনসিং রাই, ল্যাডলী রায়, সৌমেন নাগের মতো পোড়খাওয়া কমিউনিস্টরা। তাঁদের 'লাইফটাইম রেভলিউশনারি গ্রিটিংস' সম্মান দেওয়া হবে। এছাড়া মরণোত্তর সম্মান নিতে দিল্লি, কলকাতা, গ্যাংটক, কালিম্পং থেকে আসবেন প্রয়াত অনেক কমিউনিস্টের পরিবারের সদস্য।

জেলায় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা বলতে আজও সুশীল চট্টোপাধ্যায়, রতনলাল ব্রাহ্মণ, ডাঃ রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়, চারু মজুমদার, আনন্দ পাঠক, এসপি লেপচার নাম উঠে আসে। তাঁরা কেউই জীবিত নেই। কিন্তু তাঁদের আন্দোলন আজও স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। তাঁদের অবদানকে স্মরণ করা হবে সিপিআইয়ের জেলা সম্মেলনে। পার্টির দুই নেতৃত্ব এবি বর্ধন ও ইলা মিত্র'র স্মরণ তোরণ তৈরি করা হবে।

১৯৬৪ সালে পার্টি ভাগের পর সিপিআই থেকে সিপিএমে যোগ দিয়েছিলেন আনন্দ পাঠক, এসপি লেপচা, বীরেন বসু, গৌর চক্রবর্তী, অনিল সাহার মতো নেতারা। আবার নকশাল আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন সৌরেন বসু, চারু মজুমদার, কানু সান্যাল, জঙ্গল সাঁওতালরা। শতবর্ষপূর্তির সম্মেলনে কোনও ভেদাভেদ না রেখে জেলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের কান্ডারিদের অবদানকে তুলে ধরবে সিপিআইয়ের জেলা নেতৃত্ব। এর পাশাপাশি সারাবছর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধুলো আয়োজন করা হবে বলে জেলা সম্পাদক অনিমেষ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান। সম্মেলনের প্রস্তুতিতে এখন ব্যস্ত জ্যোতি দে সরকার, লছমি মাহাতো, প্রদীপ দে প্রমুখ।

টিটকিরির জেরে উধাও তরুণ

লক আপে ঠাঁই হল প্রতিবেশীর

শমিদীপ দত্ত

ছবি : এআই

শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই : কথায় আছে অন্যের ব্যাপারে বেশি নাক গলাতে নেই। সেই নাক গলানোর ফল যে কী হয়, সেটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন রাজ মহম্মদ। প্রতিবেশী তরুণ বিশালকুমার যাদব বেশ কিছুদিন ধরেই সেনাবাহিনীতে যোগদানের জন্য পরীক্ষা দিচ্ছেন। তাতে সফল না হওয়ায় নাকি মাঝেমধ্যেই তাঁকে টিটকিরি দিতেন রাজ। তবে সেই টিটকিরির জন্য যে তাঁকে পুলিশ লক আপে ঢুকতে হবে, সেটা ভাবতে পারেননি রাজ।

ঘটনার সূত্রপাত বৃহস্পতিবার বিকেলে। অন্যদিনের মতোই ওইদিন বিকেলে নিবেদিতা রোডের স্থানীয় একটি লাইব্রেরিতে বই পড়ার জন্য বের হন বিশাল। রাত হয়ে গেলেও তিনি বাড়ি না ফেরায় চিন্তা বাড়তে থাকে পরিবারের। ফোন করলেও কোনও সাড়া না মেলায় পরিবারের সদস্যরা প্রধাননগর থানার দ্বারস্থ হন। প্রধাননগর থানার পুলিশ এরপর ওই লাইব্রেরির সামনে বিশালের বাইকটি পায়। লাইব্রেরিতে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে, বিশাল সেদিন আর লাইব্রেরিতে ঢোকেননি।

বাইকটি দেখার সময় সামনে একটি ব্যাগ নজরে পড়ে পুলিশের। সেই ব্যাগ খুলতেই একটি কাগজ ও বিশালের মোবাইল নজরে আসে পুলিশের। পুলিশ সূত্রে খবর, হিন্দি ভাষায় সেই কাগজে লেখা ছিল, 'হম আর্মি বনকে লওটেঙ্গে, নেহি তো মর জায়েঙ্গে।' সেখানে হিন্দিতে রাজকে দুষে আরও লেখা ছিল, সেনাবাহিনীর চাকরির পরীক্ষা দিয়ে বারবার বিফল হওয়ায় রাজ তাঁকে টিটকিরি দিতেন। সেই অপমান সহ্য করতে না পারায় তাঁর এই সিদ্ধান্ত। সিসিটিভিতেও পুলিশ দেখতে পায়, বাইক স্ট্যান্ড করে হাতে আরেকটি ব্যাগ নিয়ে বিশাল একটি টোটোয় করে কোথাও চলে যাচ্ছেন। প্রধাননগর থানার পুলিশ বিশালের পরিবারের সঙ্গে কথা বলতেই পরিবারের সদস্যরাও রাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, রাজ প্রায়ই তাঁদের ছেলেকে টিটকিরি দিতেন। এমনকি বৃহস্পতিবার বিকেলেও বাইক বের করার সময় নাকি রাজের সঙ্গে বিশালের ঝগড়া হয়েছিল। শুক্রবার পরিবারের সদস্যরা বিশাল নিরুদ্দেশ হওয়ার পেছনে রাজকে দায়ী করে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে রাজকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ঠাঁই হয় প্রধাননগর থানার লক আপে।

শনিবার সকালে রাজকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলার জন্য জোরকদমে প্রস্তুতির মাঝেই তদন্তকারী পুলিশকর্তার মোবাইল বেজে ওঠে। ফোন ধরতেই ওই পার থেকে বিশালের পরিবার জানায়, ছেলে বাড়ি ফিরে এসেছে। তড়িঘড়ি বিশালের বাড়ি যায় পুলিশ। বিশাল জানান, 'আউট অফ ডিসট্র্যাকশন'-এর কারণে তিনি ঘুরতে চলে গিয়েছিলেন। নোটিশ দিয়ে লক আপ থেকে বের করা হয় রাজকে। অভিযোগও তুলে নেয় বিশালের পরিবার।

লক আপ থেকে বেরোনোর পরই কান্নায় ভেঙে পড়েন রাজ। রাজের কথায়, 'আর কোনওদিন কারও সঙ্গে কোনও মজা বা টিটকিরি করব না। আমার বড় ভুল হয়ে গিয়েছে।' প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার বলেন, 'বিশাল কোথায় গিয়েছিলেন, সে ব্যাপারে তদন্ত করা হচ্ছে।'

কেরলের ধাঁচে ক্লাসরুম বার্লো স্কুলে

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১২ জুলাই : এখন থেকে সবাই বসবে ফার্স্ট বেঞ্চে। আর কোনও পড়ুয়া থাকবে না পিছনের সারিতে। কেউ আর অবহেলিত নয়। শনিবার থেকে মালদা শহরের শতাব্দীপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী বার্লো বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হয়ে গেল 'নো ওয়ান ব্যাকবেঞ্চার্স' পড়াশোনার ব্যবস্থা।

সবাই ফার্স্ট বেঞ্চে, কীভাবে সম্ভব? প্রশ্নের উত্তরে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা দীপশ্রী মজুমদার বললেন, 'এই বিষয়টি আমাদের ডিআই স্যারের মস্তিষ্কপ্রসূত। আসলে কেরলের স্কুলগুলিতে ক্লাসে বসার চিরকালীন ব্যবস্থাটাই পালটে দেওয়া হয়েছে। সেভাবেই আমরা কেরলের পথ অনুসরণ করতে চলেছি।' ব্যাকবেঞ্চার্স বলতে ঠিক কী বোঝায়? প্রশ্নের উত্তরে ডিআই বাণীব্রত দাস বলেন, 'সাধারণত শ্রেণিকক্ষে পরপর বেঞ্চগুলি বসানো থাকে। ফলে কাউকে না কাউকে পিছনের দিকে বসতেই হয়। তাই পিছনের সারিতে বসা পড়ুয়ারা অনেকসময় পড়াশোনা বুঝতে পারে না। আবার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পিছনের বেঞ্চে বসা পড়ুয়াদেরও নজরে রাখা সম্ভব হয় না। তাই এখন থেকে ক্লাসরুমে বেঞ্চ সাজানো হবে ইংরেজি ইউ-এর মতো করে। আর তাতেই সবাই বসবে সামনের বেঞ্চে। সব পড়ুয়াকে নজরে রাখতে পারবেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা।' তিনি আরও বলেন, ''মালদায় এই প্রথম 'নো ওয়ান ব্যাকবেঞ্চার্স' পদ্ধতিতে পড়ানো শুরু হল। আগামীতে আরও কয়েকটি স্কুলে এই পদ্ধতিতে পড়াশোনা শুরু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।''

ক্লাসরুমে বেঞ্চ এখন থেকে সাজানো হবে ইংরেজি 'ইউ'-এর মতো করে।

স্কুলের শিক্ষিকারা জানাচ্ছেন, শ্রেণিকক্ষের বসার এই নয়া ব্যবস্থাটি প্রথম দেখানো হয় একটি মালয়ালম চলচ্চিত্রে। বিনেশ বিশ্বনাথ পরিচালিত 'স্থানার্থী শ্রীকুত্তান' সিনেমায় প্রথম এই পদ্ধতিতে ক্লাসরুমে বসার ব্যবস্থা দেখানো হয়েছিল। এই সিনেমায় চারজন অবাধ্য ছাত্রের কথা তুলে ধরা হয়েছিল। তাদের পড়াশোনায় মন ফিরিয়ে আনতে 'নো ওয়ান ব্যাকবেঞ্চার্স' পদ্ধতি চালু করা হয়। ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে দেশের নানা সিনেমা হলে ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল। এরপরেই পদ্ধতিটি বেছে নিয়ে কেরলের বিভিন্ন স্কুলে শুরু হয় 'নো ওয়ান ব্যাকবেঞ্চার্স' পদ্ধতিতে পঠনপাঠন।

কেমন লাগল নতুন পদ্ধতিতে পড়াশোনা করতে? প্রশ্নের উত্তরে সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়া আরুশি মালির উত্তর, 'খুব ভালো। দিদিমণিদের সব কথা স্পষ্ট শুনতে পেয়েছি। এতদিন যারা পিছনের বেঞ্চে বসত, তারা কিন্তু সব শুনতে পেত না। তাই ক্লাসের পড়া বুঝতে অসুবিধা হত। এখন পড়া বুঝতে অনেকটাই সুবিধা হবে।'

আরেক পড়ুয়া কৃর্তিকা মণ্ডলের কথায়, 'নো ওয়ান ব্যাকবেঞ্চার্স পদ্ধতিতে পড়াশোনা হলে কোনও সহপাঠী আর মানসিক হীনম্মন্যতায় ভুগবে না। এ যেন, এক 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে', ব্যাপার।'

হিমন্তের বক্তব্যে নয়া জটে উত্তম

দিনহাটা, ১২ জুলাই : অনুপ্রবেশকারী ইস্যুতে নতুন জট। পশ্চিমবঙ্গের নয়, দিনহাটার উত্তমকুমার ব্রজবাসী আসলে গুয়াহাটির রিহাবাড়ির বাসিন্দা। সাংবাদিক বৈঠকে একথা জানিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। কয়েকদিন আগেই রাজ্য বিজেপি উত্তমকে অভয় দিয়ে জানিয়েছিল, তাঁর কোনও ভয় নেই। রাজবংশীদের ছাড় দেওয়া হচ্ছে এনআরসি-তে। হিমন্তের কথায় স্পষ্ট, অসম সরকার উত্তমের বিরুদ্ধে আইনি পথেই যাচ্ছে।

শুক্রবার তাঁর প্রশাসনিক ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে হিমন্ত বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার উত্তমকে নিয়ে যে জলঘোলা করছে, তা ঠিক নয়। তিনি কাগজে-কলমে অসমের বাসিন্দা। তাই তাঁকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। বৈঠকে অসম সরকারের কোচ-রাজবংশী সম্প্রদায়ের সমস্ত মামলা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গও উঠে আসে। হিমন্তের কথায়, উত্তমকুমার ব্রজবাসীর আইনজীবী অসমের ফরেনার্স ট্রাইবিউনালে ভূমিপুত্রের কোনও নথি জমা করতে পারেননি। তাই তাঁকে ভূমিপুত্র বলে গ্রাহ্য করা যাচ্ছে না।

এই কথা শোনার পরেই ক্ষোভ উগরে দেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী

> অসম সরকার বুঝতে পেরেছে তারা বড় একটা ভুল করেছে। আর সেকারণেই দোষ ঢাকার চেষ্টা করছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী।
>
> **উদয়ন গুহ** উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী

উদয়ন গুহ। তিনি এদিন এক অনুষ্ঠানে এসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'অসম সরকার বুঝতে পেরেছে তারা বড় একটা ভুল করেছে। আর সেকারণেই দোষ ঢাকার চেষ্টা করছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী।' তবে বিজেপির উত্তমকে দেওয়া অভয় প্রসঙ্গে বিজেপির জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসুর কথায়, 'এখন এনআরসি নেই, তা সিএএ হয়ে গিয়েছে। যতদূর জানি উত্তম অসমে দীর্ঘদিন থেকেছেন। সেই কারণেই ওই নোটিশ এসেছে। তবে তিনি যেহেতু ভূমিপুত্র, তাই তাঁর কাগজপত্র জমা দিয়ে দিলে কিছুই হবে না। এটি একটি আইনি প্রক্রিয়া, তাই আইনিভাবেই এর সমাধান করতে হবে। তবে তৃণমূল এনিয়ে অহেতুক রাজনীতি করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে।'

এদিন উত্তমের আইনজীবী অপূর্ব সিনহাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তিনি উত্তমের জাতিগত শংসাপত্রের কোনও নথি অসমের ফরেনার্স ট্রাইবিউনালে জমা করেছেন কি না? অপূর্ব জানান, দীর্ঘদিন হল উত্তমের সঙ্গে তাঁর কোনও যোগাযোগ নেই। তিনি কেসটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান কি না, তা নিয়েও কিছু জানাননি। এমনকি ফোন করা হলেও উত্তর পাওয়া যায়নি।

আহমেদাবাদ কাণ্ডের প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ

জ্বালানি সুইচ বন্ধেই দুর্ঘটনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই : জ্বালানি সুইচ ভুলবশত বন্ধ করার জন্যই কি আহমেদাবাদে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল এয়ার ইন্ডিয়ার এআই ১৭১ ড্রিমলাইনার বিমানটি? এয়ারক্র্যাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (এএআইবি)-র প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্টে তেমনই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। ১২ জুন আহমেদাবাদ থেকে লন্ডনের গ্যাটউইকগামী এআই ১৭১ উড়ানটি আকাশে ওড়ার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ভেঙে পড়ে। তাতে ওই বিমানের যাত্রী, পাইলট সহ মোট ২৬০ জন প্রাণ হারান। সম্প্রতি এএআইবি-র প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্টটি কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রককে জমা পড়ে। দুর্ঘটনার ১ মাস পর শুক্রবার গভীর রাতে সেই রিপোর্টটি প্রকাশ্যে আনা হয়। তাতে বলা হয়েছে, এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের কাছে মে-ডে কল আসার ১৩ সেকেন্ড আগে এআই ১৭১ উড়ানের জ্বালানি সুইচ দুটি কাট অফ (জ্বালানি বন্ধ) থেকে রান (জ্বালানি চালু) মোডে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল।

তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, আকাশের ওড়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বিমানের দুটি ইঞ্জিনের জ্বালানি সুইচ দুটি রান থেকে কাট অফ করে দেওয়া হয়েছিল। জ্বালানি না পেয়ে বিমানের দুটি ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যায়। লন্ডন যাবে বলে ওই উড়ানে জ্বালানিও ভর্তি ছিল। দুর্ঘটনার মুহূর্তে বিমানের ককপিটে পাইলটদের মধ্যে কী কথাবার্তা হয়েছিল তা ১৫ পাতার তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। তখন একজন পাইলট অন্যজনকে প্রশ্ন করেন, 'জ্বালানি বন্ধ করে দিলেন কেন?' জবাবে অপর জন বলেন, 'আমি কিছু করিনি।' এরপরই জ্বালানি সুইচ দুটি কাট অফ থেকে রান মোডে ফেরানো হয়। কিন্তু তাতে বিপদ সামাল দেওয়া সম্ভব হয়নি। অভিশপ্ত বিমানের ক্যাপ্টেন ছিলেন সুমিত সাভারওয়াল। মোট ১৫৬৩৮ ঘণ্টা বিমান ওড়ানোর অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর। কো-পাইলট ছিলেন ক্লাইভ কুন্দর। তাঁরও মোট ৩৪০৩ ঘণ্টা বিমান ওড়ানোর অভিজ্ঞতা ছিল।

তবে পাইলটদের ভুল নাকি বোয়িং বিমানের যান্ত্রিক ত্রুটি, প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট দেখে কোনও সিদ্ধান্তই নিতে চায়নি কেন্দ্র। অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী রামমোহন নাইডু বলেন, 'অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক রিপোর্টটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে দেখছে। এখনই কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন না। চূড়ান্ত রিপোর্ট আসার পরই আমরা পাকাপাকিভাবে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারব।' পাইলটদের ওপর সরকারের আস্থা অটুট বলে জানিয়ে নাইডু বলেন, 'পাইলট এবং ক্রু সদস্যের নিরিখে সারাবিশ্বের মধ্যে সবথেকে দক্ষ কর্মী আমাদের হাতে রয়েছে। পাইলট এবং ক্রু সদস্যরা বিমান শিল্পের মেরুদণ্ড।'

প্রাথমিক তদন্তে যেভাবে পাইলটদের গাফিলতির দিকে আঙুল তোলা হয়েছে, তাতে আপত্তি জানিয়েছে বিমান চালকদের সংগঠন এয়ারলাইন পাইলটস অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া। এএআইবি-র রিপোর্টটিকে খারিজ করে স্বচ্ছ এবং তথ্যভিত্তিক অনুসন্ধানের দাবি তুলেছে তারা। সংগঠনের সভাপতি স্যাম থমাস এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'তদন্তের সুর এবং দিশা থেকে পাইলটদের গাফিলতির দিকে পক্ষপাতদুষ্ট মনোভাবের পরিচয় মিলেছে।' তদন্তে সবরকমের সাহায্য করা হবে বলে জানিয়েছেন এয়ার ইন্ডিয়া এবং বোয়িং কর্তৃপক্ষ।

এই পরিস্থিতিতে বোয়িং ৭৩৭ বিমানের জ্বালানি সুইচ নিয়ে মার্কিন ফেডারেল অ্যাভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) ২০১৮ সালে যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল তা নিয়ে ফের চর্চা শুরু হয়েছে। ২০১৮ সালে এফএএ তাদের স্পেশাল এয়ারওয়ার্দিনেস ইনফর্মেশন বুলেটিনে বলেছিল, কিছু বোয়িং ৭৩৭ বিমানে লকিং ফিচার নিষ্ক্রিয় রেখেই জ্বালানি সুইচ লাগানো হয়েছিল। এমনটা বিপজ্জনক বলেও জানানো হয়েছিল। তবে এফএএ স্রেফ তাদের আশঙ্কার কথা বলেছিল রিপোর্টে। অসুরক্ষিত বলা হয়নি। তাই কোনওপ্রকার পদক্ষেপও করা হয়নি।

> অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক রিপোর্টটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে দেখছে। এখনই কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন না। চূড়ান্ত রিপোর্ট আসার পরই আমরা পাকাপাকিভাবে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারব।
>
> **রামমোহন নাইডু**
> **অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী**

গ্রেপ্তার হিন্দু নিগ্রহ বিরোধী অর্থনীতিবিদ

ভিন্নমত দমনে আগ্রাসী জামায়াতে

ঢাকা, ১২ জুলাই : গ্রেপ্তার হলেন বাংলাদেশের প্রথম সারির অর্থনীতিবিদ আবুল বারকাত। শুক্রবার গভীর রাতে ধানমণ্ডির বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা শাখা। বারকাতের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়েছে। রাতভর তল্লাশির নামে প্রবীণ অধ্যাপকের বাড়িটি কার্যত তছনছ করেছে পুলিশ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪০ বছর শিক্ষকতা করা বারকাত শেখ হাসিনা সরকারের আমলে কিছুদিন জনতা ব্যাংকের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। পড়াশোনায় ডুবে থাকা এবং রাজনীতি থেকে শতহস্ত দূরের একজন মানুষকে গ্রেপ্তারির ঘটনা বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ, উদারপন্থী এবং বুদ্ধিজীবী মহলে আতঙ্ক তৈরি করেছে। গোটা ঘটনার পিছনে জামাত-ই-ইসলামির ছায়া স্পষ্ট বলে মনে করছেন বারকাতের ঘনিষ্ঠরা। তবে গ্রেপ্তারির ভয়ে কেউই সামনে আসতে চাইছেন না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের পর্যবেক্ষণ, 'আওয়ামী লিগের পতনের পর শুধু রাজনীতিতে নয়, বাংলাদেশের সমাজ এবং সংস্কৃতির ওপর দীর্ঘমেয়াদি নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার চেষ্টা করছে জামায়াতে। এজন্য তারা মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার এবং এনসিপিকে মুখোশের মতো ব্যবহার করছে।'

ওই অধ্যাপক জানান, ইউনূস সরকারের বিভিন্ন স্তরে এবং আদালতগুলিতে জামায়াতেপন্থীদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম হয়েছে। এক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে বৃহত্তর রাজনৈতিক দল বিএনপিকে টেক্কা দিয়েছে তারা। মাঠ-ময়দানের রাজনীতিতে তুলনায় কম সক্রিয় জামায়াতে নেতারা

গরম গরম বক্তৃতা দেওয়ার চেয়ে সংগঠনকে শক্তিশালী করাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। ইতিমধ্যে অধিকাংশ সংসদীয় আসনে প্রার্থীদের নাম চূড়ান্ত করে ফেলেছে জামায়াতে। তাদের পরবর্তী লক্ষ্য ঢাকা সহ বড় শহরগুলিতে সক্রিয় সংখ্যালঘু অধিকার নিয়ে কাজ করা মানবাধিকার কর্মী, সাংস্কৃতিক কর্মী, উদারপন্থী বুদ্ধিজীবীদের নিশানা করা। কোথাও এনসিপি সমর্থিত ছাত্র-জনতাকে দিয়ে মব তৈরি করে হামলা চালানো হচ্ছে, কোথাও আবার মিথ্যা মামলায় নাম জড়িয়ে চলছে গ্রেপ্তারি। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন বিরুদ্ধ স্বর দমন করা হচ্ছে। তেমনই ভবিষ্যতে কেউ যাতে টিম ইউনূস, জামায়াতে বা হাসিনা বিরোধী ছাত্র নেতাদের অনৈতিক কাজ-কর্ম নিয়ে প্রশ্ন না তোলে কৌশলে সেই বার্তাও ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

গত ৫ অগাস্টের কয়েক শো শিক্ষক, অধ্যাপক, সাংবাদিক, আইনজীবী, মানবাধিকার কর্মীকে 'পতিত স্বৈরাচারের দোসর' তকমা দিয়ে হাজতে পুরেছে অন্তর্বর্তী সরকার। সেই তালিকায় সাম্প্রতিক সংযোজন আবুল বারকাত। দীর্ঘদিন ধরে সংখ্যালঘুদের অধিকার নিয়ে সরব ছিলেন তিনি। বাংলাদেশে হিন্দুদের মানবাধিকার এবং অস্তিত্বের সংকট নিয়ে খোলাখুলি উদ্বেগ প্রকাশ করতেন বারকাত। ৩০ বছর পর বাংলাদেশে কোনও হিন্দুকে খুঁজে পাওয়া যাবে না বলেও জানিয়েছিলেন তিনি।

তাঁর গ্রেপ্তারি নিয়ে ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের (ডিবি) যুগ্ম কমিশনার মহম্মদ নাসিরুল ইসলাম বলেছেন, 'এননটেক্স গ্রুপের নামে ২৯৭ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে গত ২০ ফেব্রুয়ারি আবুল বারকাত সহ ২৩ জনের নামে মামলা করেছে বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশন।'

'নিয়ম ভাঙলে দেশে ফেরত'

নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটন, ১২ জুলাই : বিদেশে নিয়ম নাস্তি প্রবাদ আর যেখানেই চলুক আমেরিকায় চলবে না!

শনিবার এক বিবৃতিতে ভারতের মার্কিন দূতাবাস স্পষ্ট করে জানিয়েছে, কোনও ভিসাধারী আমেরিকার আইন বা ইমিগ্রেশন (অভিবাসন) নীতি ভাঙলে তাঁর ভিসা বাতিল করে দেশে ফেরত পাঠানো হবে।

দূতাবাস তাদের এক্স পোস্টে বলেছে, 'ভিসা দেওয়ার পরেই যাচাই প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যায় না। নিয়মিত ভিসাধারীদের কার্যকলাপ খতিয়ে দেখা হয়। আইন বা অভিবাসন নিয়ম না মানলে ভিসা বাতিল ও দেশছাড়া করা হবে।'

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি যে 'ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল'-এ সই করেছেন, তার আওতায় ২০২৬ সাল থেকে প্রায় সব ধরনের

ভিসা খরচ বাড়ল

অ-অভিবাসী ভিসার জন্য নতুন 'ভিসা ইন্টিগ্রিটি ফি' বা নিরাপত্তা ফি যোগ হতে যাচ্ছে।

এই ফি হবে ২৫০ ডলার, যা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২১,৪০০ টাকা। ফলে ভারত থেকে যাঁরা আমেরিকায় ঘুরতে, পড়তে বা কাজ করতে যেতে চান, তাঁদের ভিসার খরচ অনেকটাই বেড়ে যাবে।

এখন যে পর্যটক ভিসা (বি-১ এবং বি-২) নিতে প্রায় ১৬ হাজার টাকা লাগে, নতুন ফি যুক্ত হলে তা ৪০ হাজার টাকার বেশি হতে পারে। এই ফি পর্যটক ও ব্যবসায়িক ভিসা (বি-১/বি-২), পড়ুয়া ভিসা, কাজের ভিসা (এইচ-১বি) এবং এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের ভিসা (জে)-য় প্রযোজ্য হবে। শুধু ছাড় পাবে কূটনৈতিক ভিসা (এ, জি)। ২০২৬ সাল থেকে এই নতুন ফি কার্যকর হবে। প্রতিবছর এই ফি মুদ্রাস্ফীতি (সিপিআই) অনুযায়ী সংশোধিতও হবে।

পথের ক্লান্তি ভুলে... বালতালের পথে অমরনাথ পুণ্যার্থীরা। শনিবার।

বিচার ব্যবস্থায় উদ্বেগ প্রধান বিচারপতির

হায়দরাবাদ, ১২ জুলাই : বিচারব্যবস্থার হালচাল নিয়ে খুশি নন দেশের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই। ভারতীয় আইনব্যবস্থার খোলনলচে বদলের প্রয়োজন রয়েছে বলে শনিবার এক অনুষ্ঠানে মন্তব্য করেছেন তিনি। বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে বিলম্বিত বিচার নিয়েও উদ্বেগ ঝরে পড়ে তাঁর গলায়।

শনিবার হায়দরাবাদে নালসার আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করছিলেন প্রধান বিচারপতি গাভাই। সেখানে তিনি বলেন, 'আমাদের দেশের আইনব্যবস্থাকে ঠিকঠাক করা ভীষণ জরুরি।' তবে দেশের সহ নাগরিকরা মিলে এই সমস্যা কাটিয়ে উঠবেন বলেও আশাবাদী তিনি। বিনা বিচারে বন্দিদের দুর্দশার কথা মনে করিয়ে দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বলেন, 'আমাদের দেশ এবং আইনব্যবস্থা এক অনন্য চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে। কখনও

কখনও বিচার প্রক্রিয়া শেষ করে মামলার নিষ্পত্তি করতে কয়েক দশক দেরি হয়ে যায়। আমরা এমন ঘটনাও দেখেছি, যেখানে বছরের পর বছর ধরে বিচারাধীন অবস্থায় জেলবন্দি থাকার পর কেউ নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছেন।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের সমাবর্তনে প্রধান বিচারপতি গাভাই এ-ও বলেন, দেশের সেরা প্রতিভারা এই সমস্যা সমাধানের জন্য সাহায্য করতে পারবেন বলে তাঁর আশা রয়েছে। উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়ার ক্ষেত্রেও পরিবারের ওপর আর্থিক চাপ না দেওয়ার জন্য পড়ুয়াদের তিনি পরামর্শ দেন। তিনি বলেন নিজেদের যোগ্যতায় বৃত্তি পেয়ে বিদেশে পড়তে যাওয়া উচিত।

ওই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পিএস নরসিংহ এবং তেলেঙ্গানা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালও উপস্থিত ছিলেন।

গত মে মাসে সুপ্রিম কোর্টের ৫২ তম প্রধান বিচারপতি হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন গাভাই। তারপর থেকে আদালতের বাইরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁর মন্তব্য নিয়ে আলোচনা হয়েছে। গণতন্ত্রের তিনটি স্তম্ভ— আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ এবং বিচার বিভাগের মধ্যে কোনটি সকলের ওপরে, সেই বিতর্কের মাঝেও তিনি নিজের অবস্থান বুঝিয়ে দিতে দ্বিধা করেননি।

রাহুলের নামে অশালীন কথা

সোনভদ্র (উত্তরপ্রদেশ), ১২ জুলাই : কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে হোয়াটসঅ্যাপে আপত্তিকর পোস্ট করার অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের সোনভদ্র জেলায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত তরুণের নাম অজয় কুমার চৌরাসিয়া (২৭)। তিনি অনপারা বাজার এলাকার বাসিন্দা।

রেনুসাগর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ রাজেশ কুমার সিং জানিয়েছেন, অজয় চৌরাসিয়া তাঁর হোয়াটসঅ্যাপ স্টেটাসে রাহুল গান্ধির একটি আপত্তিকর ছবি এবং অশ্লীল মন্তব্য লিখেছিলেন। কংগ্রেস নেতা মৃদুল মিশ্রর অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার প্রাসঙ্গিক ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় গ্রেপ্তারও করা হয়েছে অভিযুক্তকে।

পরকীয়ার জেরে বিমানে বোমাতঙ্ক

ঢাকা, ১২ জুলাই : ছেলের পরকীয়া ঠেকাতে বিমানে বোমাতঙ্ক ছড়ালেন মা। ঘরে স্ত্রীকে রেখে বান্ধবীকে নিয়ে বিমান বাংলাদেশের উড়ানে কাঠমান্ডু যাচ্ছিলেন ছেলে। সেকথা জানতে পেরে ঢাকা বিমানবন্দরের এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলে ফোন করে ছেলের মা বোমাতঙ্ক ছড়ান বলে জানিয়েছে র‍্যাব। এই ঘটনায় মা রাশেদা বেগম, ছেলে ইমন, ছেলের স্ত্রী তাহমিনা ও বন্ধু ইমরানকে আটক করা হয়েছে। র‍্যাবের ডিজি একেএম শহিদুর রহমান জানান, বিমানটি ১৪২ যাত্রী ও ৭ জন কর্মীকে নিয়ে কাঠমান্ডু যাচ্ছিল। বিমানে বিস্ফোরক থাকার খবর পেয়ে যাত্রা স্থগিত রেখে চার ঘণ্টা ধরে তল্লাশি চালানো হয়। কিছু মেলেনি। আতঙ্ক ছড়ানোর অভিযোগে রাতভর অভিযান চালিয়ে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

রাধিকার বাবার কথায় অসংগতি

চণ্ডীগড়, ১২ জুলাই : হরিয়ানার টেনিস খেলোয়াড় রাধিকা যাদবের খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছেন তাঁর বাবা দীপক যাদব। পুলিশের কাছে তিনি দাবি করেছেন, মেয়ের টাকায় তাঁর সংসার চলে বলে পরিচিতরা তাঁকে নিয়মিত কটাক্ষ করতেন। সেই রাগের বশে মেয়েকে খুন করেছেন। যদিও দীপকের আর্থিক অবস্থা নিয়ে অন্য দাবি করেছেন প্রতিবেশীরা। তাঁদের দাবি, দীপকের মাসিক আয় প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা। পুলিশ সূত্রে খবর, জেরায় দীপকের বক্তব্যে একাধিক অসংগতি লক্ষ্য করা গিয়েছে। দীপক জানিয়েছেন, মেয়ের মিউজিক ভিডিও তৈরি তিনি মেনে নিতে পারেননি। সোশ্যাল মিডিয়ায় রাধিকার বিচরণ নিয়েও তাঁর প্রবল আপত্তি ছিল। খুনের ঘটনার আগের ১৫ দিন তিনি ভালো করে ঘুমোতে পারেননি। রাধিকাকে টেনিস খেলা শেখাতে আড়াই কোটি টাকা খরচ করেছিলেন দীপক। রাধিকা যে তাঁকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করতেন পুলিশের কাছে সেকথা স্বীকার করেছেন ঘাতক বাবা। সূত্রটি জানিয়েছে, দীপক বলেছেন, 'রাধিকা বলত, বাবা তুমি আমার পিছনে আড়াই কোটি টাকা খরচ করেছ। আমি সেই টাকা নষ্ট হতে দেব না। আমি টেনিসের অভিজ্ঞতা দিয়ে তরুণ খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ দেব।' সেই চেষ্টাই রাধিকার কাল হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে ইঙ্গিত।

মারাঠা স্থাপত্যের ইউনেসকো-স্বীকৃতি

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই : ভারতের মুকুটে নতুন পালক। এবার ইউনেসকোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তালিকায় যুক্ত হল মারাঠা শাসকদের সামরিক অবস্থানগুলি। শুক্রবার প্যারিসে ইউনেসকোর বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটির বৈঠকে এব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বলে সংগঠনটি জানিয়েছে। এক্স হ্যান্ডেলে তারা লিখেছে, 'অসাধারণ সব দুর্গ এবং সামরিক পরিকাঠামো তৈরি করেছিলেন মারাঠা শাসকরা। মারাঠাদের সামরিক স্থাপনাগুলি শুক্রবার ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে।' দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় অবস্থিত মারাঠাদের দুর্গগুলি কৌশলগত প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার প্রতিফলন বলে রাষ্ট্রসংঘের অধীনস্থ সংগঠনটির তরফে জানানো হয়েছে। সংস্কৃতি মন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে, 'ভারতের মারাঠা সামরিক অবস্থানগুলি ইউনেসকোর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এটি এই তালিকায় ভারতের ৪৪তম সংযোজন।'

দিল্লিতে বাড়ি ভেঙে মৃত ২

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই : আবার বাড়ি ভেঙে পড়ল দিল্লিতে। রাজধানীর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ওয়েলকাম এলাকায় শনিবার সকাল ৭টা নাগাদ একটি তিনতলা বাড়ি হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। এই দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত অন্তত দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে আটজনকে উদ্ধার করা হয়েছে।

উদ্ধার হওয়া মানুষদের মধ্যে রয়েছেন চারজন পুরুষ ও তিনজন মহিলা ছাড়াও আহমদ নামে ১৪ মাসের এক শিশু। প্রাপ্তবয়স্কদের

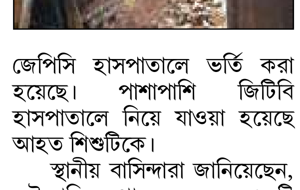

জেপিসি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পাশাপাশি জিটিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আহত শিশুটিকে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ওই বাড়িতে প্রায় ১০ জনের একটি পরিবার থাকত। স্থানীয় মহিলা আসমা বলেন, 'সকাল ৭টার সময় আমি হঠাৎ বিকট আওয়াজ শুনে দেখি ধুলোয় চারদিক অন্ধকার। তখন নীচে নেমে দেখি পাশের বাড়িটা একেবারে ধসে গিয়েছে।'

দিল্লি ফায়ার সার্ভিসের প্রধান অতুল গর্গ জানিয়েছেন, সিলমপুরের ইদগাহ রোডের কাছে জনতা কলোনির ৫ নম্বর গলিতে একটি বাড়ি ভেঙে পড়েছে। দমকলের সাতটি ইঞ্জিন এবং একাধিক দল উদ্ধারকাজে অংশ নিয়েছে। স্থানীয়রাই প্রথমে উদ্ধার কাজে হাত লাগান।

শুভাংশুর অপেক্ষায়

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই : নভশ্চর শুভাংশু শুক্লার অপেক্ষায় এখন ভারত। মহাকাশ থেকে তিনি ফিরবেন ১৫ জুলাই। পৃথিবীতে ফেরার পর তাঁকে রাখা হবে সাতদিনের 'পুনর্বাসন প্রক্রিয়া'য়। ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলে স্প্ল্যাশডাউনের (সমুদ্রে অবতরণ) পরই এই শিবির শুরু হবে।

ইসরো জানিয়েছে, ১৪ জুলাই ভারতীয় সময় বিকাল ৪টে ৩৫

মিনিটে আইএসএস থেকে পৃথিবীর উদ্দেশে রওনা দেবেন শুভাংশুরা। এরপর ক্রু ড্রাগন স্পেসক্রাফট কিছু গুরুত্বপূর্ণ কক্ষপথ ঘুরে ১৫ জুলাই দুপুর ৩টেয় ক্যালিফোর্নিয়া উপকূলে নামবে।

ইসরো-র মতে, স্প্ল্যাশডাউনের পর 'গগনযাত্রী' শুভাংশুকে পৃথিবীর অভিকর্ষে ফের মানিয়ে নিতে ফ্লাইট সার্জনের তত্ত্বাবধানে ৭ দিনের পুনর্বাসন শিবিরে অংশ নিতে হবে। ইসরো জানিয়েছে, 'আমাদের ফ্লাইট সার্জনরা শুভাংশু শুক্লার স্বাস্থ্য ও মানসিক অবস্থার ওপর নজর রাখছেন। তিনি সুস্থ ও খোশমেজাজেই আছেন।'

হিমন্তের মন্তব্যে প্রতিবাদ তৃণমূলের

গুয়াহাটি ও কলকাতা, ১২ জুলাই : ভারতে কি বাঙালি বলে আর কেউ থাকবেন না? বাংলা ভাষায় কথা বললেই কি ভারতীয়দের বাংলাদেশি হিসেবে দেগে দেওয়া হবে? অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার এরকম কথায় রে রে করে উঠেছে তৃণমূল। দলের অভিযোগ, বিজেপি সর্বত্র বাঙালিদের ঘৃণা করে।

সম্প্রতি হিমন্ত বলেন, 'জনগণনার সময় যদি কেউ অসমিয়ার বদলে বাংলাকে মাতৃভাষা বলেন, তাহলে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী খুঁজতে সরকারের সুবিধাই হবে।'

হিমন্তের মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় দিয়েছে তৃণমূল সামাজিক মাধ্যমে লিখেছে, 'প্রথমে অসম সরকার একজন বৈধ নাগরিককে এনআরসি নোটিশ পাঠায়, যিনি ৫০ বছরেরও বেশি কোচবিহারে বাস করছেন। সেই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হলে এখন অসমের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, জনগণনার পত্রে মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা লেখা দেখলেই অসমে বিদেশিদের সংখ্যা বোঝা যাবে। এই বিদ্বেষের উৎস কোথায়? কেন এত ঘৃণা বাঙালি ও বাংলা ভাষার প্রতি?'

দলের সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষের বক্তব্য, 'এসব কী চলছে? একটা বাঙালিবিরোধী, বাংলাবিরোধী দল বিজেপি। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা নয়? পশ্চিমবঙ্গবাসী, ভারতবাসী নই?' উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, 'এতদিন বাঙালি মুসলিমদের ওপর আক্রমণ করা হচ্ছে। বাংলার বাইরে যাঁরা বাংলায় কথা বলছেন তাঁদের বাংলাদেশি বলে পুশব্যাক করার চেষ্টা করা হচ্ছিল। এবার উত্তমকুমার ব্রজবাসীর ঘটনায় দেখলাম হিন্দু বা রাজবংশীরাও এদের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছেন না।'

অসমের এবিএমএসইউ নেতা মইনুদ্দিন আলি সম্প্রতি বলেছিলেন, 'জনগণনার সময় আমরা মাতৃভাষা হিসেবে অসমিয়া লিখব না।' জবাবে হিমন্ত হুঁশিয়ারি দেন, 'এটা হলে আমাদের সুবিধাই হবে। তিনি সাফ বলেন, 'সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একটা অংশ আমাদের ব্ল্যাকমেল করছে। যদি তাঁরা বাংলায় কথা বলেন তাহলে কেন মিথ্যা তথ্য দিচ্ছেন?'

বিশ্বে সবচেয়ে দ্রুত বাড়ছে মুসলিম সংখ্যা

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই : পিউ রিসার্চ সেন্টারের সাম্প্রতিক সমীক্ষায় উঠে এসেছে যে, ২০১০ থেকে ২০২০- এই দশ বছরে ইসলাম ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা বেড়েছে ৩৪ কোটি ৭০ লক্ষ। তবে এই বৃদ্ধি ধর্মান্তরণের কারণে নয় বলে সমীক্ষায় মত প্রকাশ করা হয়েছে। স্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলেই এই রিপোর্ট বলে দাবি করা হয়েছে।

'২০১০ থেকে ২০২০: বিশ্ব ধর্মীয় চিত্রে পরিবর্তন' শীর্ষক এই সমীক্ষা অনুযায়ী, বর্তমানে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ২৫.৬ শতাংশ হলেন মুসলিম। ২০১০ সালে এই হার ছিল ২৩.৯ শতাংশ। মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ হিসেবে গবেষকরা তুলনামূলক কম গড় বয়সে বিয়ে ও উচ্চ জন্মহারকে দায়ী করেছেন। অন্যদিকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ধর্ম হলেও এর খ্রিষ্টধর্মবলম্বীদের বৃদ্ধির হার সামান্য কমেছে। কেবল ইসলাম নয়, নাস্তিকদের সংখ্যাও গত একদশকে বেড়েছে। সমীক্ষায় বলা হয়েছে, বিশ্বের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় গোষ্ঠী খ্রিস্টানদের অনুপাত উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। ২০১০ সালে বিশ্ব জনসংখ্যার ৩০.৬ শতাংশ ছিল খ্রিস্টান, যা একদশকে ২৮.৮ শতাংশে নেমে এসেছে। খ্রিস্টধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত কিংবা ধর্মহীন হয়ে যাওয়ার প্রবণতাই এই হ্রাসের মূল কারণ।

পিউ'-এর সমীক্ষা অনুযায়ী, হিন্দু ধর্মাবলম্বীরাও বৈশ্বিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেড়েছে। ২০২০ সালে হিন্দুদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১২০ কোটি, যার ৯৫ শতাংশই ভারতে। এদেশে হিন্দুদের অনুপাত ২০১০ সালে ৮০ শতাংশ থেকে ২০২০ সালে নেমে এসেছে ৭৯ শতাংশে। একই সময়ে মুসলিম জনসংখ্যার অনুপাত ১৪.৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৫.২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

গবেষণায় আরও বলা হয়েছে, মুসলিম ও হিন্দু—এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেই শিশুদের অনুপাত বেশি। ২০১০ সালের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বের মুসলিমদের মধ্যে ১৫ বছরের কম বয়সিদের অনুপাত ছিল ৩৫ শতাংশ এবং হিন্দুদের মধ্যে ৩১ শতাংশ।

পিউ-এর সমীক্ষা অনুযায়ী, মুসলিম ও হিন্দু—উভয় সম্প্রদায়েই ধর্ম পরিবর্তনের হার অত্যন্ত কম। প্রতি একশোজন মুসলিম বা হিন্দু প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে গড়ে একজন জন্মগত ধর্ম ছেড়েছেন। আবার প্রায় সমান সংখ্যক মানুষ অন্য কোনও ধর্ম থেকে ইসলাম বা হিন্দুধর্মে এসেছেন।

'২০১০ থেকে ২০২০: সমগ্র বিশ্বে ধর্মীয় জনসংখ্যার চালচিত্র বদল' শীর্ষক পিউ-এর প্রতিবেদন বলছে, মুসলিমদের পাশাপাশি 'নো রিলিজিয়ন' বা 'ধর্মনিরপেক্ষ' মানুষের (নন্স) সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। এই শ্রেণির মানুষ ২৭ কোটি বেড়ে এখন প্রায় ১৯০ কোটি হয়েছে। ফলে বৈশ্বিক জনসংখ্যায় এদের অনুপাত এক শতাংশেরও বেশি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৪.২ শতাংশে।

মার্কিন গবেষণা সংস্থার সমীক্ষা

- ২০১০-'২০ মুসলিম জনসংখ্যা বেড়েছে ৩৪ কোটি ৭০ লক্ষ
- বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ২৫.৬ শতাংশ মুসলিম
- ২০১০ সালে বিশ্ব জনসংখ্যার ৩০.৬ শতাংশ ছিল খ্রিস্টান, যা এক দশকে কমে ২৮.৮ শতাংশে নেমে এসেছে
- ২০২০ সালে হিন্দুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১২০ কোটি, যার ৯৫ শতাংশই ভারতে
- 'নো রিলিজিয়ন' বা 'ধর্মনিরপেক্ষ' মানুষের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। এই শ্রেণির মানুষ ২৭ কোটি বেড়ে এখন প্রায় ১৯০ কোটি হয়েছে

মোদের গরব
মোদের আশা

‘আমার ছেলের বাংলাটা ঠিক আসে না’

ভাষা দিবস সেই কবে পেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু বাঙালির অন্যতম প্রিয় অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের ‘কল্যাণে’ মাতৃভাষাকে নিয়ে আমাদের আবেগ আবারও জোর চর্চায়। অভিনেতা ঠিক কোন প্রেক্ষিতে এমন একটি ঘটনা ঘটিয়ে ফেললেন তা নিয়ে পক্ষে বা বিপক্ষে বহু মতবাদ থাকতে পারে, কিন্তু এটা নিয়ে দ্বিমত নেই যে আমাদের প্রিয় মাতৃভাষাকে কেন্দ্র করে আমরা নিজেরাই সমস্ত আবেগ হারিয়ে ফেলছি। ঠিক কী কী কারণে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তা নিয়ে তিনজন কলম ধরলেন আজকের উত্তর সম্পাদকীয়তে।

অলকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার অন্নদাশঙ্কর রায়কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘আপনি অন্যান্য প্রদেশ ছেড়ে বাংলাকে কেন কর্মস্থল হিসেবে বেছে নিলেন?’ অন্নদাশঙ্করের উত্তর ছিল, ‘আমি শুধু বাংলার প্রতি নিবেদিতপ্রাণ।’ পরে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘আমি বলতে চেয়েছিলাম, তোমার (রবীন্দ্রনাথ) মতো কেউ বাংলায় থাকলে আমি কেন অন্য কোথাও যাব।’ অন্নদাশঙ্কর বিয়ে করেছিলেন মার্কিন বংশোদ্ভূত অ্যালিস ভার্জিনিয়া অনফোর্ডকে। বিদেশিনী হয়েও তিনি বাংলা ভাষা শিখেছিলেন অধ্যাপক মুহাম্মদ মনসুরউদ্দিনের কাছে। পরে লীলা রায় নামে প্রচুর বাংলা বই ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন তিনি। বাংলা ভাষাকে সারাবিশ্বে কী চোখে দেখা হত, আর এখন কী দুরবস্থা, বোঝাতেই এই কাহিনী।

আজ সর্বত্র অবহেলিত হতে হতে মরণদশা বাংলা ভাষার। চাকরির বাজারে দাম নেই, ব্যবসা-বাণিজ্যের বিলে ব্যবহার নেই, বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রেও ব্যবহার হিন্দি-ইংরেজির তুলনায় অনেকটাই কম। সর্বোপরি ধনী-নির্ধন অধিকাংশ পরিবারই সন্তানকে ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে ভর্তির পক্ষপাতী। আশির দশকে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার যখন প্রাথমিকে ইংরেজি তুলে দিল, তখন থেকে পাড়ায়-পাড়ায় ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠে অজস্র ইংরেজিমাধ্যম স্কুল। উচ্চাকাঙ্ক্ষী নিম্নবিত্ত পরিবারও এইসব স্কুলে সন্তানকে ভর্তি করে। এত বঞ্চনা-অবজ্ঞা-অসম্মানের পরেও বাংলা ভাষা যে পুরোপুরি দেহ রাখেনি, এটাই বিস্ময়ের।

কিন্তু হঠাৎ করে বাংলা ভাষার ভূত-ভবিষ্যৎ নিয়ে কেন এত চর্চা? সম্প্রতি তাঁরই একটি হিন্দি ছবির ট্রেলার মুক্তির অনুষ্ঠানে বাংলার সুপারস্টার প্রসেনজিতের মন্তব্যকে কেন্দ্র করে সমালোচনার ঝড় বয়ে গিয়েছে। পরে অবশ্য তিনি পুরো ঘটনার জন্য ক্ষমা চেয়েছেন। সেদিন এক সাংবাদিক বাংলায় প্রশ্ন করলে প্রসেনজিৎ তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, বাংলায় প্রশ্ন করার কী আছে। আশির দশকের শুরু থেকে বাংলা সিনেমার সুখ-দুঃখের সঙ্গে যিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন, তাঁর মুখে এহেন মন্তব্যে চতুর্দিকে নিন্দা। কেউ কেউ বলছেন, বলিউডের পরিচালকদের নজরে পড়তেই হয়তো তিনি বাংলা না-বলে হিন্দি-ইংরেজিতে উত্তর দিতে চেয়েছিলেন। বুম্বাদা নিজেই ভুল বোঝাবুঝির জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন। বলেছেন, যেহেতু উপস্থিত অধিকাংশ সাংবাদিক বাংলা বুঝতে পারবেন না, সেই কারণেই বাংলা এড়াতে চেয়েছিলেন। বাংলা ভাষাকে অপমান করতে তিনি চাননি। নিজের ভাবমূর্তি ফেরাতে প্রসেনজিৎ যে ব্যাখ্যাই দিন, বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট জলঘোলা হয়েছে। সেটা হওয়াই স্বাভাবিক। অস্বীকার করার উপায় নেই, এখন বহু বাঙালিরই জনসমক্ষে বাংলা বলতে অস্বস্তি হয়। দক্ষিণ ভারতের অভিনেতা-শিল্পীরা কিন্তু এর উলটোটাই করেন। কমল হাসান, রজনীকান্ত, জুনিয়ার এনটিআর- কেউই সাংবাদিক সম্মেলনে মাতৃভাষা ছাড়া কথা বলেন না। একটা বিষয় পরিষ্কার, ‘আত্মঘাতী বাঙালি’ নিজের মাতৃভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্বও ঘাড় থেকে নামাতে চায়। নীরদ সি চৌধুরীর ব্যঙ্গাত্মক কথাকেই যেন সত্যি করে তুলছে। ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি/ আমি কি ভুলিতে পারি’। মাতৃভাষা দিবস একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে অতীতে বাঙালির মধ্যে যে আবেগ ছিল, আজ দুই বাংলাতেই তা গুরুত্ব এবং জৌলুস হারিয়েছে। বাংলা ভাষার স্বীকৃতি আদায়ের জন্যই ভাষা আন্দোলন। শহিদ হয়েছিলেন কত মানুষ। আমরা যেন সেই ভাষারই অন্তর্জলি যাত্রার ব্যবস্থা করছি। শুধু এই বাংলাতেই নয়, ওপার বাংলাতেও বাংলা ভাষার আজ ঘোর দুর্দিন।

অথচ এটা তো হওয়ারই কথা ছিল না। বিশ্বে ২৮ কোটি বাংলাভাষীর মধ্যে ১৬ কোটি বাংলাদেশে, আর পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, অসম মিলে ১২ কোটি। যে কোনও ভাষা বেঁচে থাকে, তার ব্যবহারে, চর্চায়। গবেষকদের দাবি, প্রতি দু’সপ্তাহে একটি ভাষার মৃত্যু হয়। ভারতের ৭০০ ভাষা কমতে কমতে এখন একশোয় ঠেকেছে। ব্যবহার নেই বলেই সংস্কৃত ভাষার অস্তিত্ব আজ শুধুই সরকারের খাতায়-কলমে। বাংলাও সেই পথেই এগোচ্ছে, যদিও ইদানীং সমাজমাধ্যমে বাংলায় লেখালেখির প্রবণতা বাড়ছে। বাংলা ভাষার আকাশ তারকাখচিত। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক, শরদিন্দু, বুদ্ধদেব বসু, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, শীর্ষেন্দু, সমরেশ বসু, মহাশ্বেতা, নীরেন্দ্রনাথ, সুনীল, সমরেশ মজুমদার, বুদ্ধদেব গুহ, শক্তি, দেবেশ রায়, জয় গোস্বামী, তিলোত্তমা প্রমুখ। এই তালিকা হিমশৈলের চূড়ামাত্র। কোনও বাঙালি কিশোর বা কিশোরী একটাও কবিতা লেখেনি, একদিন ভাবাই যেত না। এখন সেসবই অতীত।

পুরো দায়টা জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হলে অবশ্য অন্যায় হবে। রাস্তাঘাটে, দোকানে, হোটেল-রেস্তোরাঁ সর্বত্র সাইনবোর্ডে ইংরেজি-হিন্দিরই প্রাধান্য। বাংলা সাইনবোর্ড আতশকাচ দিয়ে খুঁজে দেখতে হবে। বহু বছর আগে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং আরও বেশ কিছু কবি-সাহিত্যিক ধর্মতলায় ইংরেজি-হিন্দি সাইনবোর্ড হটিয়ে বাংলা সাইনবোর্ডের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছিলেন। তবে সেই আন্দোলন ততটা সাড়া ফেলতে পারেনি। আন্দোলনে সাহিত্যিক সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ও ছিলেন। সন্দীপনের লেখায় মেলে তার বর্ণনা, জনা চল্লিশ-পঞ্চাশ কবি-সাহিত্যিকের মিছিল কেসি দাশ মিষ্টির দোকান থেকে শুরু হয়ে ধর্মতলাটা এক চক্কর দিয়ে গ্র্যান্ড হোটেলের সামনে এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে হোটেল-ম্যানেজার গোছের একজন বেরিয়ে এসে সুনীলকে বলেন, বলুন, আপনার জন্য কী করতে পারি। সুনীল বাইরে ইংরেজিতে গ্র্যান্ড হোটেল মুছে বাংলায় লেখার অনুরোধ করলেন। এবং হোটেল কর্তৃপক্ষ পরদিনই বাংলায় লেখা সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দেন। এটাও অপ্রত্যাশিত। সুনীল সম্পর্কে সন্দীপনের চমৎকার একটি মন্তব্য আছে, ‘সব রাজনৈতিক দলের মিছিল শেষই হয় ধর্মতলায় এসে। আর সুনীল মিছিল শুরুই করল ধর্মতলা থেকে।’ এখন কলকাতা সহ বহু পুরসভা থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে সাইনবোর্ডে বাংলা লেখা বাধ্যতামূলক করেছে। নজরদারির অভাবে সর্বত্র তা কার্যকর করা যায়নি।

বাংলা ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রে আগে বাংলাদেশের যে চেষ্টা-যত্ন ছিল, দুর্ভাগ্যের বিষয়, বর্তমানে ওপার বাংলাতেও সেই উদ্যম দেখা দায়। আশ্চর্যের বিষয়, বিশ্বের বহু দেশে এই ভাষার এখনও যথেষ্ট কদর। ইউরোপের সাত-আটটি টিভি চ্যানেলে বাংলায় খবর চালু আছে। কানাডায় ইংরেজির মাধ্যমে বাংলা শেখানো হয়। বাংলা ভাষার চর্চা হয় সিঙ্গাপুর, জাপান, মালয়েশিয়া সহ বহু দেশে। অথচ এই বাংলার মানুষের কোনও হেলদোল নেই। যুগ যুগ ধরে ভারতে আসা বিদেশিদের মধ্যে বাংলা শেখার আগ্রহ লক্ষণীয়। এই প্রসঙ্গে বিবিসি রেডিওর নয়াদিল্লি ব্যুরোর প্রাক্তন প্রধান মার্ক টুলির একটি ঘটনা বলাই যায়। বহু বছর আগের কথা। কলকাতায় এক আলোচনা সভায় বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙালি ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি মার্ক টুলিও এসেছেন। উপস্থিত সকলেই বললেন ইংরেজিতে। টুলির পালা ছিল সকলের শেষে। বিবিসির কিংবদন্তি আগাগোড়া বাংলায় বলে গেলেন। বাকিদের মাথা হেঁট। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় প্রয়াত ভবানীপ্রসাদ মজুমদারের বিখ্যাত ছড়া, ‘...আমার ছেলের বাংলাটা ঠিক আসে না...’।

মাতৃভাষার প্রতি কুণ্ঠা থাকলে সংকট আসবেই

অভিজিৎ হালদার

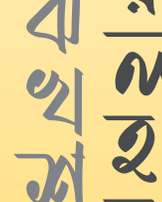

বাংলা সিনেমায় তাঁর অগণিত সংলাপ দর্শকদের মন জয় করেছে। কিন্তু হালের ‘হোয়াই ডু ইউ নিড টু টক ইন বেঙ্গলি?’ যেন আগের সবকিছুকে হেলায় ছাপিয়ে গিয়েছে। অচিরেই আলগা কথার ‘গুরুদণ্ড’ পেলেন অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। ক্ষমা চাইতেও বাধ্য হলেন।

বাংলায় প্রশ্ন শুনে একজন বাঙালি অভিনেতার ভ্রূ কুঁচকে এমন বেপরোয়া কথা বলবার প্রয়োজনটা কী? একটু পিছন ফিরে দেখা যাক। ১২৭৯ বঙ্গাব্দে ‘বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনা’-তে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন, ‘লেখাপড়ার কথা দূরে থাক্, এখন নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কাজই বাঙ্গালায় হয় না। বিদ্যালোচনা ইংরাজিতে। সাধারণের কাজ, মিটিং, লেক্‌চার, ইংরাজিতে। যদি উভয় পক্ষ ইংরাজি জানে, তবে কথোপকথনও ইংরাজিতেই হয়, কখনও ষোল আনা, কখন বার আনা ইংরাজি।’ বঙ্কিমের সময় থেকে আজ পর্যন্ত ‘প্রভুভাষা’-র প্রতিপত্তি সমানে বিদ্যমান। বাংলার ভৌগোলিক সীমার বাইরে যে বাংলায় কথা বলা যেতে পারে, তা ভাবনারও পার। প্রসেনজিৎ-ও সেই তথাকথিত ঐতিহ্যকেই পাথেয় করেছেন।

সংবিধানের অষ্টম তফশিল অনুযায়ী, ভারতীয় সংবিধানে অসমীয়া, বাংলা, হিন্দি, গুজরাটি সহ মোট ২২টি ভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। হিন্দির পাশাপাশি ইংরেজি ভাষা কিন্তু ‘দাপ্তরিক ভাষা’ হিসাবে কেবলমাত্র স্বীকৃত, সংবিধানের ভাষা তালিকাতে অন্তর্ভুক্ত নয়। ভারতীয় সংবিধানের ৩৪৩-নম্বর অনুচ্ছেদে স্পষ্ট যে, হিন্দি কেন্দ্রীয় সরকারের দাপ্তরিক ভাষা এবং ১৯৪৭ সালের পর ১৫ বছর দাপ্তরিক কাজে ইংরেজি ভাষার ব্যবহার চলবে।

১৯৬৩ সালে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে দাপ্তরিক ভাষা আইন পাশ হয়। যেখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে, যতদিন না আইন করে অন্য কোনও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, ততদিন ভারত সরকার দাপ্তরিক কাজে হিন্দির পাশাপাশি ইংরেজি ভাষার ব্যবহার চালিয়ে যাবে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ অনুযায়ী, ভারতের বহুত্বকে বাঁচানোর এবং প্রচার করার একরকম সূক্ষ্ম পথও নির্মাণ করা হবে।

গত বছর অসমীয়া, মারাঠি, পালি-র পাশাপাশি বাংলা ভাষাকেও ধ্রুপদি ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ধ্রুপদি ভাষা, অর্থাৎ; সময়ের কালস্রোতে ভেসে না যাওয়ার অঙ্গীকার যে ভাষায় রয়েছে, এবং যে ভাষা ইতিহাসের অচিরে গাঁথা— সেই ভাষাই তো ধ্রুপদি তকমা পাওয়ার দাবিদার। তার পরেও একজন বাঙালি বাংলা ভাষার প্রতি কুণ্ঠাবোধ লুকাবে কোথায়? ভাষার সংকট তো আদতে সভ্যতা হারানোর নামান্তর।

পরিশেষে বলা যায়, মাতৃভাষার পাশাপাশি অন্য ভাষা জানায় কোনও অন্যায় নেই। বহুভাষী হওয়ার অনেক সুবিধেও রয়েছে। তবে, স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ভাষার সঠিক ব্যবহার এবং মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা করাটা একজন দায়িত্বশীল নাগরিকের কর্তব্য বলেই মনে হয়।

প্রসেনজিৎ বাংলায় উত্তর দিলে কি খুব ক্ষতি হত? বরং যে মানুষটা বাংলা জানেন না, তাঁর বাংলা ভাষার প্রতি খানিকটা হলেও আকাঙ্ক্ষা বাড়ত নিশ্চিত। কিংবা তথাকথিত ভাষার প্রভুত্বের মাঝে বাঙালির সপাট ভাষাগত প্রতিরোধের আখ্যানও জোরালোভাবে স্পষ্ট হত।

(লেখক গবেষক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

গভীরে যাও, আরও গভীরে যাও...

শুভময় সরকার

সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ন্ত্রিত এই যাপনচিত্রে বড়-ছোট-মেজ-সেজ সব খবর মুহূর্তে ভাইরাল এবং সাময়িক চর্চার তুঙ্গে। পয়েন্ট-কাউন্টার পয়েন্টের ঝড়, তুমুল ‘ট্রোলিং’ এবং ‘কাউন্টার-ট্রোলিং’-এ আমরা হয়তো মূল বিষয় থেকে অনেকটাই দূরে সরে যাই। ধান ভানতে শিবের গীত ছেড়ে বরং প্রসঙ্গে ফেরা যাক।

অতি সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়া, সংবাদমাধ্যমে যা চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে, তার কেন্দ্রে বাংলা চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। তিনি কী কাণ্ড ঘটিয়েছেন তা আর নতুন করে বলার নেই। সবাই ইতিমধ্যেই তা জেনে গিয়েছেন। মহিলা সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে তাঁর পালটা প্রশ্ন ছিল, ‘হোয়াই ডু ইউ নিড টু টক ইন বেঙ্গলি?’ এনিয়ে বহু হইচই। তবে ঘটনা এখানেই শেষ নয়। মঞ্চে বসে থাকা বিখ্যাত সর্বভারতীয় অভিনেতা রাজকুমার রাও সেই সাংবাদিকের প্রশ্ন হিন্দিতে অনুবাদ করে মুহূর্তে সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন। বিব্রত প্রসেনজিৎ কাঁচা হিন্দিতে আলগা স্মার্টনেসে ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টা করলেন।

শুরুতেই বলেছি, আমাদের রাগ-ক্ষোভ-অভিমান-ভালোবাসা-বিপ্লব-প্রতিবাদ অনেকটাই সোশ্যাল মিডিয়াকেন্দ্রিক। অন্যায্য কিছু নয় কারণ একজন মানুষের ক্ষমতা খুবই সীমিত। এই সীমিত ক্ষমতায় সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করাটাই দস্তুর এবং সোশ্যাল মিডিয়া কতটা শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে পারে তার অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। আমরা ভুলে যাইনি ২০১১ সালের ‘অকুপাই ওয়ালস্ট্রিট মুভমেন্ট’ কিংবা হালের আরজি কর কাণ্ডে রাত দখলের লড়াইয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার ভূমিকা।

প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের এই ঘটনা আপাতভাবে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা মনে হলেও এর শিকড় অনেক গভীরে। কেবলমাত্র প্রসেনজিৎই নন, অনেকের এই ভাবনাটা রয়েছে যে বাংলার বাইরে গিয়ে বাংলা বললে সর্বভারতীয় তকমা পাওয়া যায় না। উলটো ছবিও আছে। শ্রেয়া ঘোষালের মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গায়িকা দিল্লির ইন্ডিয়া গেটের সামনে বিশাল এক মঞ্চে নির্দ্বিধায় গেয়ে ওঠেন ‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে...’! শ্রোতার আসনে তখন বসে রয়েছেন সর্বভারতীয় বহু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সামরিক বাহিনীর পদস্থ অফিসার, প্রাক্তন সেনাকর্তারা। শ্রেয়ার গান শুনে তাঁদের অনেকের চোখে জল। ইউটিউবে দেড় দশক আগের সেই ভিডিও আছে। সেখানে কমেন্ট বক্সে যাঁরা উচ্ছ্বসিত, তাঁরা প্রায় সবাই অবাঙালি। অরিজিৎ সিংও প্রায়শ বাংলা গান গেয়ে মঞ্চ মাতান। দক্ষিণী অভিনেতাদের কথা ছেড়েই দিলাম। নিজের ভাষার প্রতি অসম্মান মেনে নেওয়া বেশ কঠিন সংবেদনশীল মানুষের।

বিভিন্ন ভাষার সমন্বয়েই আমার দেশ ভারতবর্ষ এত বর্ণময় কিন্তু বহুত্বের অজুহাতে নিজের ভাষাকে অবহেলা আর যাই হোক প্রকৃত শিক্ষার লক্ষণ নয়। একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করেই এ লেখা শেষ করি বরং...! কিছুকাল আগে শহর শিলিগুড়ির সমস্ত দোকান, আউটলেট, ব্যবসাকেন্দ্রের সাইনবোর্ডে বাংলা আবশ্যিক করতে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। যে কোনও ভাষাতেই থাকুক সাইনবোর্ড কিন্তু বাংলা আবশ্যিক। শহরবাসীর দীর্ঘদিনের দাবিকে মর্যাদা দিয়েই এই বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছিল। দু-হাত তুলে সাধুবাদ জানান শহরের সব ভাষার মানুষ এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। ৩০ জুন অবধি সময় দেওয়া হয়েছিল। অবশ্যই কিছুটা বাস্তবায়িত হয়েছে, কিন্তু বেশিরভাগটাই হয়নি এবং এ প্রসঙ্গে অপ্রিয় কথাটাও বলা জরুরি, বাংলায় সাইনবোর্ড লেখায় সবচেয়ে অনাগ্রহী বাঙালি ব্যবসায়ীরাই, অন্তত আপাতভাবে যা চোখে পড়েছে।

সমস্যা কেবল প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় নন, তিনি হয়তো এটা করে ফেলেছেন কিন্তু অসুখ যে অনেক গভীরে সেটা বোঝা জরুরি...!

(লেখক সাহিত্যিক)

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar, Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

মৌমাছিরা মানুষের মুখ চিনতে পারে এবং দু'দিন পর্যন্ত সেই চেহারা তারা মনে রাখতে পারে।

আমার মতে মেরা গল্পের চরিত্র যাকে কখনও ভুলব না।

এই প্রসঙ্গ নিয়ে ১০ লাইনে তোমার কথা লিখতে হবে। সঙ্গে দিতে হবে তোমার ছবি, স্কুলের নাম, ক্লাস আর তোমার ফোন নম্বর। তারপর পাঠিয়ে দাও আমাদের কাছে। তোমার লেখা মনোনীত হলেই সেটা ছাপা হবে।

ছোটরা গল্প (অনধিক ৩০০ শব্দ), কবিতা, ছড়া ও ছবি পাঠাতে পারো। তোমাদের সৃষ্টি প্রকাশিত হবে এই পাতায়। লেখার সঙ্গে নাম, স্কুলের নাম, ক্লাস, ফোন নম্বর থাকতে হবে। শুধুমাত্র নিজের লেখা ও আঁকা ছবি পাঠাতে হবে।

লেখা ও ছবি হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে 8597258697 নম্বরে অথবা মেল করো ubssishukishor@gmail.com-এই ঠিকানায়

দাদু, নাতি ও হাতি

মৃত্যুঞ্জয় দেবনাথ

কথাটা শুনে দাদুর চোখ রসগোল্লা হয়ে গেল। বললেন, অ্যাঁ! হাতি দেখিসনি! কোনওদিনও না?

আমি পাগলা-হাতির মতো মাথা নাড়ি। না। কোনওদিনও না। কেবলমাত্র টিভিতে দেখেছি। আর এই বইয়ের পাতায়। হাতে ধরা বইটা দাদুর দিকে বাড়িয়ে ধরে বলি আমি।

এবারে বেহালার দাদু তাঁর চোখমুখের বিস্ময়ভাব মুছে মনমরা হয়ে তাকালেন। ইশ! এ যে ভয়ানক আফসোসের কথা দাদুভাই। ড্যাংড্যাং করে ক্লাস টুতে উঠে গেলি, বছর সাত-আট বয়েস হয়ে গেল; অদ্যাবধি একটি সত্যিকারের হাতি দেখিসনি- এ বড় লজ্জার কথা বটে।

তবে একটি কথা। আমি তর্জনী তুলে বলি। আমি কিন্তু হাতি সম্পর্কে অনেক কিছু জানি।

যেমন?

হাতিরা কেমন দেখতে, কোথায় থাকে, কী খায়, কত ওজন, ওদের মন-মর্জির খবরাখবর- সব।

দাদু শুনে মুচকি হেসে মাথা দোলালেন। তবে তো ক'টি প্রশ্ন শানাতে হয়, দাদুভাই। কি, রাজি?

বলো?

অমনি বেহালার দাদু একে-একে স্পিন-পেস-গুগলি বলের মতো হরেক প্রশ্ন ছুড়তে থাকলেন। বলো দেখি, হাতিরা কি সাঁতার কাটতে পারে?

পারে বৈকি। আমি ফট করে বলি। কেবল সাঁতারই নয়, জলে নেমে হাতিরা বেশ জোরেই ছুট দিতে ওস্তাদ। ঘণ্টায় অন্তত দু-আড়াই মাইল সাঁতার কাটা ওদের কাছে কিছু না।

দাদু মাথা ঝাঁকালেন। বেশ, বলো দেখি, হাতির শুঁড়ে কয়টি হাড় আছে?

আমি আঙুলের ইশারায় গোল্লা দেখিয়ে বলি, একটিও না দাদুমশাই। অনেকগুলো মাংসপেশি দিয়ে তৈরি ওদের শুঁড়।

বেশ, এবারে বলো, এক-একটি হাতি বেশিপক্ষে কত ওজনের হতে পারে?

প্রায় ন'হাজার কেজি পর্যন্ত।

কত খাবার খেতে পারে?

প্রায় দুশো কেজি।

বেহালার দাদু ভুরু কুঁচকে তাকালেন। বললেন, বেশ, লাস্ট কোয়েসচন। বলো তো, হাতির শরীরের কোন অঙ্গটি আগুনে পোড়ে না?

দাঁত। বলে বত্রিশপাটি বার করে হেসে উঠলাম আমি।

কিন্তু দাদু দু'ঠোঁট কুঁচকে মাথা দোলালেন। বললেন, বাট, দ্যাটস ভেরি ব্যাড। তুমি এখনও সত্যিকারের হাতি দ্যাখোনি। তবে চাও তো, আমি দেখাতে পারি তোমাকে হাতি।

সত্যি? আমার চোখে বিস্ময়।

তিন সত্যি।

চোখের সামনে সত্যিকারের হাতি দেখে তাজ্জব। মুখে আর কথা সরে না আমার। হাঁ হয়ে তাকিয়ে আছি তো আছিই। আমার দিকে নজর যেতে দাদু মশকরা করলেন, ওরে, হাঁ বোজ। মশা ঢুকে যাবে যে।

দাদু আমায় আসলে একটি সার্কাস দেখাতে নিয়ে এসেছেন। সার্কাসটি চলছে আজ সপ্তাখানেক ধরে। তাদের বাড়ির পাশের গদাইবুড়ি মাঠে। জোকারগুলির হাসি-মজার খেলা শেষ হতে একে-একে তিনটি হাতি এসে মঞ্চে উদয় হল। দুটি বড় হাতি, একটি ছোট। দেখেই বুঝেছি, বড় দুটি বাবা-মা। ছোটটি ওদের ছানা। কী মিষ্টি দেখতে তিনটি হাতিই। ততখানিই শান্ত।

আরও আশ্চর্যের কথা! বাধ্য ছাত্রের মতো লিকপিকে লোকটার সব কথা অক্ষরে-অক্ষরে পালন করছিল হাতি তিনটি। যেমন যেমন খেলা দেখাতে বলল, ঠিক তেমনই দেখাল। তিনজনে সার করে দাঁড়াল, প্রণাম করল, শুলো। যদিও সবচাইতে ভালো লাগল গণেশ ঠাকুরের পুজো দেওয়াটা। একটি গণেশের মূর্তি লোকটি সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছিল। চেয়ারে রেখে ও তিনটি হাতিকে নির্দেশ দিল গণেশজির পুজো দিতে। তাই করল ওরা। নারকেল ভাঙল, ধূপকাঠি জ্বালল, গঙ্গাজল ছেটাল, সাষ্টাঙ্গে প্রণামও।

কিন্তু হঠাৎই অঘটন ঘটল একটি।

হাতিগুলোকে নির্দেশ দিতে দিতে মাহুত লোকটা বেমক্কা একটি চেয়ারের পায়ে আটকে উলটে পড়ে গেল মঞ্চের নীচে। একেবারে চিতপটাং হয়ে যাকে বলে। কাণ্ড দেখে হাতিগুলি প্রথমে তাদের খেলা থামিয়ে চুপ। তারপর এগিয়ে গেল মাহুতের দিকে। শুঁড়ে জড়িয়ে তাকে মঞ্চের নীচ থেকে ওপরে তুলে আনল। বালতিতে রাখা জল টেনে শুঁড় দিয়ে ছড়িয়ে দিল লোকটির চোখেমুখে। ব্যথা-কষ্ট ভুলে সে আবার ফিট।

অভাবনীয় দৃশ্যটি দেখে আমার চোখ ছলছল। তুমুল হাততালিতে ভরে গেল গোটা সার্কাসমঞ্চ ততক্ষণে। আমিও তাদের সঙ্গে হাত মেলালাম।

ঘরে ফিরে দাদু বললেন, জানিস, বনাঞ্চলে কী হয় এদের নিয়ে?

কী হয়? আমি জিজ্ঞাসা করি।

নিষ্ঠুর-নির্দয় শিকারির দল ওদের নির্মমভাবে হত্যা করে। শুধুমাত্র ওদের দাঁত দুটির লোভে। ওটা খুবই মূল্যবান বস্তু কিনা। এক-একটি দাঁত প্রচুর টাকায় বিক্রি হয়। সব চোরাকারবারিদের কাজ।

বলো কী? আমি অবাক হয়ে বলি।

সত্যি দাদুভাই। তাই তো, মাঝেমধ্যেই দেখা যায় আমাদের উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চলগুলোতে, কী বিদেশের নানান অরণ্যে দাঁতহীন মৃত হাতিদের পড়ে থাকতে।

শুনে মনটা ভারী হয়ে উঠল আমার।

মনে মনে খেদ প্রকাশ করে বলি, যাহ! হাতিরা কত ভালো। কত মানবিক। আমরা তবে মানুষেরা জগতের শ্রেষ্ঠ প্রাণী হলাম কী করে!

আমাদের লেখালেখি

গরমের ছুটি

গরমের ছুটিটা যে অতি বড় দায়
ঘরে বসে একঘেয়ে দিন কেটে যায়।
আমাদের ফ্ল্যাট বাড়ি, আমি বড় একা
সহপাঠী কারও সাথে হয় না যে দেখা।
মা বাবা অফিসে যায়, ছুটি নেই তাই
আমি ঘরে কীভাবে যে সময় কাটাই!
কম্পিউটার, টিভি আর ভালো লাগে না
রাগ করে কাঁদি কত, কেউ ছুটে আসে না।
এরকম ছুটি আমি চাই না তো আর।
যেন, সপ্তাহে একাধিক আসে রবিবার।
মা বাবা থাকবে পাশে চব্বিশ ঘণ্টা
খেলা, মজা, বেড়ানোয় ভরে যাবে মনটা।

সৃজনী চৌধুরী
অমর জ্যোতি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, শিলিগুড়ি

তোত্তোচানের বন্ধুত্ব

আমি অনেক গল্পই পড়েছি। কিন্তু তার মধ্যে জাপানের তেৎসুকো কুরায়ানাগির লেখা 'তোত্তোচানের অ্যাডভেঞ্চার' গল্পের তোত্তোচান চরিত্রটি আমার মন ছুঁয়ে গিয়েছে। তোত্তোচানের বন্ধু ইয়াসুয়াকিচান পোলিও রোগে আক্রান্ত। তাদের স্কুলে সবার একটি করে গাছ আছে। কিন্তু ইয়াসুয়াকিচানের কোনও গাছও নেই। আর তার পক্ষে গাছে ওঠা সম্ভবও নয়। এই জন্য ইয়াসুয়াকিচান খুব অসহায় বোধ করে। কিন্তু তোত্তোচান চেয়েছিল সে ইয়াসুয়াকিচানকে গাছে ওঠাবে। সে ঠিক করেছিল গরমের ছুটিতে ইয়াসুয়াকিচানকে গাছে ওঠাবে। নানারকম প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবেলা করে সে ইয়াসুয়াকিচানকে গাছে উঠিয়েছিল। যে খুশি ইয়াসুয়াকিচান কোনওদিন পেত না সেই খুশি তোত্তোচান তাকে দিয়েছিল। ইয়াসুয়াকিচান অনুভব করেছিল আর পাঁচজনের মতো সেও অনেক কিছু করতে পারে।

স্বস্তিকা পাল
দেশবন্ধু বিদ্যাপীঠ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি

প্রিয় চরিত্র ফেলুদা

আমার জীবনে পড়া সেরা চরিত্র হল সত্যজিৎ রায় সৃষ্ট ফেলুদা। আমি পঞ্চম শ্রেণিতে থাকাকালীন লকডাউনের সময় প্রথমবার 'জয় বাবা ফেলুনাথ' পড়েছিলাম, সেই শুরু আজ পর্যন্ত প্রায় সব ফেলু রহস্যভেদের সঙ্গে আমি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। চরিত্রটি সম্পর্কে আমার মনে রাখার কারণ হল আমার সমগ্র ভারতবর্ষের অজানা তথ্য এবং ফেলুদার অসাধারণ বুদ্ধি যা প্রত্যেকটা রহস্যভেদে উন্মোচিত হয়, যা আমাকে এখনও মোহিত করে। কালজয়ী চরিত্রটি আমার মনের মণিকোঠায় চিরকাল অমর হয়ে থাকবে।

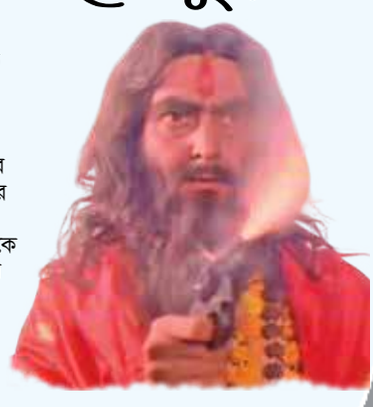

ধ্রুবজ্যোতি দত্ত
পুঁটিমারি সারদা বিদ্যামন্দির, জলপাইগুড়ি

মার্কিন রূপকথা

নেকড়ে ও মেয়েটি

সুব্রত চৌধুরী

কোনও এক গ্রামে এক ছোট্ট মেয়ে বাস করত। তাকে সবাই খুব আদর করত, বিশেষ করে তার ঠাম্মা। মেয়েটিও ঠাম্মা বলতে পাগল। গত বছর জন্মদিনে ঠাম্মা তাকে একটা লাল টুপি সহ গাউন উপহার দিয়েছিলেন। সেটা তার বেশ মনে ধরেছিল। ঘরের বাইরে গেলেই সে গাউনটা পরে যায়।

মেয়েটির ঠাম্মা তাদের গ্রাম থেকে দূরে বনের ভেতর একটা ছোট ঘরে একা থাকেন। তাঁর অসুস্থতার খবর পেয়ে সে ঠাম্মাকে দেখতে যেতে

চাইল। কিন্তু তার মা একা যেতে বারণ করলেন। যদি পথেঘাটে কোনও বিপদ আপদ হয়। কিন্তু সে মার বারণ না শুনেই ঠাম্মার জন্য কিছু শুকনো খাবার সঙ্গে নিয়ে ঠাম্মার বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিল।

বনের ভেতর বেশ কিছু দূর যাওয়ার পর এক নেকড়ের সঙ্গে দেখা হল। নেকড়ে তার কাছে কোথায় যাচ্ছে জানতে চাইলে মেয়েটি সব খুলে বলল। শুনে নেকড়ে বলল, 'আমি তো তাঁকে চিনি, আমিও যাব তোমার সঙ্গে। অসুখ বিসুখে সবার পাশে দাঁড়ানো তো কর্তব্য।' মেয়েটি ভাবল, নেকড়ে তার সঙ্গে গেলে তো ভালোই, পথেঘাটে বিপদ আপদ হলে নেকড়ে রক্ষা করতে পারবে। কিন্তু নেকড়ের মনের ভেতর যে অন্য মতলব ছিল তা মেয়েটি ঘুণাক্ষরেও টের পেল না।

ঠাম্মার বাড়ির কাছাকাছি আসতেই মেয়েটি নেকড়েকে বলল, 'ঠাম্মার জন্য আমি বনের ভেতর থেকে কিছু তাজা ফুল নিয়ে আসি। তুমি বড় গাছটার তলায় অপেক্ষা করো। মেয়েটি পথের বাঁকে মিলিয়ে যেতেই নেকড়ে তার অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ঠাম্মার বাড়ির পথে রওনা দিল।

ঠাম্মার বাড়ি পৌঁছে নেকড়ে মেয়েটির গলা নকল করে ঠাম্মাকে ডাকতে লাগল। ঠাম্মা দরজা খুলে দিতেই নেকড়ে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাকে মেরে গোগ্রাসে গিলে ফেলল। তারপর ঠাম্মার টুপি, গাউন পরে গায়ে কম্বল চাপিয়ে শুয়ে পড়ল।

বেশ কিছুক্ষণ পর মেয়েটি ঠাম্মার বাড়ি এসে দেখে বাড়ির সদর দরজা খোলা। সে ঠাম্মাকে ডাকল, কিন্তু

কোনও সাড়া পেল না। শেষে পা টিপে টিপে ঘরের ভেতর ঢুকে দেখল লাল কম্বল মুড়ি দিয়ে ঠাম্মা ঘুমোচ্ছে। সে কম্বলটি সরাতেই তার চোখ দুটো ছানাবড়া! সে অবাক বিস্ময়ে দেখল ঠাম্মার পরিবর্তে লম্বা কান, বড় বড় চোখ, লম্বা হাত ও বড় ভুঁড়িওয়ালা কেউ একজন ঘুমিয়ে আছে।

মেয়েটি ঘুমন্ত নেকড়েটিকে ধাক্কা দিতেই নেকড়েটি ঘুম থেকে জেগে উঠে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, দুজনের ধস্তাধস্তি ও শোরগোল শুনে ঠাম্মার বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়া এক শিকারি ঘরের ভেতর ঢুকে নেকড়েটিকে গুলি করে মেরে ফেলল। তারপর দুজন মিলে নেকড়ের ইয়া বড় ভুঁড়ি কেটে ঠাম্মাকে বের করে আনল।

কিছুক্ষণ পর ঠাম্মার জ্ঞান ফিরলে মেয়েটি খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠল এবং শিকারিকে ধন্যবাদ দিয়ে বলল, 'তুমি না এলে নেকড়েটা আমাকেও মেরে ফেলত।'

এই ঘটনার পর মেয়েটি পণ করল, মার কথা না শুনে সে একা আর কখনও ঘরের বাইরে যাবে না। সব সময় মার কথামতোই সে চলবে। আজ মার কথা শুনে একা ঠাম্মার বাড়ি না এলে এই বিপদ ঘটত না। বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ায় সে ঈশ্বরকে মনে মনে ধন্যবাদ জানাল।

বৃষ্টির ফেরিওয়ালা

সুশান্ত নন্দী

আমার কাছে বৃষ্টি আছে
বৃষ্টি নেবে নাকি?
বিনে পয়সায় সওদা করি
নেই কোথাও ফাঁকি।

ফেরিওয়ালা হাঁকেন রোজ
এ পাড়া ও পাড়া,
ঝোলায় আছে বীজের ভেতর
বৃষ্টি গাছের চারা।

হাঁক শুনে তার আসেন যাঁরা
দাঁড়ান তাঁদের ডেকে,
বিলিয়ে দেন গাছের বীজ
নিজের ঝোলা থেকে।

ছড়িয়ে দাও এসব বীজ
হবে সবুজ গাছ,
বৃষ্টি যদি লাগবে তবে
করবে এমন কাজ।

আসবে মেঘ বৃষ্টি নিয়ে
দিচ্ছি কথা আজ,
সাজবে যখন সব গাছেরা
সবুজেরই সাজ।

গাছ কাটা সব বন্ধ হলে
আসবে নাকো খরা,
একপশলা বৃষ্টি নিয়ে
হাসবে বসুন্ধরা।।

- হংসাকদুসি
- সাবনানজীব
- লবপৎলোধ
- নওলিয়পুন
- চিমচামখাখা
- শসিগীন্তবাদ্ধা

শব্দের অক্ষরগুলি উলটে-পালটে আছে। যেমন রমানন্দববি - এরকম কোনও কথা হয় না। আসল কথাটা হল বিমানবন্দর। তোমাদের কাজ হল এরকমভাবে সাজিয়ে অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরি করে আমাদের কাছে তাড়াতাড়ি পাঠানো। এর মধ্যে প্রথম তিনজন সঠিক উত্তরদাতার নাম আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

গত সংখ্যার উত্তর : পূর্ব মীমাংসা, প্রকৃতি বিরুদ্ধ, বাধ্যবাধকতা, বিষয়বাসনা, রাজদরবার, সজল নয়ন ও কাবুলিওয়ালা

আঁকিবুকি

সুতপা বর্মন, ষষ্ঠ শ্রেণি, দিনহাটা উচ্চবালিকা বিদ্যালয়

রাইমা সরকার, দশম শ্রেণি, শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুল

তীর্থদীপ মৈত্র, নবম শ্রেণি, নর্থ পয়েন্ট স্কুল, দার্জিলিং

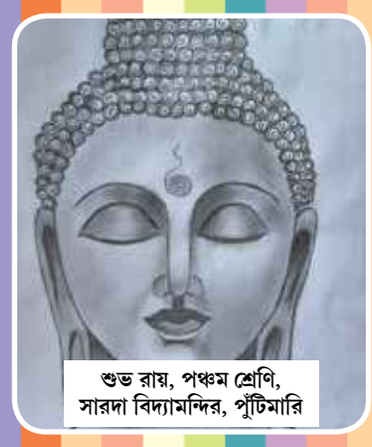

শুভ রায়, পঞ্চম শ্রেণি, সারদা বিদ্যামন্দির, পুঁটিমারি

সেরা ১০

চলতি বছরের গোড়ায় শেয়ার বাজারে যে অস্থিরতা ছিল তা এখন কমেছে। দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটিও সর্বকালীন সেরা উচ্চতার নয়া রেকর্ড গড়ার লক্ষ্যে দৌড় শুরু করেছে। ভারতীয় শেয়ার বাজারে তাই এখন লগ্নির বড় সুযোগ এসেছে। যাঁরা সেই সুযোগ নিতে চান তাঁদের জন্য এই প্রতিবেদনে থাকল এই মুহূর্তে অন্যতম সেরা লগ্নিরযোগ্য ১০টি সংস্থা। সংস্থাগুলি বিভিন্ন ক্ষেত্রের ব্যবসায় যুক্ত এবং এই সংস্থাগুলিতে লগ্নির সুপারিশ করেছে দেশের বিভিন্ন নামী ব্রোকারেজ সংস্থা। তবে মনে রাখতে হবে লগ্নির সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজের আর্থিক লক্ষ্য, ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা ইত্যাদি পর্যালোচনা করা একান্ত জরুরি। এর পাশাপাশি এককালীন একটি শেয়ারে লগ্নি না করে একাধিক শেয়ারে ধাপে ধাপে লগ্নি করলে ঝুঁকি কমবে, বাড়বে সাফল্যের সম্ভাবনা। লিখেছেন কিশলয় মণ্ডল।

আইনক্স উইন্ড লিমিটেড

সুপারিশ করেছে : মতিলাল অসওয়াল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (৭ জুলাই ২০২৫) ■ **বর্তমান মূল্য :** ১৮০ ■ **টার্গেট :** ২১০ ■ **সম্ভাব্য রিটার্ন :** ১৭ শতাংশ

উইন্ড এনার্জি ক্ষেত্রে এই সংস্থা দেশের মধ্যে অন্যতম সেরা। উইন্ড টারবাইন তৈরি, প্রকল্পের স্থাপনা, মেনটেন্যান্স ইত্যাদি পরিষেবা দেয়। কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্য, ২০৩০-এর মধ্যে ১০০ গিগাওয়াট উইন্ড এনার্জি উৎপাদন করা। যা এই সংস্থার ব্যবসা বৃদ্ধিতে সহায়ক হতে পারে। বর্তমানে আইনক্স উইন্ডের উৎপাদনক্ষমতা ২.৫ গিগাওয়াট। হাতে রয়েছে ৩.২ গিগাওয়াট উইন্ড এনার্জি উৎপাদনের বরাত। শাখা সংস্থা আইজিইএসএল এবং আইআরএসএল-এর হাতেও লক্ষণীয় বরাত রয়েছে। আগামী ৩ বছরে ৪৮ শতাংশ হারে আয় এবং ৩৮ শতাংশ সিএজিআরে মুনাফা বৃদ্ধি হতে পারে এই সংস্থার, জানিয়েছে মতিলাল অসওয়াল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস।

কোফর্জ

সুপারিশ করেছে : মতিলাল অসওয়াল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (৭ জুলাই ২০২৫) ■ **বর্তমান মূল্য :** ১৮৬৭ ■ **টার্গেট :** ২২০০ ■ **সম্ভাব্য রিটার্ন :** ১৮ শতাংশ

এই মুহূর্তে কোফর্জের হাতে রয়েছে ১৫০ কোটি মার্কিন ডলারের বরাত। যা বিগত বছরের তুলনায় প্রায় ৪৭ শতাংশ বেশি। ব্যাংকিং, ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস, ইনসুরেন্স, ট্রান্সপোর্টেশন ক্ষেত্রে সংস্থাটির প্রায় ২০ শতাংশ ব্যবসা বৃদ্ধি হয়েছে। ২০২৬-২৭-এর মধ্যে ২০০ কোটি ডলার আয়ের লক্ষ্যমাত্রা রেখেছে কোফর্জ। ১৬০ কোটি ডলারের সাবরে চুক্তি, সিগনিটি অধিগ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে সেই লক্ষ্যপূরণ হতে পারে। বিদেশি মুদ্রার সঙ্গে টাকার বিনিময়মূল্যও কোফর্জের মুনাফা বৃদ্ধির সহায়ক হতে পারে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের প্রথম কোয়ার্টারে ১৪ শতাংশ মুনাফা বৃদ্ধি হয়েছে সংস্থার যা ১৮ শতাংশ মুনাফা বৃদ্ধির লক্ষ্যপূরণের স্বপ্ন দেখাচ্ছে।

ফেডারেল ব্যাংক

সুপারিশ করেছে : মতিলাল অসওয়াল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (৩০ জুন, ২০২৫), এইচডিএফসি সিকিউরিটিজ (৪ নভেম্বর, ২০২৪) কোটাক সিকিউরিটিজ (১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫) ■ **বর্তমান মূল্য :** ২০৭ ■ **টার্গেট :** (মতিলাল অসওয়াল), ২৪০ (এইচডিএফসি সিকিউরিটিজ), ২২৫ (কোটাক সিকিউরিটিজ) ■ **সম্ভাব্য রিটার্ন :** ২০ শতাংশ (মতিলাল অসওয়াল),১৬ শতাংশ (এইচডিএফসি সিকিউরিটিজ), ৮ শতাংশ(কোটাক সিকিউরিটিজ)

ধারাবাহিকভাবে ব্যবসা বৃদ্ধি করছে এই বেসরকারি ব্যাংকটি। বিশেষত সম্পত্তি বন্ধক রেখে ঋণ (এলএপি), ব্যবহৃত বাণিজ্যিক গাড়ি, গোল্ড লোন, ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবসা বৃদ্ধি সংস্থার মুনাফা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। মতিলাল অসওয়াল...-এর অনুমান ২০২৭-২৮ অর্থবর্ষ পর্যন্ত ১৭ শতাংশ সিএজিআরে ঋণ দেওয়ার পরিমাণ বাড়তে পারে ফেডারেল ব্যাংকের। এর পাশাপাশি কারেন্ট অ্যাকাউন্ট সেভিংস অ্যাকাউন্ট, অনাবাসী ভারতীয়দের অংশগ্রহণ, শাখা বৃদ্ধির মাধ্যমে ১৫ শতাংশ সিএজিআরে ব্যবসা বৃদ্ধি করবে এই বেসরকারি ব্যাংক। বর্তমানে ব্যাংকটির জিএনপিএ (গ্রস ননপারফর্মিং অ্যাসেট) এবং এনএনপিএ (নেট ননপারফর্মিং অ্যাসেট) যথাক্রমে ১.৮৪ শতাংশ এবং ০.৪৪ শতাংশ। সংস্থার নয়া সিইও কেভিএস মানিয়ানের নেতৃত্বে সব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার পাশাপাশি ব্যবসায় প্রতিটি ক্ষেত্রকে দেশে-বিদেশে সমান গুরুত্ব দিচ্ছে এই ব্যাংক। এই ব্যাংকের লক্ষ্য হল, ২০২৭-২৮-এর মধ্যে আরওএ ১.৪ শতাংশ এবং আরওই ১৫.৬ শতাংশে পৌঁছে যাওয়া।

প্রিন্স পাইপস অ্যান্ড ফিটিংস

সুপারিশ করেছে : মতিলাল অসওয়াল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (৩০ জুন, ২০২৫) ■ **বর্তমান মূল্য :** ৩৬৭ ■ **টার্গেট :** ৫০০ ■ **সম্ভাব্য রিটার্ন :** ৩৬ শতাংশ।

প্লাস্টিক পাইপ উৎপাদনে দেশের সেরা ৫টি সংস্থার মধ্যে অন্যতম এই সংস্থার ৭টি কারখানা রয়েছে। বর্তমানে উৎপাদনক্ষমতা ৩৯৮কেএমটিপিএ। ৭২০০ এসকেইউ রয়েছে। দেশজুড়ে ১৫০০-এরও বেশি ডিস্ট্রিবিউটর রয়েছে এই সংস্থার। সিপিভিসি (ক্লোরিনেটেড পলিভিনাইল ক্লোরাইড) ক্ষেত্র থেকে ২৫ শতাংশ আয় করে এই সংস্থা। রিয়েল এস্টেট ক্ষেত্রে ব্যবসা করে প্রায় ৭০ শতাংশ আয় আসে। দেশে রিয়েল এস্টেট ক্ষেত্রে সম্প্রতি বিপুল সম্প্রসারণ চলছে। যার সুফল পেতে পারে এই সংস্থা। পূর্ব ভারতে ব্যবসা বৃদ্ধি, একাধিক প্রিমিয়াম পণ্য বাজারে আনা, সরকারি প্রকল্পে বরাত বৃদ্ধি ইত্যাদি সংস্থার মুনাফা বৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা নিতে পারে। মতিলাল অসওয়াল... এর পূর্বাভাস, আগামী তিনটি অর্থবর্ষে সংস্থার মুনাফা যথাক্রমে ১৫ শতাংশ, ৩৮ শতাংশ এবং ৭৩ শতাংশ সিএজিআরে বৃদ্ধি হতে পারে।

এফডিসি লিমিটেড

সুপারিশ করেছে : এইচডিএফসি সিকিউরিটিজ (৭ জুলাই, ২০২৫) ■ **বর্তমান মূল্য :** ৫০১ ■ **টার্গেট :** ৫৪৩/৫৮৯ ■ **সম্ভাব্য রিটার্ন :** ৮ শতাংশ/১৭.৫ শতাংশ

ওরাল রিহাইড্রেশন সল্ট (ওআরএস) ক্ষেত্রে দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় সংস্থা হল এফডিসি লিমিটেড। এর উল্লেখযোগ্য ব্র্যান্ড হল 'ইলেক্ট্রাল' এবং 'এনের্জল'। ইলেক্ট্রাল ৪০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যবসা করেছে। এই ব্র্যান্ডের মার্কেট শেয়ার ৭০ শতাংশেরও বেশি। চলতি বছরে ৩৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এই ব্র্যান্ডের বিক্রি। প্রায় ১৩০টি ব্র্যান্ড রয়েছে এফডিসি লিমিটেডের। ২৫০টিরও বেশি এসকেইউ রয়েছে। আগামী ১৮-২৪ মাসে সিনার প্ল্যান্টের সম্প্রসারণে ১৪০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে এই সংস্থা। ২৪-২৫ অর্থবর্ষে রপ্তানি ১৬ শতাংশ বেড়েছে। আমেরিকা এবং ইউরোপের বাজারে এফডিসি লিমিটেডের ব্যবসা লাগাতার বাড়ছে। ২০২৫-২০২৭-এর মধ্যে ১১ শতাংশ সিএজিআরে আয়। ১৪ শতাংশ হারে রপ্তানি এবং ১০ শতাংশ সিএজিআরে ভারতে ফরমুলেশন ব্যবসা বাড়তে পারে এই সংস্থার, এমনটাই অনুমান করছে এইচডিএফসি সিকিউরিটিজ।

কোয়েস কর্প লিমিটেড (কোয়েস)

সুপারিশ করেছে : এইচডিএফসি সিকিউরিটিজ (২৫ নভেম্বর, ২০২৪) ■ **বর্তমান মূল্য :** ৩১০ ■ **টার্গেট :** ৮০৫ ■ **সম্ভাব্য রিটার্ন :** ১৬০ শতাংশ

বিজনেস সার্ভিস দেয় কোয়েস কর্প লিমিটেড। ১৬০ শতাংশ রিটার্নের পূর্বাভাস দিয়েছে ব্রোকারেজ সংস্থা এইচডিএফসি সিকিউরিটিজ, যা মূলত সংস্থার ভবিষ্যতের ব্যবসা বৃদ্ধি, মার্কেট শেয়ার বৃদ্ধি এবং মুনাফা বৃদ্ধির ওপর নির্ভর করে। মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদে এই সংস্থার শেয়ার কেনার পরামর্শ দিয়েছে এইচডিএফসি। গত ১০ বছরে ২৫.৬ শতাংশ হারে ব্যবসা বৃদ্ধি করেছে কোয়েস। ঋণের বোঝাও লাগাতার কমছে এই সংস্থার।

স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই)

সুপারিশ করেছে : এইচডিএফসি সিকিউরিটিজ (১৮ অক্টোবর, ২০২৪), কোটাক সিকিউরিটিজ (১১ নভেম্বর, ২০২৪ এবং ২ জুন, ২০২৫)। **বর্তমান মূল্য :** ৮০৮ ■ **টার্গেট :** ৯৬০ (এইচডিএফসি), ৯৭৫ (কোটাক সিকিউরিটিজ) ■ **সম্ভাব্য রিটার্ন :** ১৮.৮ শতাংশ (এইচডিএফসি), ২০.৬ শতাংশ (কোটাক সিকিউরিটিজ)।

দেশের বৃহত্তম ব্যাংক হল স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। ২৫ শতাংশ মার্কেট শেয়ার রয়েছে এসবিআইয়ের হাতে। দেশজুড়ে বিস্তৃত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ৪৫ কোটিরও বেশি গ্রাহককে পরিষেবা দেয় এই সংস্থা। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রিজার্ভ ব্যাংকের কাছে এই ব্যাংক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আগামী ২ বছরে ১৫ শতাংশ সিএজিআরে শেয়ার প্রতি আয় বাড়াতে পারে এসবিআই। এই ব্যাংকের শাখা সংস্থা এসবিআই জেনারেল ইনসুরেন্স, এসবিআই কার্ড, এসবিআই লাইফ, এসবিআই মিউচুয়াল ফান্ডও ব্যবসা বাড়াচ্ছে নাগাড়ে। দেশের পাশাপাশি অন্য ৩১টি দেশে ২২৯টি শাখা রয়েছে এই ব্যাংকের।

রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ (রিলায়েন্স)

সুপারিশ করেছে : এইচডিএফসি সিকিউরিটিজ (১৮ অক্টোবর, ২০২৪), শেয়ার খান (২৩ ডিসেম্বর, ২০২৪) ■ **বর্তমান মূল্য :** ১৪৯৫ ■ **টার্গেট :** ৩২৪৩ (এইচডিএফসি), ১৮২৭ (শেয়ার খান) ■ **সম্ভাব্য রিটার্ন :** ১১৭ শতাংশ (এইচডিএফসি), ২২ শতাংশ (শেয়ার খান)

এনার্জি, ডিজিটাল এবং রিটেল সেক্টরের প্রবণতা এবং দেশের আর্থিক বৃদ্ধি বিবেচনা করে দীর্ঘমেয়াদে এই সংস্থায় বিনিয়োগের সুপারিশ করছে ব্রোকারেজ সংস্থাগুলি। রিলায়েন্সের মূল ব্যবসা রিফাইনিং এবং পেট্রোকেমিক্যালস, ডিজিটাল ব্যবসা রিলায়েন্স জিও এবং রিটেল ব্যবসা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। জিও এবং রিটেল ব্যবসা আগামী দিনে সংস্থা আলাদা করার পরিকল্পনা করেছে। বাজারে রিলায়েন্সের বিপুল উপস্থিতি, ভবিষ্যতের ব্যবসা সম্প্রসারণ এবং দেশের আর্থিক বৃদ্ধি বিচার করে দীর্ঘমেয়াদে লগ্নি করতে হবে এই সংস্থায়।

ডিএলএফ লিমিটেড (ডিএলএফ)

সুপারিশ করেছে : কোটাক সিকিউরিটিজ (৫ মে, ২০২৫), শেয়ার খান (২৩ ডিসেম্বর, ২০২৪) ■ **বর্তমান মূল্য :** ৮১৫ ■ **টার্গেট :** ১০২০ (কোটাক সিকিউরিটিজ), ১০১০ (শেয়ার খান) ■ **সম্ভাব্য রিটার্ন :** ২৫.১৫ শতাংশ (কোটাক সিকিউরিটিজ), ২৩.৯২ শতাংশ (শেয়ার খান)।

রাজধানী দিল্লি এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় শীর্ষস্থানীয় রিয়েল এস্টেট সংস্থা হল ডিএলএফ লিমিটেড। এই মুহূর্তে একাধিক রেসিডেন্সিয়াল প্রোজেক্ট হাতে রয়েছে এই সংস্থার। রেন্টাল প্রপার্টি এবং হাতে থাকা বিশাল জমির ভাণ্ডার এই সংস্থার আর্থিক ভিত্তি মজবুত করেছে।

দেশে আবাসান ক্ষেত্রের ঘুরে দাঁড়ানো, আবাসনের চাহিদা বৃদ্ধি, সংস্থার ব্যবসায়িক পরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করে এই সংস্থার শেয়ার কেনার পরামর্শ দিয়েছে ব্রোকারেজ সংস্থাগুলি।

আইসিআইসিআই ব্যাংক

সুপারিশ করেছে : কোটাক সিকিউরিটিজ (১৭ মার্চ, ২০২৫), শেয়ার খান (২৩ ডিসেম্বর, ২০২৪) ■ **বর্তমান মূল্য :** ১৪২১ ■ **টার্গেট :** ১৫০০ (কোটাক, শেয়ার খান) ■ **সম্ভাব্য রিটার্ন :** ৫ শতাংশ

এই বেসরকারি ব্যাংক লাগাতার ব্যবসা বাড়িয়ে চলেছে যা এই ব্যাংকে লগ্নিকারীদের লগ্নির জন্য আদর্শ ঠিকানা হয়ে উঠেছে। রিটেল, এসএমই উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবসা বাড়ছে এই ব্যাংকের। আর্থিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন দিকে ব্যবসা সম্প্রসারণ, বিপুল নগদের সম্ভার আগামী দিনে ব্যবসা বৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা নিতে পারে। দেশের অর্থনীতির বৃদ্ধি, শেয়ার বাজারের ঘুরে দাঁড়ানো এবং ব্যাংকিং ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার বিবেচনা করেই দীর্ঘমেয়াদে এই সংস্থায় লগ্নির সুপারিশ করেছে ব্রোকারেজ সংস্থাগুলি।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

জুলাই মাসে লাগাতার দুর্বলতা দেখাচ্ছে ভারতীয় শেয়ার বাজার

বোধিসত্ত্ব খান

বিগত সপ্তাহে বাজার দুর্বলতা দেখিয়েছে। বেশ চলছিল বিশ্ব। ইজরায়েল-ইরান দ্বন্দ্ব বন্ধ। ওপেক দেশগুলি তেল উৎপাদন বৃদ্ধি করার কথা ঘোষণা করায় আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দামও ৬৫ থেকে ৬৮ ডলার প্রতি ব্যারেলের মধ্যে আটকে ছিল। কিন্তু জুলাই থেকে প্রথম কোয়ার্টারের ফলাফল ঘোষণা করা শুরু হয়েছে। ট্রাম্প আবার উত্তেজিত হয়ে উঠে জাপানের ওপর ২৫ শতাংশ, কানাডা ও বাংলাদেশের ওপর ৩৫ শতাংশ, ব্রাজিলের ওপর ৫০ শতাংশ, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, টিউনিশিয়ার ওপরেও ২৫ শতাংশ শুল্ক বসিয়েছেন। মোট ২২টি দেশে ২০ থেকে ৫০ শতাংশের ওপর শুল্ক বসেছে। ক্ষণিক শান্তির রেশ মিটতে না মিটতেই ইয়েমেনের জঙ্গি গোষ্ঠী হুতিরা লোহিত সাগরে একটি বাণিজ্যিক জাহাজকে মিসাইলের সাহায্যে ডুবিয়ে দিয়েছে। হুতিরা বিগত এক মাসে এই নিয়ে দুটি জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে। এই লোহিত সাগর হয়ে সুয়েজ খাল দিয়ে বিশ্বের মোট ১৫ শতাংশ বাণিজ্য হয়ে থাকে। ফলে পণ্যবাহী জাহাজগুলি দারুণ আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে। অন্যদিকে রাশিয়া-ইউক্রেনের ওপর আক্রমণ তীব্রতর করেছে। মধ্যপ্রাচ্য সহ ভারতে উদ্বেগ বৃদ্ধি পাচ্ছে লোহিত সাগরে এই জঙ্গি আক্রমণের ফলে। তার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দামের ওপরে। ক্রুড অয়েল (২১ জুলাই এক্সপায়ারি) প্রতি ব্যারেল ২.৯৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে শুক্রবার এবং তার দাম চলছে ৫৮৮৯ টাকা। রুপোর দাম সবার চোখ কপালে তুলে দিয়েছে। এই সময় রুপোর দাম সর্বকালীন উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছে। প্রতি কিলো রুপোর দাম চলছে ১,১৩,১১১ টাকা (৫ সেপ্টেম্বর এক্সপায়ারি)। ২৪ ক্যারেটের প্রতি ১০ গ্রাম সোনা ট্রেড করেছে ৯৭,৮৩০ টাকায় (৫ অগাস্ট এক্সপায়ারি)। আরেকটি কমোডিটি যা সবার কপালে ভাঁজ ফেলছে তা হল তামা। তামা কাজে লাগে কেবলস, রিনিউয়েবল এনার্জি, মোবাইল, ইলেক্ট্রিক ওয়ারিং, টেলি কমিউনিকেশন প্রভৃতি ক্ষেত্রে। বিগত এক বছরে তামার দাম বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ২২ শতাংশ। এবং বিগত পাঁচ দিনে ১১.২৪ শতাংশ। বিগত সপ্তাহে

সেনসেক্স ১ শতাংশের কাছে পতন দেখেছে। এবং নিফটি ১.২২ শতাংশ। তবে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নিফটি আইটি। এই ইন্ডেক্সে ৩.৭৬ শতাংশ পতন এসেছে। পুরো বছরে এই ইন্ডেক্সে ১৩ শতাংশের বেশি পতন এসেছে। ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে সংশয়, আমেরিকাতে মন্দার আশঙ্কা, এইচ১বি ভিসা নিয়ে ট্রাম্পের অশান্তি, ইউরোপের আর্থিক বৃদ্ধি কমে যাওয়া, এই সব কিছুই আইটি কোম্পানিগুলির স্বার্থের পরিপন্থী। উপরন্তু গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে বড় বড় আইটি কোম্পানিগুলির হতশ্রী মুনাফা বৃদ্ধি। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় টিসিএস তাদের প্রথম কোয়ার্টারের ফল প্রকাশ করে। সেখানে তাদের লাভ দাঁড়িয়েছে ১২,৭০৭ কোটি টাকা। যা বিগত বছরের তুলনায় ৬ শতাংশ বেশি। তাদের রেভিনিউ বৃদ্ধি মাত্র ১.৩ শতাংশ এবং তা দাঁড়িয়েছে ৬৩,৪৩৭ কোটি টাকাতেই। তবে এই সামান্য লাভ বৃদ্ধি হয়েছে অন্যান্য রোজগারের জন্য। যা দাঁড়িয়েছে ১,৬৬০ কোটি টাকা এবং বিগত বছরের তুলনায় ৬৯৮ কোটি টাকা বেশি। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে মূল রোজগার প্রায় বৃদ্ধি পায়নি বললেই চলে। উপরন্তু টিসিএসের টোটাল কন্ট্রাক্ট ভ্যালু (টিসিভি) বিগত কোয়ার্টারে ছিল ১২.২ বিলিয়ন ডলার। যা কমে দাঁড়িয়েছে ৯.৪ বিলিয়ন ডলারে। অর্থাৎ টিসিভি কমা মানে রেভিনিউ কমা তথা লাভের পরিমাণ কমার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়। আরেকটি খবর যেটি ভারতীয় শেয়ার বাজারকে একটি ঝটকা দিয়েছে তা হল, আমেরিকার শর্ট সেলিং ফার্ম ভাইসরয় রিসার্চ বেদান্ত রিসোর্সেস বলে একটি লন্ডনস্থিত কোম্পানির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করেছে। তাদের অভিযোগ অনুযায়ী, এই বেদান্ত রিসোর্সেস তারই দুটি সাবসিডিয়ারি কোম্পানি বেদান্ত লিমিটেড এবং হিন্দুস্থান জিঙ্ককে নানা অজুহাতে নিংড়ে নিচ্ছে। সেটা তাদেরকে প্রচুর ডিভিডেন্ড দিতে বাধ্য করেই হোক বা ব্র্যান্ড ব্যবহার করার জন্য রয়্যালটির মাধ্যমে হোক। এর ফলে বেদান্ত লিমিটেড এবং হিন্দুস্থান জিঙ্ক অত্যন্ত লাভদায়ক দুটি কোম্পানি হলেও তাদের পেরেন্ট কোম্পানির চাপে দিনের পর দিন মাথায় অতিরিক্ত ঋণের বোঝা নিতে বাধ্য হচ্ছে। এবং একই সঙ্গে রিজার্ভের পরিমাণ কমে চলেছে। হিন্দুস্থান জিঙ্কে ভারত সরকারের ২৭.৫ শতাংশ অংশীদারিত্ব রয়েছে।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

MIND SCAN
Be Kind to Your Mind
মনোরোগ ও মানসিক স্বাস্থ্য | সাইকোলজি ও কাউন্সেলিং
যৌন অক্ষমতা প্রতিকার | নেশার আসক্তি মুক্তি
ডাঃ ত্বিষাম্পতি নস্কর
MBBS, MD (PSYCHIATRY)
হাকিমপাড়া, ভুটিয়া মার্কেটের বিপরীতে, শিলিগুড়ি
9242 000 242

KOSMODEN Dental Clinic
West Bengal 1st QCI Accrediated Dental Clinic
Implants and Braces Center
On Panel with Various Govt. Schemes & Dept.
Shivmandir, Opp. Narasingha School, Siliguri
CONTACT : 7076790267

চিরুনি এখন যন্ত্রযুগে

কাঠের বা বাঁশের ছিমছাম চিরুনির জায়গা অনেকদিন আগেই প্লাস্টিকের চিরুনি দখল করে নিয়েছে। এবার যেন বিপ্লবের পালা। কারণ বাজারে ইলেক্ট্রিক এয়ারব্রাশ, ডিট্যাংলার, ওয়েল ম্যাসাজার ব্রাশ সহ আরও কত কী চলে এসেছে, আলোকপাত করলেন **পারমিতা রায়**

প্রস্তর যুগ থেকে আধুনিক গ্যাজেট

- চুল পরিষ্কার রাখার জন্য প্রস্তর যুগেই মানুষ চিরুনির ব্যবহার শিখেছিল
- ঐতিহাসিকদের মতে, প্রথম চিরুনি তৈরি করেছিল মিশরীয়রা
- খ্রিস্টপূর্ব ৫৫০০ অব্দে প্রাচীন মিশরের মানুষের মধ্যে চিরুনির ব্যবহার ছিল
- প্রথমদিকে চিরুনি হত পাথরের, পরে প্রাণীর হাড় থেকে চিরুনি বানানো শুরু হয়
- খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ অব্দে সুইডেনে টিন, রুপা ও তামা-দস্তার মিশ্রিত ধাতু থেকে চিরুনি হত

- মধ্যযুগে চিরুনি তৈরিতে হরিণ ও অন্য গবাদিপশুর শিংয়ের ব্যবহার দেখা যায়
- অষ্টাদশ শতাব্দীতে কলকাতায় পশুর হাড় দিয়ে চিরুনি বানাতেন কারিগররা
- ইংল্যান্ডে রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে চিরুনি তৈরি হলে উনিশ শতকের মাঝামাঝি ভারতে আসে
- উনিশ শতকের শেষদিকে সেলুলয়েড চিরুনির ইতিহাস বদলে দেয়, চিরুনি সস্তা হয়
- বর্তমানে প্লাস্টিকের চিরুনি বেশি দেখা যায়, এছাড়া রয়েছে চুল আঁচড়ানোর নানা বৈদ্যুতিক যন্ত্র

শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই : এক সময় বাড়ির উঠোনে বসে মাথায় তেল দিয়ে চুল আঁচড়ানোটাই ছিল প্রতি সন্ধ্যার রীতি। চুল আঁচড়ানোর জিনিসটি অর্থাৎ চিরুনিতে একটা সময় ছিল মায়ের আদর কিংবা ঠাকুমার স্নেহের ছাপ। সেই চিরুনি আজ রূপ বদলে পেয়েছে আধুনিকতার ছোঁয়া। কাঠের বা বাঁশের ছিমছাম চিরুনির জায়গা অনেকদিন আগেই প্লাস্টিকের চিরুনি দখল করে নিয়েছে। এবার যেন বিপ্লবের পালা। কারণ বাজারে ইলেক্ট্রিক এয়ারব্রাশ, ডিট্যাংলার, ওয়েল ম্যাসাজার ব্রাশ সহ আরও কত কী চলে এসেছে।

একটা সময় সাধারণ চিরুনি দিয়েই হত চুলের পরিচর্যা। তবে এখন বদল এসেছে এতে। প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই প্লাস্টিকের চিরুনিই দেখা যায়। তবে বর্তমানে বাজারে রকমারি স্টাইলিশ নানান ধরনের চিরুনিও দেখা যায়। যেমন সহজে চুলের জট, খুশকি দূর করতে ডিট্যাংলিং কম্ব, ভিজে চুল কিংবা কোঁকড়া চুলের জন্য আদর্শ ওয়াইড টুথ কম্ব। চুল সোজা করতে ইলেক্ট্রিক হেয়ার ব্রাশ। স্কাল্পে কোনও সমস্যা রয়েছে কি না সেগুলি দেখার জন্য বিশেষ ধরনের চিরুনি রয়েছে যা অবশ্য পার্লার কিংবা পেশাদাররা ব্যবহার করেন।

বেসরকারি কর্মী নিলাশা দত্ত এদিন বলছিলেন, 'এখন আর এক ধরনের চিরুনি দিয়ে কাজ চলে না। এই যেমন অফিস আসার সময় ড্রায়ার ব্রাশ, রাতে চুলের যত্নে কাঠের চিরুনি আবার কোনও পার্টি থাকলে সেই সময় হেয়ার স্টাইলার ব্রাশ। এখনকার দিনে এক ধরনের ব্রাশ দিয়ে কাজ হয় না।' এখন চুলের নানা স্টাইল এই ধরনের চিরুনি দিয়ে করাটা অনেক বেশি সহজ বলেই জানাচ্ছিলেন অন্বেষা মিত্র। তাঁর কথায়, 'এখন আর শুধু ওই প্লাস্টিকের চিরুনিই নয় বরং অনেক ধরনের চিরুনি পাওয়া যায়। যা খুব দরকারিও। নাহলে ছোট থেকে বড় হয়েছি বাড়িতে এক ধরনের চিরুনি দেখেই।'

তবে অনেকেই আবারও পুরোনো ছন্দে ফিরে গিয়েই বেছে নিচ্ছেন নিম কাঠের চিরুনিকে। এক সময় বছরের পর বছর একটা চিরুনি থেকেই আজকের দিনে চিরুনির বাহার- এ যেন শুধু রুচির পরিবর্তন নয়, জীবনছন্দেরও এক পরিবর্তন।

ষাট বছর বয়সি নির্মলা সরকার বলছিলেন, 'বিয়েতে একটা কাঠের চিরুনি এনেছিলাম যা এখনও আছে আমার কাছে। আমাদের তো একটা চিরুনি দিয়েই জীবন কেটে গিয়েছে। তবে আমার নাতনির কাছে তো দেখি কী কী সব নতুন নতুন ধরনের চিরুনি, যার ব্যবহারও জানি না।'

বর্তমানে বাজারে সচরাচর কাঠের বা বাঁশের চিরুনি দেখা যায় না। একটা সময় হাতির দাতেঁর চিরুনিও দেখা যেত যা এখন দেখা যায় না। এই বিষয়ে মঞ্জু রায় বলছিলেন, 'আমার শ্বশুরের কাছে একটা হাতির দাঁতের চিরুনি ছিল। আগের দিনে এগুলি ছিল শৌখিনতার পরিচয়।' সাধারণত

বৃষ্টির দিনে সতর্ক গিন্নি

বৃষ্টি পড়লে জানলা, ছাদ, ব্যালকনিতে সবাই উৎসুক চোখে বাইরে তাকিয়ে দেখতে থাকে। তখনই বাকি কাজ ছেড়ে দৌড়ে গিয়ে জানলা, দরজা বন্ধ করার কাজ শুরু হয় গৃহিণীদের। কোনও ফাঁকে জল ঢুকছে কি না, জিনিসপত্র সব ভিজে গেল কি না সবদিক দৌড়ে দৌড়ে নজরে রাখতে হয়, আলোকপাত করলেন **প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস**

শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই : বৃষ্টিতে ভেজার আনন্দ যেমন রয়েছে তেমনই ঝক্কিও কম নেই। বিশেষ করে তা পোহাতে হয় বাড়ির গৃহিণীদের। বর্ষা বাড়ির সকলকে আনন্দ দিলেও বেশ ঝামেলায় পড়তে হয় গৃহিণীদের। সবাই বৃষ্টি, হাওয়া দেখে যখন জানলা, ছাদ, ব্যালকনিতে উৎসুক চোখে বাইরে তাকিয়ে দেখতে থাকে, তখনই কাজ ছেড়ে দৌড়ে গিয়ে জানলা, দরজা বন্ধ করার কাজ শুরু হয় গৃহিণীদের। কোনও ফাঁকে জল ঢুকছে কি না, জিনিসপত্র সব ভিজে গেল কি না, সবদিক দৌড়ে দৌড়ে নজরে রাখতে হয়। বৃষ্টির জলে সব ভেজার পর অথবা জলকাদা পেরিয়ে সব নোংরা নিয়ে ঘরে ঢোকার পর খুবই সচেতন থাকতে হয় গৃহিণীদের।

শিলিগুড়ির চেকপোস্ট সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা নয়নিকা দে বলছিলেন, 'বর্ষাকাল অন্যদের জন্য রোমান্টিক হলেও আমাদের জন্য খুবই চাপের। স্যাঁতসেঁতে এই মরশুমে ঘরদোর পরিষ্কার রাখা রীতিমতো ঝামেলার। রোগজীবাণুর সংক্রমণও বেড়ে যায় এই সময়। এই সময় ঘরের সামনে পাপোশ রাখার প্রয়োজন। পাপোশ থাকলে জলকাদা ঘর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না।' তাই ঘোর বর্ষায়ও পাপোশই অনেকটা ভরসা জোগায় নয়নিকাকে।

বাণেশ্বর মোড়ের শিল্পী দাস বলছিলেন, 'বাইরে যাই হয়ে যাক জুতো পরে কিছুতেই ঘরে ঢুকতে দেওয়া যাবে না। বৃষ্টির দিনে জুতোয় লেগে থাকে জলকাদা। একবার জলকাদা ভেতরে ঢুকে গেলে তা বের করা এক বিশাল সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।' তাই বৃষ্টির দিনে জলকাদা দূরে সরিয়ে রাখতে গৃহিণীদের সামনে জুতো পরে ঘরে ঢোকা একেবারেই মানা।

হাকিমপাড়ার রুবেলা সিংহ বলছিলেন, 'বর্ষাকাল আসতেই একরকম স্যাঁতসেঁতে ভাব চলে আসে বাড়িতে। বৃষ্টি কমতেই জানলাগুলোকে খুলে রাখতে হয়। যাতে ভ্যাপসা ভাব কেটে যায়। বাতাস ঠিকভাবে চলাচল করলে ভ্যাপসা ভাব কাটানো সম্ভব।'

নিম তেল স্প্রে করাই ভরসা প্রীতি সরকারের। তাঁর কথায়, 'বর্ষায় ঘরে পোকামাকড়ের রাজত্বও বেড়ে যায়। জল আর নিম তেল মিশিয়ে ঘরজুড়ে স্প্রে করে নিলে ভ্যাপসা গন্ধ আর পোকামাকড় দুটোই দূর হয়।'

বর্ষায় এই বাড়তি কাজ রুখতে যথেষ্ট খাটুনি করতে হয় গৃহিণীদের। পোকামাকড়ের উপদ্রব, জলের ছাট, স্যাঁতসেঁতে পরিস্থিতি আটকাতে অনেকটাই খাটতে হয়।

রুবেলা সিংহ বলছিলেন, 'বর্ষা এলে আমাদের কাজ উলটে আরও বেড়ে যায়। সবসময় তক্কে তক্কে থাকতে হয়। এমনকি রাতে ঘুমের ঘোরেও বৃষ্টির সামান্য আভাস পেলেই উঠে পড়ি ঘুম থেকে।'

ছবি : এআই

> বর্ষাকাল অন্যদের জন্য রোমান্টিক হলেও আমাদের জন্য খুবই চাপের। স্যাঁতসেঁতে এই মরশুমে ঘরদোর পরিষ্কার রাখা রীতিমতো ঝামেলার।
>
> **নয়নিকা দে**

> বৃষ্টির দিনে জুতোয় লেগে থাকে জলকাদা। একবার জলকাদা ভেতরে ঢুকে গেলে তা বের করা এক বিশাল সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।
>
> **শিল্পী দাস**

সোনা চোর দলের আরেক সদস্য ধৃত

শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই : কয়েক মাস অন্তরই সোনার গয়না পরিষ্কার করার নাম করে চুরির ঘটনায় জড়িত বিহার গ্যাংয়ের নাম উঠত, এনজেপি এলাকার দুই নির্দিষ্ট হোটেলে। সেই সূত্র ধরে গ্যাংয়ের মূল পান্ডা শম্ভু সাউ ও গুড্ডু মণ্ডলের সঙ্গে পরিচিতি বাড়তে থাকায় পেশায় সাফাইকর্মী গেটবাজার এলাকার বাসিন্দা অনিল ডোমও এই গ্যাংয়ের 'হেল্পার' হিসেবে জড়িয়ে পড়েন।

শম্ভু, গুড্ডুদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পেরেছে, শহর শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকায় সোনা চুরির পর অনিলকেই তাঁরা সেই সোনা বিক্রির দায়িত্ব দিতে শুরু করেছিলেন ইদানীং। মুনাফার লোভে অনিলও এই গ্যাংয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। শুক্রবার গেটবাজার এলাকা থেকেই অনিলকে গ্রেপ্তার করে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তুলে পুলিশ হেপাজতে নেয় আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে সোনা জাতীয় কিছু সামগ্রীও উদ্ধার হয়েছে, যদিও তা নকল বলেই অনুমান। নকল সোনা ব্যবহার করে আসল সোনা চুরির কাজ চলত বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা।

এদিকে, শম্ভুদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ৩৭ এবং ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের দুই ঘটনায় চুরি যাওয়া সোনার গয়না উদ্ধার করতে পেরেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, শম্ভু, গুড্ডু, পঙ্কজ সাউ ও পাণ্ডব কুমার- দুজন করে দলে ভাগ হয়ে ৩৭ এবং ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডে অপারেশন চালানোর পর চোরাই সোনা এক জায়গায় রেখে দিয়েছিলেন। শম্ভু যে দলে ছিলেন, তাঁরা এনজেপি এলাকার ভাড়াবাড়িতে সোনা লুকিয়ে রেখেছিলেন। সন্ধ্যায় ফের পরিকল্পনামাফিক অপারেশন চালানোর জন্য ওই গ্যাং বাইকে সওয়ার হয়ে রেইকি চালানোর জন্য বেরোনোর সময়ই আশিঘর ফাঁড়ি গ্যাংয়ের পিছু নেয়। এরপর পালিয়ে হোটেলে ঢোকার আগেই তাঁরা পাকড়াও হন। বাইক দুটিও বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। চারজনকে পুলিশ হেপাজতে নেওয়ার পর চুরি করা সোনা উদ্ধার করল পুলিশ।

প্রচণ্ড গরমে ভ্যানে বড় ছাতা লাগিয়ে পথে সবজি বিক্রেতা। শনিবার শিলিগুড়িতে দীপ্তেন্দু দত্তের তোলা ছবি।

বাম প্রতিবাদ

শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই : কালীগঞ্জে নাবালিকার মৃত্যু, কসবা আইন কলেজে ছাত্রী ধর্ষণ, শিলিগুড়ি শহরে দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য সহ একাধিক বিষয়ে যৌথভাবে প্রতিবাদে নামল এসএফআই, ডিওয়াইএফআই এবং গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি। শনিবার সংগঠনগুলোর সদস্যরা থানায় স্মারকলিপি দিলেন। অনিল বিশ্বাস ভবনের সামনে থেকে মিছিল করে শিলিগুড়ি থানার সামনে জমায়েত করা হয়। গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির দার্জিলিং জেলার সভানেত্রী রত্না চৌবে বলেন, 'শিলিগুড়ি শহরে বর্তমান পরিস্থিতি ভয়ংকর। বেকারত্ব থেকে নেশা, সবকিছু বেড়েছে। আমরা পুলিশের কাছে আবেদন জানিয়েছি যাতে শহরে নেশার দৌরাত্ম্য বন্ধ হয় ও নিরাপত্তা বজায় থাকে।'

নলকূপ নিয়ে বিক্ষোভ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই : অবৈধভাবে গভীর নলকূপ বসানোর অভিযোগকে কেন্দ্র করে বেশ কিছুদিন ধরেই পানীয় জলের সমস্যা বেড়ে যাওয়ার অভিযোগ করছেন ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের পরেশনগরের বাসিন্দারা। শনিবার পরেশনগর এলাকার বাসিন্দারা কাউন্সিলারের দপ্তরে গিয়ে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি নির্মীয়মাণ এক মার্কেট কমপ্লেক্সে গিয়ে ডিপ টিউবওয়েল বসানোর কাজ বন্ধ করান। শুধু তাই নয়, এদিন 'টক টু মেয়র'-এ এলাকার সমস্যা তুলে ধরেন পরেশনগর এলাকার বাসিন্দারা। যদিও বিক্ষোভের কোনও ঘটনা ঘটেনি বলে দাবি করেছেন কাউন্সিলার প্রীতিকণা বিশ্বাস। প্রীতিকণার বক্তব্য, 'আমার কাছে ওঁরা এসেছিলেন। ওঁরা বলেন, ওই মার্কেট কমপ্লেক্স কর্তৃপক্ষের কাছে যাবেন। তারপর কাজ বন্ধ করা হয়েছে। মেয়রকেও আজ ফোন করেছিলেন ওঁরা। মেয়র ডিপ টিউবওয়েলের অনুমতির যাবতীয় কাগজপত্র দেখে সমস্যার সমাধান করবেন।'

পুরনিগমের ৪৪ নম্বর ওয়ার্ড সংলগ্ন সেবক রোডের এক মার্কেট কমপ্লেক্সে অবৈধ ডিপ টিউবওয়েল বসানোর অভিযোগকে কেন্দ্র করে গত কয়েকদিন থেকে ঝামেলা শুরু হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকায় এমনিতেই টাইমকল দিয়ে জল পড়ে না। এর মধ্যেই নলকূপ বসানোয় কুয়োর জলও শুকিয়ে গিয়েছে। সম্প্রতি এই সংক্রান্ত বিষয়ে মেয়রকে উদ্দেশ্য করে চিঠিও দেন এলাকার বাসিন্দারা। কিন্তু এরপরেও কোনও কাজ না হওয়ায় স্থানীয়রা এদিন কাউন্সিলারের অফিসে যান। সেখানে বিক্ষোভ দেখানো হয়। এরপর তাঁরা মার্কেট কমপ্লেক্সে গিয়ে কাজ বন্ধ করে দেন।

এলাকার বাসিন্দা দেবু আচার্য বলেন, 'এভাবে বোরিং করে ডিপ টিউবওয়েল দিয়ে যদি জল তোলা অব্যাহত থাকে, তাহলে আমরা আর এলাকায় বাঁচতে পারব না। প্রশাসন কিছু একটা করুক।' কাউন্সিলার বলেন, 'আমি যতটুকু জানি ওই মার্কেট কমপ্লেক্স অনুমতি নিয়েই ডিপ টিউবওয়েল বসিয়েছে। পুরনিগম যাবতীয় কাগজপত্র দেখবে।' সবমিলিয়ে, বাড়তে থাকা গরমের মধ্যেই জল শুকিয়ে যাওয়ার ঘটনাকে ঘিরে উত্তাপ বাড়ছে পরেশনগরে।

কটূক্তির প্রতিবাদ করায় আক্রমণ

শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই : সহকর্মীকে কটূক্তি। প্রতিবাদ জানানোয় ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত। জখম মোট দুজন। অভিযুক্তকে আটক করেছে পুলিশ। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার আশিঘর ফাঁড়ি এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশবাহিনী। প্রশাসনের তৎপরতায় অবশেষে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। স্থানীয় একটি গোডাউনে একসঙ্গে কাজ করতেন অভিযোগকারী তরুণী ও অভিযুক্ত তরুণ। দিনকয়েক আগে ওই তরুণ তরুণীকে উদ্দেশ্য করে অশ্লীল মন্তব্য করে বলে অভিযোগ। বাণেশ্বর মোড়ে তরুণীর ভাই ও অন্য এক তরুণ প্রতিবাদ জানাতে এলে অভিযুক্ত তাঁদের ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে বলে অভিযোগ। স্থানীয়রা ওই অভিযুক্তকে ধরার জন্য পিছুধাওয়া করলে সে ওই গোডাউনে আশ্রয় নেয়। পুলিশ এসে অভিযুক্ত তরুণকে আটক করে।

প্রতিযোগিতা

শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই : পড়ুয়াদের বিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহী করে তুলতে শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলে ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস (বিআইএস)-এর তত্ত্বাবধানে গঠিত হয়েছে 'বিআইএস ক্লাব'। শনিবার ওই ক্লাবে 'লার্নিং সায়েন্স ভায়া স্ট্যান্ডার্ডস' প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। মোট ৮৬ জন পড়ুয়া সেখানে অংশগ্রহণ করে। বিজয়ীদের পুরস্কৃতও করা হয়।

মূলত নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির বিজ্ঞানমনস্ক পড়ুয়ারা ওই ক্লাবের সদস্য। বিআইএস ভারতে উৎপাদিত বিভিন্ন দ্রব্যের মান ও গুণাবলি নিয়ামক সংস্থা।

হারানো ফোন ফেরাল পুলিশ

ইসলামপুর, ১২ জুলাই : হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করে শনিবার প্রকৃত মালিকদের ফিরিয়ে দিল ইসলামপুর জেলা পুলিশ। বিগত কয়েক মাসে ইসলামপুর থানায় মোবাইল ফোন হারানোর একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছিল। সাইবার ট্র্যাকিং, আইএমইআই নম্বর যাচাই এবং প্রযুক্তিগত সহায়তার মাধ্যমে মোবাইলগুলির অবস্থান নির্ধারণ করে উদ্ধার করতে সফল হয় ইসলামপুর থানার পুলিশ। ধারাবাহিক অভিযানে বিভিন্ন জায়গা থেকে মোট ২৯টি মোবাইল উদ্ধার হয়। এদিন ইসলামপুর সাইবার ক্রাইম থানায় মালিকদের হাতে মোবাইলগুলি তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন ইসলামপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডেন্ডুপ শেরপা, ডিএসপি রাহুল বর্মন, ইসলামপুর সাইবার ক্রাইম থানার আইসি দুলালচন্দ্র রায়।

ভাগবত পাঠ

ইসলামপুর, ১২ জুলাই : ৭ দিনব্যাপী ভাগবত পাঠ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে শনিবার ইসলামপুর শহরে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রায় পুরুষ ও মহিলাদের উৎসাহ ও উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। বেনারস থেকে পণ্ডিতদের একটি বিশেষ দল ভাগবত পাঠ অনুষ্ঠানের জন্য এসেছেন।

অভিযুক্তকে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। আলিপুরদুয়ারে।

পুলিশের জালে বহু অভিযুক্ত

চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১২ জুলাই : চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা। শুধু ভুয়ো মেরিট লিস্টে নাম বের করা নয়, একেবারে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ভুয়ো ইন্টারভিউয়েরও আয়োজন করা হয়। এরপর চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে আদায় করা হয়েছে কয়েক লক্ষ টাকা। সম্প্রতি মেখলিগঞ্জের দুই বাসিন্দা ওই ফাঁদে পা দিয়ে মেখলিগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। ইতিমধ্যে ওই চক্রের হদিস পেতে খোঁজ শুরু করেছে কোচবিহার জেলা পুলিশ। তবে প্রতারণার জাল যে কতদূর ছড়িয়েছে তা আন্দাজ করা মুশকিল।

ঘটনার তদন্তে নেমে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় অভিযান করছেন পুলিশকর্মীরা। শনিবার মেখলিগঞ্জ থানার একটি দল আলিপুরদুয়ারে আসে। আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের এক প্রাক্তন কর্মীকে আটক করা হয়েছে। তবে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কি না সেই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি পুলিশকর্মীরা। আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলেন, 'মেখলিগঞ্জ থানার আধিকারিকরা এসেছিল। তারাই তদন্ত করছে। গোটা বিষয়টা তারাই বলতে পারবে।' তবে, এই নিয়ে সেভাবে কিছু বলতে নারাজ মেখলিগঞ্জ থানার আধিকারিকরা। মেখলিগঞ্জ পুলিশের এসডিপিও আশিস পি সুব্বা বলেন, 'তদন্তের স্বার্থে কিছু বলা যাবে না।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন জেলা হাসপাতালের যে প্রাক্তন কর্মীকে আটক করা হয়েছে তাঁর বাড়ি কোচবিহার জেলার খোল্টা এলাকায়। বর্তমানে তিনি আলিপুরদুয়ার শহরেই হাসপাতাল রোডের এক ওষুধের দোকানে কাজ করছেন। একসময় হাসপাতালে কর্মী হওয়ার সুবাদে ওই চক্রে জড়িয়ে পড়েন বলে অভিযোগ। ওই ঘটনায় আলিপুরদুয়ারের আরও কয়েকজন যুক্ত রয়েছেন বলেও মনে করা হচ্ছে। এদিন রাতে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বাবুরহাট খেলার মাঠ এলাকা থেকে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ।

কোচবিহার জেলা পুলিশ ওই প্রতারণাচক্রে যুক্ত এখনও পর্যন্ত চারজনকে আটক করেছে বলে জানা গিয়েছে। তবে এখনও মূল পান্ডা ধরা পড়েনি। তাঁদের খোঁজে ভিনরাজ্যেও যেতে পারে পুলিশের টিম। প্রায় দশদিন আগে ওই প্রতারণাচক্রের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। মেখলিগঞ্জ ব্লকের উছলপুকুরি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার দুজন বাসিন্দা থানায় অভিযোগ জানান। দুজনের মধ্যে একজনকে পোস্ট অফিসে এবং আরেকজনকে স্বাস্থ্য দপ্তরে চাকরি দেওয়ার নামে যথাক্রমে ৩ লক্ষ ২০ হাজার ও ২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। কোনও পরীক্ষা না দিয়েই তাঁদের চাকরির পরীক্ষার মেরিট লিস্টে নাম চলে আসে। এমনকি প্রায় পাঁচ মাস আগে ইন্টারভিউও হয়। ওই ঘটনার তদন্তে নেমে জানা যায় এভাবে চাকরি দেওয়ার নাম করে অনেকের কাছ থেকে টাকা তোলা হচ্ছে। আর ওই চক্রের এজেন্টরা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় রয়েছে। ওই চক্র এতটাই সক্রিয় যে বিভিন্ন সরকারি অফিস পর্যন্ত তাঁদের হাতে বলে জানা গিয়েছে। চক্রের পান্ডাকে ধরেই বিস্তারিত জানা যাবে বলে জানিয়েছেন পুলিশকর্তারা।

উত্তরে সক্রিয়

- চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে মেখলিগঞ্জের দুই বাসিন্দার থেকে আদায় করা হয়েছে কয়েক লক্ষ টাকা
- সম্প্রতি তাঁরা মেখলিগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন
- ঘটনার তদন্তে নেমে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় অভিযান করছেন পুলিশকর্মীরা
- ইতিমধ্যে চারজনকে আটক করা হয়েছে

সব চাকরি কাড়বে এআই, শুধু...

২০২৩-এ গুগল থেকে ইস্তফা দিয়ে জেফ্রি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, আর কিছুকাল পরই চ্যাটবটরা মানুষের চেয়েও বুদ্ধিমান হয়ে যাবে। রিথিঙ্কএক্স-এর গবেষণা বিভাগের প্রধান অ্যাডাম ডর ২০৪৫ সালের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিয়েছেন।

সপ্তর্ষি বনিক

শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই : বন্ধ হয়ে যাবে নিয়োগ, চাকরি হারাবেন বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ। রাজনীতিবিদ, যৌনকর্মী এবং নীতি নির্ধারকদের বাদ দিলে আগামী কুড়ি বছরের মধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অর্থাৎ এআই-এর গ্রাসে চলে যাবে অন্য সব পেশা। লস অ্যাঞ্জেলেসের বেসরকারি সংস্থা রিথিঙ্কএক্স-এর গবেষণা বিভাগের প্রধান অ্যাডাম ডরের ভবিষ্যদ্বাণী ঘিরে আপাতত তোলপাড় বিশ্ব। ক্যালিফোর্নিয়ার এআই বিশেষজ্ঞ অ্যাডাম জানিয়েছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কোনও ভূমিকা না থাকায় আপাতত তিন পেশা অনেকটাই নিরাপদ।

টার্মিনেটর-২ সিনেমার গল্পে দেখানো হয়েছিল, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানবজাতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং আবেগ ছাড়াই সিদ্ধান্ত নিতে প্রস্তুত। তার সামনে সাধারণ মানুষ যেন নিরুপায়। একবিংশ শতাব্দীতে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে সেই সিনেমারই প্রতিচ্ছবি।

জন্মলগ্ন থেকেই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে প্রশ্ন ছিল বিশেষজ্ঞদের মনে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যে মানুষের রুজিরোজগারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে তা শুরুতেই অনুমান করেছিলেন তাঁরা। এখন ডরের কথায় প্রমাদ গুনছেন গবেষকরাও। এআই নিয়ে ভয়ের কথা আগেই বলেছিলেন গুগলের 'ব্রেইন' প্রকল্পের প্রাক্তন গবেষক জেফ্রি হিন্টন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জগতে সকলেই তাঁকে সমীহ করে চলেন। ২০২৩-এ গুগল থেকে ইস্তফা দিয়ে জেফ্রি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, আর কিছুকাল পরই চ্যাটবটরা মানুষের চেয়েও বুদ্ধিমান হয়ে যাবে।

ডর ২০৪৫ সালের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিয়েছেন। তবে কি সেই ভয় সত্যি হওয়ার পথে? ডরের হুঁশিয়ারি, 'এআই-এর ক্ষমতা দিন-দিন বাড়ছে। যার কোনও সীমা নেই। আর এর মোকাবিলা করার মতো সময় ও ক্ষমতা আমাদের হাতে নেই।'

যদিও ডরের সঙ্গে একমত নন বহু এআই বিশেষজ্ঞ। তাঁদের দাবি, এআই মানুষের বিকল্প চাকরির রাস্তাও খুলে দেবে। জনপ্রিয় ই-কমার্স সংস্থা অ্যামাজনের সিইও অ্যান্ডি জ্যাসি একধাপ এগিয়ে বলেছেন, 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমাদের সকলের চাকরিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলবে।' সত্যিই কি তাই? পৃথিবীর নামকরা এআই বিশেষজ্ঞদের মতে, কৃত্রিম মেধার বাড়বাড়ন্ত সৃজনশীল কাজে ইতিমধ্যেই বিপদ ডেকে এনেছে। তাই ডরের কথাকে হালকাভাবে নিতে নারাজ তাঁরা।

লাদাখের লে-তে তিব্বতি আধ্যাত্মিক নেতা দলাই লামাকে স্বাগত জানানো হচ্ছে। -পিটিআই

কাজের লোকদের গুরুত্ব না দিলে পরাজয়ের সম্ভাবনা

নেতৃত্বকে তোপ কৃষ্ণের

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১২ জুলাই : মিছিল করে শহর স্তব্ধ করে রাখার পর তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ দাস ২১শে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভা করলেন সরোজেন্দ্রদেব রায়কত কলাকেন্দ্রে। শনিবার তাঁর নিশানায় বিরোধীরা নন, ছিলেন সতীর্থরাই। সভামঞ্চ থেকে তোপ দাগলেন দলের জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ এবং জেলা নেতৃত্বের একাংশের বিরুদ্ধে।

কৃষ্ণর কথায়, 'দলে স্বচ্ছ নেতা না থাকলে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে দলের পক্ষে জেলায় জেতা সম্ভব নয়। দলে কাজের লোকদের গুরুত্ব না দিলে সামনের ভোটে তৃণমূলের জেলা সভাপতি একা দলকে জেতাতে পারবেন না।'

২০২৬ সালের পর তিনিও হারিয়ে যাবেন বলে তাঁর আশঙ্কা। অন্যদিকে, দলকে প্রকাশ্যে সমালোচনার বিষয়ে মহুয়ার মন্তব্য, 'দল নিয়ে কিছু বলতে গেলে দলের অভ্যন্তরে আলোচনা করাটাই নিয়ম।'

২১শে জুলাইয়ের আগে জেলার প্রায় সর্বত্র প্রস্তুতি সভার আয়োজন করেছে দলের নেতৃত্ব। এদিন জলপাইগুড়িতে সেই সভা ডেকেছিলেন তৃণমূলের এসসি-এসটি সেলের 'স্বঘোষিত' জেলা সভাপতি কৃষ্ণ দাস। প্রস্তুতি সভা শেষে সাংবাদিক বৈঠকে দলের নেতৃত্বর তীব্র সমালোচনা করেন কৃষ্ণ। তৃণমূলের কিষান খেতমজদুরের জেলা সভাপতি দুলাল দেবনাথ এবং কৃষ্ণের মেয়ে জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ প্রণয়িতা দাস সহ কৃষ্ণ-ঘনিষ্ঠ কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন।

দলের জেলা সভানেত্রী থেকে সমস্ত শাখা সংগঠনের নেতৃত্বকে সভায় যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন বলে দাবি কৃষ্ণের। তৃণমূলের ওই নেতার সঙ্গে যে জেলা নেতৃত্বের দূরত্ব বাড়ছে, তা দলের জেলা সভানেত্রী কিংবা অন্য কোনও শাখা সংগঠনের শীর্ষ নেতার অনুপস্থিতিতেই স্পষ্ট। যদিও সে কথা মানছেন না মহুয়া গোপ। তাঁর সাফাই, 'জেলাজুড়ে সমস্ত শাখা সংগঠন ২১শে জুলাইয়ের সভা করছে। এদিন রাস্তা নিয়ে ময়নাগুড়িতে সভায় ব্যস্ত ছিলাম। তাই জলপাইগুড়ির সভায় যেতে পারিনি।'

> দলে স্বচ্ছ নেতা না থাকলে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে দলের পক্ষে জেলায় জেতা সম্ভব নয়। দলে কাজের লোকদের গুরুত্ব না দিলে সামনের ভোটে তৃণমূলের জেলা সভাপতি একা দলকে জেতাতে পারবেন না।
>
> **কৃষ্ণ দাস**

অন্যদিকে কৃষ্ণের মতে, দলের গুটিকয়েক নেতার ঔদ্ধত্য এবং অহংকারের জন্য দল হারছে। তাঁর প্রশ্ন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এত উন্নয়ন করার পরেও দলকে হারতে হচ্ছে কেন? বললেন, 'এইসব দুর্নীতিগ্রস্ত নেতার জন্য দলকে মানুষ ভোট দিচ্ছে না। যাঁরা খালি ছবি তুলে ফেসবুকে দিচ্ছেন, তাঁদের সঙ্গে মানুষ নেই।' তাই তো প্রকাশ্যে বিজেপি বিরোধিতা করলেও গোপনে সেই দলেরই নেত্রীর সঙ্গে মদ্যপান করছেন তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, কটাক্ষ নেতার।

কৃষ্ণ বলেন, 'একসময় রাজবংশী এবং কামতাপুরিদের প্রতি বঞ্চনা ও উপেক্ষার জন্য বাম আমলে কামতাপুরি আন্দোলন জোটবদ্ধ হয়েছিল। এখনও তপশিলি জাতিদের প্রতি নেতারা অশ্রদ্ধা জানালে তা মানুষ ভালোভাবে মেনে নেবেন না।'

জলপাইগুড়ি সরোজেন্দ্রদেব রায়কত কলাকেন্দ্রে কৃষ্ণ দাসের সভা। শনিবার

ত্রিকোণ প্রেমের তত্ত্ব নেতা খুনে

পুলিশের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক সাবিত্রী

কল্লোল মজুমদার ও সৌম্যজ্যোতি মণ্ডল

মালদা, ১২ জুলাই : ইংরেজবাজারের লক্ষ্মীপুরে তৃণমূল কর্মী খুনে নিহতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন মানিকচকের তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র। কেন খুনের খবর পেয়ে নিহতের বাবা ও পরিবারের লোকেদের সেখানে যেতে বাধা দিয়েছে পুলিশ সেই প্রশ্ন তুলেছেন সাবিত্রী। শুধু তাই নয়, মূল অভিযুক্ত মইনুলকে দলে ফেরানো নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। প্রকাশ্যেই এই ঘটনায় পুলিশ ও তাঁর দলের একাংশের বিরুদ্ধে কার্যত ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সাবিত্রী।

এদিকে তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে মূল অভিযুক্ত সহ চারজনকে। ধৃতদের শনিবার আদালতে তুলে পাঁচদিনের হেপাজতে নিয়েছে পুলিশ। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদের পর খুনের নেপথ্যে থাকা কারণ হিসেবে উঠে এসেছে এক ত্রিকোণ প্রেমের গল্প।

ইংরেজবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে, মানিকচকের তৃণমূল কর্মী আবদুল কালাম আজাদ খুন কাণ্ডে গ্রেপ্তার করা হয়েছে মূল অভিযুক্ত মইনুল শেখ ও তাঁর ভাই সাইদুল শেখকে। এছাড়াও গ্রেপ্তার করা হয়েছে মইনুল শেখের ঘনিষ্ঠ ইমারত শেখ ও তাঁর ভাই সাহিদ শেখকে। ধৃত চারজনের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে লক্ষ্মীপুর গ্রামে একটি জন্মদিনের পার্টিতে নৃশংসভাবে খুন হন মানিকচকের বাসিন্দা আবদুল কালাম আজাদ। অভিযোগ উঠে আসে তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য মইনুল শেখের দিকে। এরপরই তদন্তে নামে পুলিশ। তদন্তের প্রথম দিকে উঠে এসেছিল খুনের পিছনে রয়েছে জমি কেনাবেচার বিবাদ। কিন্তু তদন্ত যত এগোতে থাকে ততই পালটে যায় খুনের মোটিভ।

পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে, নিহত তৃণমূল নেতার স্ত্রীর সঙ্গে অভিযুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের নাবালক ছেলের একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। খুনের অন্যতম কারণ সেই সম্পর্ক। তাছাড়া জমির ব্যবসা নিয়ে বিবাদও ছিল। তদন্তকারীদের আরও অনুমান, জমি নিয়ে দুজনের মধ্যে বিবাদ চলছিল বেশ কয়েক মাস ধরে। এরই মধ্যে সেই ত্রিকোণ প্রেমের সম্পর্ক প্রকাশ্যে চলে আসায় দুই তৃণমূল নেতা-কর্মীর মধ্যে বিবাদ বাড়তে থাকে।

এদিন লক্ষ্মীপুরে গিয়ে দেখা গেল এলাকা থমথমে। ওখানে একটি চায়ের দোকানে ভিড় জমিয়েছিলেন কয়েকজন মানুষ। যদিও তাঁরা খুন প্রসঙ্গে কেউই প্রকাশ্যে মুখ খুলতে রাজি নন। এক বাসিন্দা জানান, আবদুল কালাম আজাদের যে দুটো বিয়ে তাঁরা কেউই জানতেন না। তবে মানিকচক থেকে এখানে এসে ব্যবসা করার সুবাদে অনেকেই আজাদকে চিনতেন। আরেক ব্যক্তি জানান, অনুষ্ঠান বাড়ির একটি টিনের ঘরে পিটিয়ে-কুপিয়ে খুন করা হয়েছে আজাদকে। আক্রমণ করা হয় তাঁর স্ত্রীকেও। প্রত্যক্ষদর্শীরা এদিন দাবি করেন, অনুষ্ঠান বাড়িতে সস্ত্রীক আজাদ সহ তাঁর অনুগামীরা ঢুকতেই পিছু নেন অভিযুক্তরা। তারপর আর কিছু বোঝা যায়নি। অনুষ্ঠান বাড়িতে উচ্চগ্রামে ডিজে বাজছিল। সম্ভবত সেই আওয়াজে আজাদের আর্তনাদ ঢাকা পড়ে যায়। ওই ঘর থেকে কোনওরকমে মহিলা বাইরে বেরিয়ে এসে বিষয়টি জানান। ততক্ষণে অবশ্য পালিয়ে যান অভিযুক্তরা। তবে শেষরক্ষা হয়নি। ধরা পড়ে যায় পুলিশের হাতে।

বিবাদ চরমে

- কেন খুনের খবর পেয়ে নিহতের বাবা ও পরিবারের লোকেদের সেখানে যেতে বাধা দিয়েছে পুলিশ সেই প্রশ্ন তুলেছেন সাবিত্রী
- মূল অভিযুক্ত মইনুলকে দলে ফেরানো নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি
- তদন্তের প্রথম দিকে উঠে এসেছিল, খুনের পিছনে রয়েছে জমি কেনাবেচার বিবাদ। কিন্তু তদন্ত যত এগোতে থাকে ততই পালটে যায় খুনের মোটিভ
- দুজনের মধ্যে বিবাদ চলছিল বেশ কয়েক মাস ধরে, এরই মধ্যে সেই ত্রিকোণ প্রেমের সম্পর্ক প্রকাশ্যে চলে আসায় দুই তৃণমূল নেতা-কর্মীর মধ্যে বিবাদ চরমে ওঠে

'অফিস ছেড়ে বেরিয়ে যাব'

প্রথম পাতার পর

শিলিগুড়ি পুরনিগমে এখনও অনেক কর্মী রয়েছেন যাঁরা একনিষ্ঠ বাম কর্মী। তাঁরা কি পেছন থেকে অন্তর্ঘাত করছেন? উঠছে প্রশ্ন।

বিরোধীদের পালটা দাবি, রাজ্যে ক্ষমতায় থাকা দলের মেয়রের কথা আধিকারিকরা শুনবেন না এটা হতে পারে না। মেয়রের কাছে সব অভিযোগই পৌঁছাচ্ছে। আসলে তিনি সমস্যার সমাধান করতে পারছেন না বলে নাটক করছেন।

পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন বলেন, 'মেয়র সব নাটক করছেন। আমি চাই ওঁকে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হোক। ওঁর দল ক্ষমতায় রয়েছে। আধিকারিকদের ঘাড়ে ক'টা মাথা যে ওঁর কথা শুনবেন না।'

সিপিএমের পালটা যুক্তি, হতাশা থেকে এমন কথা বলছেন মেয়র। সিপিএম পরিষদীয় দলের নেতা মুন্সি নুরুল ইসলামের বক্তব্য, 'সাড়ে তিন বছরে কোনও প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারেননি মেয়র। বোর্ড চালাতে পারছেন না তাঁরা। টাকা আনতে পারছেন না রাজ্যের কাছ থেকে। শুধু অফিসটা তৈরি করেছেন, আর বড় গাড়ি নিয়ে ঘুরছেন। তাই হতাশা থেকে এমন কথা বলছেন।'

চায়ের নাভিশ্বাস

প্রথম পাতার পর

সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত একটানা উচ্চ তাপমাত্রা থাকায় গাছে নতুন কুঁড়ি আসার কাজটি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।' সংস্থার দার্জিলিংয়ের অ্যাডভাইজারি অফিসার ডঃ বাদল লস্কর বললেন, 'শুধু বৃষ্টিপাত বা তাপমাত্রা নয়। উৎপাদন কম হওয়ার পেছনে আরও নানা ফ্যাক্টর কাজ করে। আমাদের কাছে যা রিপোর্ট রয়েছে তাতে পাহাড়ের পরিস্থিতি একেবারে হতাশাজনক সেটা এখনই বলা যাচ্ছে না।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আবহাওয়া অফিস খুব একটা স্বস্তির খবর শোনাতে পারছে না। কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত বছর উত্তরবঙ্গ ও সিকিম মিলিয়ে জুন মাস পর্যন্ত ৭২১.১ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছিল। এবার তা কমে মোটে ৩২১.৩ মিলিমিটারে দাঁড়িয়েছে। গত বছরের জুলাই-এ প্রথম ১০ দিন উত্তরবঙ্গজুড়েই ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছিল। এবার নেই বললেই চলে। ফলে বর্ষার বৃষ্টি শুরু হলেও যে ঘাটতি হয়ে গিয়েছে তা যে আর পূরণ হবে না সেব্যাপারে আবহবিদদের কোনও সংশয় নেই। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা ডঃ গোপীনাথ রাহা বলেন, 'মৌসুমি অক্ষরেখার পূর্ব প্রান্ত এখন দক্ষিণে রয়েছে। এটা উত্তরে সরে এলে তবেই এখানে বর্ষার বৃষ্টি বলতে যা বোঝায় সেটা পাওয়া যাবে। এজন্য অপেক্ষা করতে হবে। এখন যে বৃষ্টি হচ্ছে সেটা জায়গাভিত্তিক বজ্রগর্ভ মেঘ তৈরি হয়ে।'

উত্তরের সার্বিক বৃষ্টিপাত যে জুন মাসে অর্ধেক কিংবা জুলাইতে তারও কম সেই প্রতিচ্ছবি চা বাগানগুলির নিজস্ব বৃষ্টিমাপক ব্যবস্থাতেও ধরা পড়ছে। যেমন ডুয়ার্সের মেটেলি ব্লকের ইনডং চা বাগানের তথ্য বলছে সেখানে গতবছরের জুন মাসে মোট ১১৪১ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছিল। এবারের জুনে ছিল ৬১৮ মিলিমিটার। গতবারের জুলাইয়ের ১১ তারিখ পর্যন্ত ৬০০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছিল। এবার ২৭৯ মিলিমিটার হয়েছে। পরিস্থিতি এমনই পূর্ব ডুয়ার্সের একাধিক বাগানকে নজিরবিহীনভাবে কৃত্রিম সেচের আশ্রয়ও নিতে হচ্ছে বলে চা মহল জানাচ্ছে। ইনডং-এর সুপারিন্টেন্ডেন্ট ম্যানেজার রজত দেব বলেন, 'দ্রুত যদি বৃষ্টি না নামে তবে পরিস্থিতি যে আরও সঙ্গিন হয়ে উঠবে তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই।'

চা বণিকসভাগুলির কর্তাদের কণ্ঠেও উদ্বেগের সুর। ডিবিআইটিএ-র সচিব শুভাশিস মুখোপাধ্যায় বলছেন, 'বহু বাগানের কার্যত ভেন্টিলেশনে চলে যাওয়ার জোগাড় হয়েছে। উৎপাদন মার খাওয়ার পাশাপাশি জলবায়ুর এরকম পরিবর্তনের কারণে চায়ের গুণগতমান ও সেইসঙ্গে দামের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।' আইটিপিএ-র ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক রামঅবতার শর্মার কথায়, 'সংগঠিত ক্ষেত্রের বাগানগুলিতে উৎপাদন কম তো রয়েইছে। আশ্চর্যজনকভাবে শিলিগুড়ি চা নিলামকেন্দ্রে গড়ে গতবারের থেকে দাম কিলো প্রতি গড়ে ৫০ টাকা কমে গিয়েছে। উচ্চপর্যায়ের সরকারি হস্তক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি।' টিপা-র চেয়ারম্যান মহেন্দ্র বনসল বলেন, 'ডুয়ার্স-তরাই-এর পরিস্থিতি নিয়ে আমরা চিন্তিত।' জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো কাঁচা পাতার ন্যায্য দাম মিলছে না। কিলোপ্রতি ১৪-১৫ টাকায় পাতা বিকোচ্ছে। যেখানে উৎপাদন খরচ অন্তত ১৮ টাকা।'

এমন পোড়া দুপুরে প্রাণ যায় যায়...

প্রথম পাতার পর

জলপাইগুড়ির চা শিল্পপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলছিলেন, 'গাছের পাতা ভিজছে, কিন্তু গোড়া শুকনো থাকছে।' তিনি খুব একটা ভুল বলেননি।

ক'দিন ধরেই সিকিমের রাজধানী গ্যাংটকে বৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু এখনও বৃষ্টির ঘাটতি ৩৫ শতাংশ। এমন ঘাটতি সমতল উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলাতেই। বেঙ্গল সাফারির এক আধিকারিক বললেন, বর্ষাতেও গ্রীষ্মের খাবার দিতে হচ্ছে বন্যদের। রোদ থেকে বাঁচতে আলসেমিতে ডুব দিচ্ছে বনের রাজাও। বাঘেদের অবস্থা তো আরও কাহিল। দিনভর নাকি শুয়ে থাকছে গাছের ছায়ায়।

কিন্তু কেন এমন পরিস্থিতি? আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলছেন, 'এই অঞ্চলে বৃষ্টি নির্ভরশীল মৌসুমি অক্ষরেখার অবস্থানের ওপর। স্বাভাবিক অবস্থান থেকে অক্ষরেখা যত উত্তরে সরবে, ততই বৃষ্টি হবে উত্তরবঙ্গে। কিন্তু বর্তমান অবস্থান দক্ষিণে। এ কারণেই দক্ষিণবঙ্গ বিরামহীন ভিজছে, পুড়ছে উত্তর।' তাহলে কি দহনজ্বালা ভবিতব্য? যেহেতু তাপমাত্রার বৃদ্ধি ঘটছে, ফলে বজ্রগর্ভ মেঘ সৃষ্টি হয়ে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি নামবে রবিবারই। তবে সাময়িক স্বস্তির বাইরে কিছুই পাওয়া যাবে না। ব্যাপ্তি এবং তীব্রতার বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ১৮ বা ১৯ জুলাই। অর্থাৎ শ্রাবণে পৌঁছে।

রবি ঠাকুর বেঁচে থাকলে কি তবে লিখতেন, 'নীল নবঘনে আষাঢ়গগনে...'?

এবার ধর্ষণ ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটে

প্রথম পাতার পর

অধ্যক্ষ অবশ্য দেখা করেননি। তবে আইআইএম কর্তৃপক্ষ বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, 'অভিযোগকারিণী ইনস্টিটিউটের কেউ নন। প্রশাসনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করা হচ্ছে। এই ধরনের ঘটনায় জিরো টলারেন্স নীতি আছে আইআইএমের। তবে তদন্ত চলাকালীন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকবে কর্তৃপক্ষ।'

অন্যদিকে, তৃণমূলের রাজ্য সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদারের যুক্তি, 'প্রতিষ্ঠানটি কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে চলে। অভিযুক্ত বহিরাগত। তাই এই বিষয়ে বিজেপিকে প্রশ্ন করলে ভালো হয়।' কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার পালটা বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে বলা হয়েছে, পুলিশ উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে।'

ধৃত আইআইএমের দ্বিতীয় বর্ষের পড়ুয়া আদতে বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা। ২০২৪ সালের জুন মাসে আইআইএমে ভর্তি হন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী। নির্যাতিতার সঙ্গে সমাজমাধ্যমে তাঁর আলাপ হয় বলে পুলিশ জেনেছে। ইতিমধ্যে তাঁর মোবাইল বাজেয়াপ্ত করে দেখা হচ্ছে, কোনও ভিডিও বা অন্য কিছু শেয়ার করা হয়েছিল কি না। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, অভিযুক্ত বারবার বয়ান বদল করছেন।

অভিযুক্ত পড়ুয়াকে আদালতে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। শনিবার।

নির্যাতিতা পেশায় মনোবিদ। কাউন্সেলিংয়ের নাম করে অভিযুক্ত তাঁকে ক্যাম্পাসে ডেকেছিলেন বলে অভিযোগ। ব্যক্তিগত সমস্যা গোপন রাখার কথা বলে সরাসরি তাঁকে হস্টেলে নিয়ে যান পড়ুয়াটি। হস্টেলে যাওয়ার সময় নিরাপত্তারক্ষীর কাছে থাকা ভিজিটর রেজিস্টারে কিছু নথিভুক্ত করতে দেওয়া হয়নি বলে নির্যাতিতার অভিযোগ।

শুক্রবার সেইসময় কর্তব্যরত নিরাপত্তারক্ষী ও হস্টেল সুপার সহ বেশ কয়েকজনের বয়ান ইতিমধ্যে রেকর্ড করেছে পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ কিছু নমুনা সংগ্রহ ও বেশকিছু জিনিস বাজেয়াপ্ত করেছে ফরেন্সিক পরীক্ষায় পাঠানোর জন্য। পুলিশের নজরে ধৃতের বেশ কয়েকজন বন্ধুও রয়েছেন। ওইদিন অভিযুক্ত কাদের সঙ্গে কথা বলেছেন, তাঁর অতীত কী ইত্যাদিও জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। নির্যাতিতার বয়ানের সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখা হবে

শনিবার সরকারি আইনজীবী অবশ্য আদালতে অভিযুক্তকে প্রভাবশালী বলে দাবি করেছেন। আইআইএমের মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তারক্ষীকে প্রভাবিত করে তরুণীকে ক্যাম্পাসের ভিতরে যাওয়ার যুক্তি তুলে ধরেন তিনি। নির্যাতিতা অভিযোগপত্রে লিখেছেন, হস্টেলের ঘরে তাঁকে স্টিলের বোতলে জল ও পিৎজা খেতে দেওয়া হয়েছিল। যা খেয়ে তিনি অসুস্থ বোধ করে ওয়াশরুমে যেতে চাইলেও ওই তরুণ যেতে দেননি।

নির্যাতিতার অভিযোগ, ওই অবস্থাতেই অভিযুক্ত তাঁর চুল ধরে। নিজেকে বাঁচাতে তিনি অভিযুক্তকে চড় মারলে তাঁকেও মারধর করা হয়। তারপর তিনি আর কিছু মনে করতে পারছেন না। কিন্তু তাঁকে খারাপভাবে স্পর্শ ও যৌন নির্যাতন করা হয় বলে তিনি বুঝতে পারেন। জ্ঞান ফেরার পর তিনি নিজেকে অভিযুক্তের বিছানায় দেখতে পান বলে জানিয়েছেন। তারপরই তিনি থানায় যান।

১৬
ছোটগল্প
পিনাকী রঞ্জন পাল

১৭
ছোটগল্প সুপ্রিয় দেব রায়
কবিতা মনোনীতা চক্রবর্তী, সুদীপ চৌধুরী, স্বপ্ননীল রুদ্র, সাহানুর হক, হিমাদ্রি শেখর দে, সন্দীপন গঙ্গোপাধ্যায়, দেবশ্রী দে, পঙ্কজ কুমার ঝা

বড়লোক

তাঁর কাছে নাকি এত টাকা আছে যে, তিনি চার পুরুষকে স্রেফ বসিয়ে খাওয়াতে পারবেন। অভিনেতা রাম কাপুরের এমন দাবির পর থেকেই তিনি ব্যাপক চর্চায়। তবে তাঁর দাবি যাই হোক না কেন, ট্যাঁকের জোর থাকলে কেউ যে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে না সেটা প্রমাণিত। অনন্তকাল থেকেই। এবারের প্রচ্ছদে বড়লোক।

গরিব খোঁজে খাদ্য আর ধনী খোঁজে খিদে

অম্বরীশ ঘোষ

অনেক বিশিষ্টজনই বিভিন্ন সময় বলেছেন, কিছু কিছু মানুষ সত্যিই খুব অসহায়। তাঁদের ভালোলাগা, মন্দলাগা, ব্যথা-বেদনা নিয়ে বলার মতো কেউ থাকেন না। কিন্তু অনেক অনেক মানুষের কথা জানি যাঁরা তাঁদের যন্ত্রণার আর ইচ্ছের কথাগুলি সময়কে বলেন। আর তাঁরাই সময়ের আশীর্বাদে, সময়ের সন্তান হয়ে, সময়ের সন্তানস্নেহে জীবিকা ও জীবনে নিমজ্জিত হয়ে অর্থ ও প্রতিপত্তির স্নেহাশিস পেয়ে থাকেন। প্রতিপত্তি এবং অভিজ্ঞতালব্ধ অর্থ নিয়ে সভ্যতার পৃষ্ঠায় উদাহরণ হয়ে ওঠেন। ধনী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভেদ রেখা টানা মোটেও এই লেখার লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য নয় একজন মানুষকেও ছোট করার।

প্রতিটি মানুষের সংগ্রাম এবং জীবনযাপনের লড়াইকেই শ্রদ্ধা জানাই। কিন্তু এই সংগ্রামে যাঁরা অনেকটা এগিয়ে গেলেন, তাঁদের কথা একটু বেশি বলতেই হয় এই লেখায়। ধনীদের দিকে একটা তির্যক দৃষ্টির বিষয়ে সমাজ অবগত। অনেকের আবার এমন একটা দৃষ্টিভঙ্গি যে তাঁরা যেন ধনী হয়ে একটা বিরাট অপরাধ করে ফেলেছেন। আপত্তিটা এখানেই। আমার মধ্যবিত্ত যাপন থেকে যখন তাঁদের দেখি, তখন তাঁদের সঙ্গে আমার দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যটা খুঁজি। এই অনুসন্ধানের সময় একটা প্রবাদ বারবার মনে আসে, 'গরিব খোঁজে খাদ্য আর ধনী খোঁজে খিদে'। তাঁদের এই খোঁজে রয়েছে প্রেরণা, নিষ্ঠা, আকাঙ্ক্ষা, পরিকল্পনা এবং আত্মবিশ্বাস। তাঁরা এই অস্ত্রগুলোতে প্রতিনিয়ত ধার দিতে থাকেন। বিশেষ করে আত্মবিশ্বাসে। সব সময় নিজের ওপর বিশ্বাস রাখা এবং আত্মবিশ্বাসকে ম্লান হতে না দেওয়াতে এই মানুষেরা পটু। আর তাঁদের এই আত্মবিশ্বাস আসে প্রতিদিনের পরিশ্রম থেকে, দিনের পর দিন আত্মপ্রশিক্ষণ থেকে। আত্মবিশ্বাসে তাঁরা প্রতিনিয়ত আচ্ছাদিত থাকেন, যেন পরিধানযোগ্য তাঁদের সবচেয়ে সুন্দর পোশাকটির নামই আত্মবিশ্বাস। এমন মানুষের সংখ্যা খুবই কম যাঁরা অর্থনৈতিকভাবে বিশেষ স্বাবলম্বী হতে চান না। তাঁদের কাছে তাই অর্থনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত মানুষেরা আড়চোখের পাত্র না হয়ে উদাহরণ হয়ে ওঠাই বাঞ্ছনীয়।

> সব সময় নিজের ওপর বিশ্বাস রাখা এবং আত্মবিশ্বাসকে ম্লান হতে না দেওয়াতে এই মানুষেরা পটু। আর তাঁদের এই আত্মবিশ্বাস আসে প্রতিদিনের পরিশ্রম থেকে, দিনের পর দিন আত্মপ্রশিক্ষণ থেকে। আত্মবিশ্বাসে তাঁরা প্রতিনিয়ত আচ্ছাদিত থাকেন, যেন পরিধানযোগ্য তাঁদের সবচেয়ে সুন্দর পোশাকটির নামই আত্মবিশ্বাস।

এই সফল মানুষেরা জীবন ও উন্নতি রেখা নিয়ে আসলে একটি ধারণার খোঁজ করেন। তাঁদের সমস্ত অর্জন এবং সমস্ত অর্জিত সম্পদের শুরুটা কিন্তু সেই ধারণার ওপর ভর করেই হয় এবং ধীরে ধীরে তা বিকশিত হয় এবং পূর্ণতা লাভ করে। এটা তো মিথ্যে নয় যে, সমস্ত ধনসম্পদের উৎপত্তিটা আসলে হয় মনের মধ্যে। সম্পদ বিষয়টা প্রথমে ধারণাতেই থাকে। তার প্রকৃত অনুসন্ধান এবং ধারণা তাঁদের কাছে সম্পদ বয়ে আনে। ধনীদের আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ কিন্তু করতেই হয়। তাঁরা এটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন যে, তাঁরা নিজের ভাগ্য নিজেই গড়বেন। কোনও সুপারপাওয়ার-এর আশীর্বাদ তাঁরা চাইতেই পারেন তাঁদের আত্মবিশ্বাস বাড়াবার জন্য কিন্তু নিজের ভাগ্য সংক্রান্ত বিষয়টিতে তাঁরা অনেকটা বেশি নিষ্ঠাবান এবং পজেসিভ। অর্থ এবং সাফল্যকে কেন্দ্র করে তাঁদের সংগ্রামে এটা অনেক বড় একটা দিক। নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন করতে অন্যদের চেয়ে নিজেরা অনেক পথ বেশি হাঁটেন। আজ যাঁরা নিজেদের ধনী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাঁরা হয়তো এতটা ধনী হওয়ার কথা ভাবেননি একটা সময়। কিন্তু কাজ আর নিজের মেধাকে প্রতিনিয়ত ভালোবেসে গিয়েছেন। আর এই ভালোবাসাই তাঁদের ধনী করেছে।

উন্নতি তথা অর্থনৈতিক পরিবর্তন তখনই সম্ভব যখন একজন মানুষ নিজের জীবনের সঙ্গে পরীক্ষানিরীক্ষা নামক বিষয়টিকে জড়িয়ে ফেলেন। এই সমৃদ্ধি তখনই সম্ভব যখন একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ নিজেকে ঝুঁকিতে ফেলতে পিছপা হন না। সামগ্রিক এই পদ্ধতি বা আরও একটু সরাসরি বললে এই ঘটনাক্রমে তাঁরা নিজেদের হারিয়ে ফেলেন না, বরং প্রতিনিয়তই নতুন নতুনভাবে খুঁজে পেতে ভালোবাসেন। তাঁরা আসলে অমসৃণ পথ আর অন্ধকার পথগুলিতে নিজের আলোর সন্ধানটা পেয়ে যান এবং সেই আলো নিয়েই চলেন।

এরপর ষোলোর পাতায়

সময়ের সঙ্গে সংজ্ঞা বদল

রাহুল দাস

মানুষ যখন যাযাবর ছিল, তখন 'বড়লোক' শব্দবন্ধটি আবিষ্কৃত হয়নি। তারা দলবদ্ধভাবে জঙ্গলে ঘুরত, একসঙ্গে শিকার করত, বনের ফলমূল কুড়িয়ে আনত, আর সন্ধ্যার আগুনঘেরা গুহায় মিলেমিশে তা ভাগ করে খেত। ব্যক্তিগত মালিকানার বোধ তখনও গড়ে ওঠেনি-'আমার' নয়, সবটাই ছিল 'আমাদের'। প্রকৃতি ছিল সবার, আর মানুষ ছিল তারই নিঃস্বার্থ সন্তান। সমানতার সহজ এক রেখায় আঁকা ছিল সেই আদিম সমাজের চিত্র।

সময় নদীর মতো-স্রোত ধরে এগিয়ে চলে। সেই স্রোতে ভেসে মানুষ পৌঁছাল এক নতুন অধ্যায়ে, সে আবিষ্কার করল কৃষিকাজ। যাযাবর জীবন পেরিয়ে, সে শুরু করল এক জায়গায় থিতু হয়ে বসবাস। ধাপে ধাপে কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আবিষ্কৃত হল চাকা, তৈরি হল পশুবাহিত গাড়ি, আর ধাতুর ব্যবহার সভ্যতাকে নিয়ে গেল নতুন এক গতির দিকে।

নিজের প্রয়োজন মিটে যাওয়ার পর, যা অতিরিক্ত-তা দিয়ে বিনিময়ের প্রথম পাঠ শুরু হল। গড়ে উঠল আদানপ্রদানের প্রাথমিক ধারণা, যার ভেতর দিয়ে উঁকি দিল এক নতুন চেতনা-'আমার'।

ঐতিহাসিকদের মতে, সেখান থেকেই শুরু হয়েছিল সম্পত্তির বিভাজন। আসলে, সেসময়ে অর্থনীতির সিংহভাগটাই যে ছিল কৃষিকাজ! যে জমিতে ফসল ফলায় সে নয়, বরং যার দখলে জমি, সমাজ তাঁকেই 'বড়' বলে মানল। ক্রমে এই ব্যবধান বাড়তে থাকল-

> ধীরে ধীরে সমাজে 'বড়লোক' শব্দটির সংজ্ঞাও সময়ের সঙ্গে পালটে গিয়েছে। একসময় বড়লোক মানে ছিল রাজা বা জমিদার, পরবর্তীতে ব্যবসায়ী বা শিল্পপতি।

একদিকে জমির মালিক, অন্যদিকে ঘামজল ঝরানো চাষি। একসময় এই মালিক শ্রেণি সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করল।

এভাবেই 'বড়লোক' কথাটির জন্ম- যা কেবল ধনসম্পদের প্রাচুর্যে নয়, বরং ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণে-যেখানে জমির দখল মানেই ছিল, সমাজের চোখে শ্রেষ্ঠত্বের সনদ।

এরপর ইতিহাসে প্রবেশ করে রাজতন্ত্র। জমিদার, রাজা, সেনাপতি-তাঁদের হাতে ধনসম্পদ, জমি, জনতা, এমনকি বিচার ও শাসনের অধিকার। এইসব শ্রেষ্ঠত্ব উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জিত, বা 'বল'-এর দাপটে ছিনিয়ে নেওয়া। তাঁরা ছিলেন সমাজের অভিভাবক, নিঃসন্দেহে; কিন্তু সেই অভিভাবকত্ব ছিল একপেশে-দান, পুজো, উৎসবের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল নিজেকে বড়লোক প্রমাণের শ্রেষ্ঠ পন্থা। অন্তত পক্ষে পুরোনো সব সাহিত্য, ইতিহাস, নথিপত্র এইসব তো সেই ধারণাই দেয়।

কিন্তু সমাজ বদলায়, প্রতিনিয়ত বদলায়। সমুদ্রপথ খুলে যায়, বাণিজ্য বিস্তার লাভ করে। সোনার মুদ্রা আর মশলার গন্ধে ব্যবসায়ীরা হয়ে ওঠে নতুন ধরনের বড়লোক-যারা জন্মসূত্রে নয়, চতুরতায়, বুদ্ধিমত্তায়, লেনদেনে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। পরবর্তীতে শিল্পবিপ্লব একেবারে অন্য এক শ্রেণির জন্ম দেয়-পুঁজিপতি। তারা নিয়ন্ত্রণ করে মেশিন, কাঁচামাল, শ্রম, বাজার-সবকিছু।

ধীরে ধীরে সমাজে 'বড়লোক' শব্দটির সংজ্ঞাও সময়ের সঙ্গে পালটে গিয়েছে। একসময় বড়লোক মানে ছিল রাজা বা জমিদার, পরবর্তীতে ব্যবসায়ী বা শিল্পপতি। বড়লোক হওয়া যেন এখনও এক ধরনের ক্ষমতার প্রতীক-অর্থ, সম্পদ, প্রভাব ও সুযোগের নিয়ন্ত্রণের অধিকার।

আজকের দিনে অনেকেই স্টার্টআপ, আইনের জ্ঞান বা বিনিয়োগের দক্ষতার মাধ্যমে বড়লোক হচ্ছেন। কেউ অ্যাপ বানিয়ে রাতারাতি কোটিপতি হয়ে উঠছেন, কেউ আবার ইউটিউব বা সোশ্যাল মিডিয়ায় জনপ্রিয়তা অর্জন করে ব্র্যান্ড চুক্তি, স্পনসরশিপ

এরপর ষোলোর পাতায়

সুশীল কুমার থেকে বাদামকাকু, ছবিটা একই

মহুয়া বাউল

বড়লোক নিয়ে একটা কথা খুব জনপ্রিয়। 'তুমি এই পৃথিবীতে জন্মেছ গরিব হয়ে সেটা তোমার দোষ নয়, কিন্তু যদি তুমি গরিব হয়েই মারা যাও তবে সেটা তোমারই দোষ'। অর্থাৎ, তুমিই চেষ্টা করোনি, কিংবা পারোনি তোমার ভাগ্য বদলাতে।

ভাগ্য বদলাতে সবাই চায়, আর সবাই চায় বড়লোক হতে। আমাদের সমাজে অর্থের দিক থেকে যাঁরা খুব উঁচু জায়গায় থাকেন, বিত্তশালী, তাঁদের মধ্যে স্পষ্টত দুটো ভাগ আছে। একদল তাঁরা, যাঁদের নামের পাশে বড়লোক শব্দটা জন্ম থেকেই জুড়ে থাকে। জন্মের পর অনেকের ব্যাপারে বলা হয় সোনার চামচ নিয়ে জন্মেছে। আর দুই, যাঁরা জন্মান গরিব ঘরে, কিন্তু ভাগ্যের ফেরে তাঁরা হঠাৎ করেই বড়লোক হয়ে যান।

'কাঁচা বাদাম' শব্দযুগল মনে আছে? বীরভূম জেলার দুবরাজপুরের বাসিন্দা ভুবন বাদাম বিক্রি করতেন। যেমন আর পাঁচটা বাদামওয়ালা করেন। বাদাম বিক্রি করার সঙ্গে একটা গান গাইতেন তিনি। 'হাতের বালা, পায়ের চুরি, সিটি গোল্ডের চেন/দিয়ে যাবেন। আজি সমান সমান বাদাম পাবেন, বাদাম বাদাম দাদা বাদাম বাদাম, বাদাম/আমার কাছে নাই গো বুবু ভাজা বাদাম, আছে কাঁচা বাদাম'। সোশ্যাল মিডিয়ায় কেউ একজন এই গানের ভিডিও তুলে দিতেই লক্ষ লক্ষ ভিউ হয়, এমন ভাইরাল হয়ে যান ভুবন, যে তাঁকে নিয়েই চর্চা চলতে থাকে, তিনি হয়ে ওঠেন সকলের প্রিয় 'বাদামকাকু'। তাঁর এই গানে রিলস বানান নানান জনপ্রিয় সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্সাররা। সোশ্যাল মিডিয়ার জনপ্রিয়তার জোরে রাতারাতি বড়লোক হয়ে যান ভুবন, গানের প্লে-ব্যাক করার অফার পান, ভুবন থেকে তিনি হয়ে ওঠেন ভুবন বাদ্যকর। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার আরেকটা অন্ধকার দিক যে আছে, ভুবন সম্ভবত সেটা জানতেন না। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিদিন নতুন নতুন জিনিস ভাইরাল হয়, আজ যেটা ভাইরাল কাল সেটাকে রিপ্লেস করে আরেকটা কিছু ভাইরাল। সোশ্যাল মিডিয়ার জোরে যাঁরা রাতারাতি খ্যাতি পান, সোশ্যাল মিডিয়াই আবার তাঁদের

> ভাগ্য বদলাতে সবাই চায়, আর সবাই চায় বড়লোক হতে। আমাদের সমাজে অর্থের দিক থেকে যাঁরা খুব উঁচু জায়গায় থাকেন, বিত্তশালী, তাঁদের মধ্যে স্পষ্টত দুটো ভাগ আছে।

টেনে নামায় নীচে। ফলে ভুবনের গান আগে যতখানি ভাইরাল ছিল আজ আর নেই। একজন সাধারণ বাদামওয়ালা, যিনি পরিশ্রম করেই তাঁর সারাদিনের আয় করতেন, তিনি শেষপর্যন্ত সোশ্যাল মিডিয়ার এই পুতুলখেলার শিকার হলেন।

আরেকজনের কাহিনী এর চেয়েও করুণ। বিহারের বাসিন্দা সুশীল কুমার। বিহারের তরুণ এই সুশীল কুমার একসময় ইউপিএসসির প্রস্তুতি নিতেন, তাঁর স্বপ্ন ছিল আইএএস অফিসার হওয়ার। কিন্তু তাঁর জীবন বদলে দেয় 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি' নামের শো। বিগ বি'র মুখোমুখি হয়ে কেবিসিতে গিয়ে সব প্রশ্নেরই ঠিক জবাব দিয়ে পাঁচ কোটি টাকা জেতেন সুশীল। ফলে রাতারাতি কোটিপতি হয়ে যান তিনি। রাতারাতি কোটিপতি হয়ে লাইফ স্টাইল বদলে যায় তাঁর। তিনি প্রচারমাধ্যমের আলোয় চলে আসেন, সেলেব্রিটি তকমা পান। নানান অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে যাওয়া শুরু করেন, ব্যস্ততা এত বেড়ে যায় যে, তাঁর পড়াশোনার প্রস্তুতি বন্ধই করে দেন। প্রচারে টিকে থাকতে নানা জায়গায় মোটা অঙ্কের অর্থ দান করা শুরু করেন সুশীল, সেইসঙ্গে চলে যেখানে সেখানে মোটা বিনিয়োগ করা। ফলে প্রচুর আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন। পরিবারের লোকেরা তাঁকে সাবধান করলেও, জনপ্রিয়তার ভূত তখন তাঁর মাথায় চড়ে গিয়েছে। ফলে তিনি কারোর কথাই শোনেননি। স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, স্ত্রীও তাঁকে ছেড়ে চলে যান। ধীরে ধীরে সমস্ত টাকা খুইয়ে ফেলেন সুশীল।

এরপর ষোলোর পাতায়

মায়ের কান্না

পিনাকী রঞ্জন পাল

শালবাগান। নাম শুনলে মনে হয় শাল গাছের ছায়ায় ঘেরা সবুজ গ্রাম। কিন্তু বাস্তবতা তার উলটো- একটা ধূসর, রুক্ষ, খরাপীড়িত জনপদ। এই গ্রামে বর্ষা আসে প্লাবন নিয়ে, রাজনীতি আসে শুধুই ভোটের ঠিক আগের রাতে। আর মানুষ? তারা আসে আর যায় - ক্ষুধার ছায়ায় ঢেকে যাওয়া জীবনের দিকে তাকিয়ে।

এই গ্রামেরই মেয়ে গৌরী সাহা। গায়ের রং মাটির মতোই ম্লান, চোখ দুটি যেন অচেনা এক নদীর নীরব ব্যথা বহন করে। দশ বছর বয়সে মা হারায়, আর ষোলোতেই বিয়ের সাজে বসে- যেখানে মেয়েদের নিজের জীবন বেছে নেওয়ার কোনও অধিকার নেই। স্বামী বিরেন সাহা একজন রিকশাওয়ালা। ভালোবাসা ছিল, কিন্তু সামর্থ্য ছিল না। জীবন তাকে বারবার পরাজিত করেছে। হঠাৎ একদিন শরীরে ধরা পড়ে ক্যানসার। জীবিকার চাকা থেমে যায়। বিছানাই হয়ে ওঠে বিরেনের ঠিকানা।

গৌরীর কোলজুড়ে আসে সদ্যোজাত শুভ। ক্ষুধায় কাঁদে, মা বললেই হাসে। সেই মুখ দেখে প্রতিদিন গৌরীর মনে হয়- 'যতদিন আমি আছি, ও না খেয়ে থাকবে না।' কিন্তু কথাগুলো যে কথার মধ্যেই আটকে থাকে।

বাড়ি বলতে বাঁশ, পলিথিন আর ভাঙা কুঠুরির মতো একটা ঘর। সন্ধ্যা নামলেই বৃষ্টির শব্দ পলিথিনে চিৎকার করে ওঠে, ভিতরে বিরেন কাশে- চাপা, ভেজা কাশি। গৌরী শুভকে কোলে নিয়ে বাইরে যায়- বাসন্তীর বাড়ি। বাসন্তী এখন শহরে কাজ করে, একটু আধুনিক, একটু কড়া।

'তুইও শহরে যা। সুন্দরীরা হোটেলেও কামায়... লোকে মুখ দেখে রে, গৌরী,' - বলে বাসন্তী, একগাল বাস্তবতার চেহারা। গৌরী হাসে না। চুপ করে শুভকে জড়িয়ে ধরে। খালি কৌটোয় বাসন্তী কিছু চিঁড়া আর চিনি দেয়। বাসন্তী পালটা জিজ্ঞেস করে, 'বাচ্চাটা কি না খেয়ে মরবে, গৌরী?' সে কিছু বলে না। হাঁটতে হাঁটতে ফিরতে ফিরতে তার পায়ের নীচে শুধু ধুলো, আর মনজুড়ে চুপচাপ অন্ধকার।

পরদিন সকালে গৌরী ঠিক করে- এবার সে বিডিও অফিসে যাবে। শুনেছে নতুন কোনও 'মাতৃত্ব সহায়তা যোজনা' এসেছে। একটু দুধ, সামান্য চাল-পয়সা যদি মেলে...বিরেন বলে, 'কিছু হবে না। তারা শুধু ফর্ম নেয়, ফিরিয়ে দেয়।' তবু, গৌরী থামে না। শুভকে আঁচলে জড়িয়ে ছ'কিলোমিটার পথ হেঁটে যায় বিডিও অফিসে। অফিসে বসে সদ্য কলেজ পাশ করা মৃণাল- টাইপ মেশিনের ঠকঠক শব্দ আর মোবাইল স্ক্রলের মাঝে আটকে থাকা আধা-কর্মঠ সরকারি যুবক।

'র‍্যাশন কার্ড?'

'নেই, দাদা।'

'ঠিকানা প্রমাণ? ছবি? অ্যাকাউন্ট?'

'শুধু খেতে চাই, দাদা... ছেলেটা কাঁদছে।'

মৃণাল ক্লান্ত গলায় বলে, 'সব কাগজ ঠিকঠাক থাকলে পরে দেখা যাবে।'

'পরে দেখা যাবে'- এই চারটে শব্দ যেন গৌরীর বুক ছিঁড়ে বেরোয়। কিন্তু সে চিৎকার করে না। শুধু চুপচাপ বেরিয়ে আসে।

ফেরার পথে একটা সরকারি স্কুলে উঁকি দেয়। বাচ্চারা মিড-ডে মিল খাচ্ছে- ভাত, ডাল আর আলুভাজা। শুভ ক্ষুধায় কেঁদে ওঠে।

'একটু ভাত, দিদি?'- বলে গৌরী এক শিক্ষিকাকে।

'এটা কি রাস্তার ভিখারিদের জায়গা?'- ধমক আসে মুখে।

গৌরী ফিরে আসে। বাসন্তীকে দেখে বলে, 'ফর্ম আছে, ভাত নেই।'

সেই রাতে ঘরে ভাত নেই, দুধ নেই, শুধু নিঃশব্দ একটা কান্না- শিশুর না, একটা নিরুপায় মায়ের।

একদিন, এক নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে, গৌরী শুভকে বুক থেকে নামিয়ে দেয়- ঠিক সেই মুহূর্তে একটা গলা চিৎকার

শালবাগানের বর্ষা মানে কেবল জল নয়, মানে গলে যাওয়া স্বপ্ন, ভেসে যাওয়া ঘর আর থমকে যাওয়া ক্ষুধার আর্তনাদ। পলিথিনের ছাউনিতে টপটপ করে পড়ে বৃষ্টি। গৌরী জানে, ভিজে উঠবে চাল-ডাল, নরম হয়ে যাবে দেওয়ালের মাটির প্রলেপ।

করে ওঠে- 'ও মা, কী করছ!' মানুষ ছুটে আসে। শুভ উদ্ধার হয়। গৌরী চুপ। শুধু ফিসফিস করে বলে, 'ওকে দুধ খাওয়াও... ওর গলা শুকিয়ে গেছে।'

।। দুই ।।

শালবাগানের বর্ষা মানে কেবল জল নয়, মানে গলে যাওয়া স্বপ্ন, ভেসে যাওয়া ঘর আর থমকে যাওয়া ক্ষুধার আর্তনাদ। পলিথিনের ছাউনিতে টপটপ করে পড়ে বৃষ্টি। গৌরী জানে, ভিজে উঠবে চাল-ডাল, নরম হয়ে যাবে দেওয়ালের মাটির প্রলেপ। কিন্তু তার ভয়ের আসল জায়গা শুভ। দিন দুয়েক ধরে ওর গায়ে জ্বর, পেটটা ফুলে উঠছে অদ্ভুতভাবে। বাসন্তী বলেছে, 'পুষ্টিহীনতায় এমন হয়... ডাক্তার দেখাতে হবে।'

কিন্তু কী নিয়ে যাবে সে? দু'মুঠো চাল, না একটা শিশুর হাত? সেই রাতেই, শুভ চিৎকার করে ওঠে। খিদে না জ্বর- গৌরী বোঝে না। তার বুকের দুধ শুকিয়ে গেছে বহুদিন, দোকানের দুধের দাম শুনলেই মাথা ঝিমঝিম করে। শরীরেও নেই আর জোর, চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে কান্নায়, না কেঁদেই।

ভোরবেলা বাসন্তীকে ডাকে গৌরী- 'তুই বলেছিলি, শহরে কাজ আছে, না? তুই নিয়ে যা আমায়। শুভকে রেখে যাব না। যেখানেই যাব, ওকে নিয়ে যাব।' বাসন্তী থমকে যায়। এতদিন ধরে বলেছে, আজ গৌরী বলছে! 'শহরে কাজ মানে সোজা নয় রে। বাসন মাজা, বাজার করা, কেউ কেউ খারাপ কিছু চাইতেও পারে... সব সহ্য করতে পারবি?' গৌরী একবার চোখ মেলে শুভর দিকে চায়। বলে, 'আমি ক্ষুধা সহ্য করতে পারছি না। বাকিটা করে দেখব।'

সেইদিন বিকেলেই দুজন রওনা দেয় শহরের দিকে। সাইকেলভ্যানে চেপে, কাঁদতে থাকা শিশুটিকে আঁচলে জড়িয়ে, মাথায় একটা পুরোনো ব্যাগ। মফসসলের সীমা পেরিয়ে যত শহরের দিকে এগোয়, গৌরীর চোখে নতুন আলো না, কেবল ঘোলা ধোঁয়া নামে।

শহর মানে আশ্রয় নয়, শহর মানে লড়াই। বাসন্তী যাদের জানে, সেই এক মধ্যবিত্ত পরিবারের রান্নাঘরের কাজ জোটে। সকাল সাতটা থেকে রাত আটটা। খাওয়া একবার, মজুরি সামান্য, ঘুম- শুধু গ্যারাজ ঘরের এক কোণে। শুভকে সঙ্গে রাখা যাবে না, তাই বাসন্তীর এক আত্মীয়ের কাছে রেখেই কাজে নামতে হয়।প্রথম দিনেই বুঝে যায় গৌরী - এই শহরে কেউ কারও মা নয়, কেউ কারও সন্তান নয়। এখানে শুধু দামের খেলা, ঘাম দিয়ে টাকা কেনা আর সম্মান হারানোর আগে কাজের তালিকা ঠিক করে ফেলা।

ছোটগল্প

তিনদিন কেটে যায়। শুভ ভালো নেই। বাসন্তীর আত্মীয় রমা বলল, 'এভাবে আর রাখা যাবে না, গৌরী। ওর তো ওষুধ লাগবে। এ বাড়িতে এমন কান্নাকাটি করলে আমি পারব না।' গৌরী কী করবে বুঝে ওঠে না। নিজের কাজের জায়গায় নিতে পারে না, ফেরত নিতে গেলে শালবাগানে যেতে হবে- সেই পথে আবার খরচ।

চতুর্থ দিন রাতে গৌরী যখন রান্নাঘরে ভাত চড়িয়ে বসে, তখন হঠাৎ তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে শুভর কান্নাভেজা চোখ, আর সেই প্রশ্ন- 'আজ কি খাবে কিছু?'

সেই রাতে, ভাত হয়ে গেলে সে একটা প্যাকেটে সামান্য তুলে নেয়। অনেকক্ষণ ধরে ভাবে- এই ভাতটা ওকে খাওয়াবে সকালে। কিন্তু সকালে ফোন আসে- 'গৌরী, তোর ছেলেটার শরীর খারাপ। কাল রাত থেকে বমি করছে।'

অন্য কিছু না ভেবেই ছুটে যায় সে। শুভকে কোলে তুলে নেয় গৌরী- ওর শরীর গরম, চোখ কোটরে ঢুকে গেছে। তখন আর কোনও যুক্তি থাকে না, কোনও লজ্জাও না। পথের ধারে বসে থাকা এক হকারের থেকে এক কাপ দুধ চায় সে।

'আন্টি, একটু দুধ দেবেন? টাকা পরে দেব...'

হকার মুচকি হেসে বলে, 'মাফ করবেন, আমরা ভিখারি নই, দোকানি। এখানে বাকিতে দুধ চলে না।'

গৌরী চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তখনই হঠাৎ হাত ধরে টান দেয় শুভ- চোখ বুজে গেছে, মুখ হালকা নীলচে। রাস্তায় তখন কোলাহল- গাড়িঘোড়া, লোক, বাজারের ডাকে হারিয়ে যায় এক মায়ের কান্না।

হাসপাতাল। নামটা খুব বড়, কিন্তু দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কেবল একটাই শব্দ- 'ইমার্জেন্সি'। গৌরী কাঁপা হাতে নিয়ে আসে শুভকে। নার্স বলে, 'কার্ড আছে? ফর্ম ফিলআপ?'

'আমার বাচ্চাটা মরছে... পরে করব...'

'নিয়ম মানতেই হবে, আগে কার্ড...'

এক তরুণ ডাক্তার এগিয়ে আসেন- নেমপ্লেটের উপর লেখা অভিষেক রায়। চোখে ক্লান্তি, কিন্তু কণ্ঠে স্নিগ্ধতা।

'দাও ওকে, আমি দেখি।'

শুভকে নিয়ে যান, স্ট্রেচারে শুইয়ে দেন, নার্স স্যালাইন লাগায়। গৌরী দরজার বাইরে বসে থাকে। বুক কাঁপে, পা জমে যায়। তার মনে পড়ে- শুধু এক মুঠো ভাত, এক চুমুক দুধের জন্য শিশুটি কেঁদেছে। আড়াই ঘণ্টা পর, ডাক্তার এসে বলে, 'বাচ্চাটার অবস্থা ক্রিটিক্যাল, পুষ্টিহীনতা, ডিহাইড্রেশন... আমরা চেষ্টা করছি।'

গৌরীর মনে হয়, সবকিছু ঘুরছে।

হাসপাতালের করিডরে সেই রাতটা কেবল গৌরীর, আর শুভর। রাত এগারোটা বাজে- বাইরে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। আকাশে চাঁদ নেই, শুধু বাষ্পে ঢাকা কিছু আলো, আর এক নিঃশব্দ ব্যথা। ভিতরের ঘর থেকে স্যালাইনের ফোঁটা ফোঁটা শব্দ আসছে। শুভ নিঃসাড়।

সে চেয়ারে বসে মাথা নীচু করে। হঠাৎ তার মনে পড়ে, বিরেনের শেষ কথাটা- 'তুই যদি খাওয়াতে না পারিস, আমি মরেও শান্তি পাব না...।' সে ভাবে, এই সমাজে কি আদৌ একজন মা হয়ে বাঁচা যায়?

বাইরে তখন বৃষ্টি শুরু হয়েছে। জানলার কাচে টুপটাপ শব্দ— একটা শহরের ভিতর আরেকটা পৃথিবীর কান্না।

।। তিন ।।

হাসপাতালের করিডরে সেই রাতটা কেবল গৌরীর, আর শুভর। রাত এগারোটা বাজে- বাইরে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। আকাশে চাঁদ নেই, শুধু বাষ্পে ঢাকা কিছু আলো, আর এক নিঃশব্দ ব্যথা।

ভিতরের ঘর থেকে স্যালাইনের ফোঁটা ফোঁটা শব্দ আসছে। শুভ নিঃসাড়। তার মুখে অক্সিজেন মাস্ক, শরীরটা কুঁকড়ে গেছে।

গৌরী দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে। চোখে জল নেই, শুকিয়ে গেছে আগেই। সে জানে, শহরটা তার নয়। হাসপাতালে থাকা এই আলোও তার জন্য নয়। কেবল শুভ- ওইটুকু মুখ-যেটা দেখে ওর সকাল হত, ক্ষুধার মধ্যেও যে মুখে হাত বুলিয়ে সে স্বপ্ন দেখত।

হঠাৎই একজন নার্স ছুটে আসে- 'আপনি গৌরী? বাচ্চার মা?'

সে মাথা নাড়ায়।

'ডাক্তার বলছেন, ভেতরে আসুন।'

ভেতরে গিয়ে দেখে শুভর গায়ে কম্বল ঢাকা। ডাক্তার অভিষেক মুখ নীচু করে বললেন, 'ও আর নেই...'

গৌরী যেন শুনেও শুনল না। চোখ ঘুরিয়ে শুভর মুখের দিকে তাকায়। চোখ বুজে আছে, শান্ত, কষ্টহীন। এক মুহূর্তে একটা শব্দ বুকের মধ্যে গুঁড়ি মেরে ওঠে- 'মা...'

না, বলেনি শুভ কিছু। কিন্তু গৌরী শুনেছে। হয়তো অন্তরে। অথবা নিজের অপরাধে। সে এগিয়ে গিয়ে কোলে তুলে নেয় ছেলেটাকে। মুখে চুমু খায়। ঠান্ডা ঠোঁট। নিঃশব্দ। তারপর ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকে বাইরে।

ডাক্তার পেছন থেকে ডাকেন, 'গৌরীদেবী, ডেথ সার্টিফিকেট, ফর্ম ফিলআপ...'

সে কিছু শোনে না। শুধু হাঁটে। বৃষ্টি আর শহরের আলো তাকে পথ দেখায় না, তার চোখেই আজ ছায়া নামে। একটা মৃত শিশু আর এক জীবন্ত মৃতা- একটা শহর তাদের দেখে, কিন্তু কিছুই করে না।

পরদিন সংবাদপত্রের ছোট্ট কলাম : এক ভিখারিনী মায়ের কোলে শিশুর মৃত্যু, শহরের ব্যস্ত রাস্তার ধারে। কারও চোখে জল ছিল না, কেবল গলে যাওয়া ভাতের গন্ধে মিশে গিয়েছিল বিষের ছোঁয়া। তদন্ত চলছে।

সময়ের সঙ্গে সংজ্ঞা বদল

পনেরোর পাতার পর

আর বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে অঢেল আয় করছেন। আবার কেউ তথ্যপ্রযুক্তি বা কনসালটেন্সি সেক্টর, বিশ্ববাজারে কাজ করে কয়েক বছরের মধ্যেই বিপুল অর্থের মালিক হচ্ছেন। এমনকি কৃষি বা হস্তশিল্পকে আধুনিক পদ্ধতিতে উপস্থাপন করেও অনেকেই বড়লোকের তালিকায় নাম লেখাচ্ছেন।

বড়লোক মানে কি কেবল ধনী? নাকি সে, যার আলোয় শুধু নিজের জীবন নয়, অন্যের জীবনও আলোকিত হয়? বড় বাড়ি নয়-বড় মনই কি তার পরিচয় নয়? সময়ের স্রোতে এই প্রশ্ন বারবার ওঠে, আর উত্তরটা বদলে যায় সমাজের মানদণ্ডে-কখনও কারখানার পরিমাণে, কখনও সোনার ওজনে, কখনও শেয়ারের সংখ্যায়। আবার কখনও-শুধু একজোড়া আশ্রয় দেওয়া হাতে।

এই বিবর্তনের ধারায় আধুনিক যুগ এক নতুন মুখ তুলে ধরে-কর্পোরেট ধনী, উদ্যোক্তা, প্রযুক্তিবিদ। তারা আর জমিদারের বংশধর নন, বরং মেধা, ঝুঁকি আর উদ্ভাবন শক্তির ভরসায় উঠে আসা এক শ্রেণি। তাঁদের ধনসম্পদ শুধুমাত্র জমিতে গড়া নয়-তথ্যে, প্রযুক্তিতে, ব্র্যান্ডে গড়া। আজ বড়লোক মানে কেবল জমির মালিক নন, তিনি হতে পারেন স্টার্টআপের মালিক, স্পেসক্রাফট নির্মাতা কিংবা শেয়ারবাজারের ইশারায় অর্থনীতিকে আন্দোলিত করা এক দূরদর্শী বিনিয়োগকারী।

তাঁদের জীবনযাপনের ছকও আলাদা। বিদেশভ্রমণ, বিলাসবহুল গাড়ি, কাচে মোড়া ঝলমলে অ্যাপার্টমেন্ট, আর সামাজিক মাধ্যমে আলোচিত এক গ্ল্যামার-সব মিলিয়ে তাঁদের অস্তিত্ব যেন সাধারণ বাস্তবতার বাইরে এক ভিন্নতর জগতের বাসিন্দা। এই ঝলক সাধারণ মানুষের মনে দুই রকম প্রতিক্রিয়া জাগায়-একদিকে অনুপ্রেরণা, অন্যদিকে এক চাপা অসন্তোষ। কেউ হয়তো ভাবে, 'একদিন আমিও পারব', আবার কেউ বলে ওঠে, 'তারা শুধু নিজের স্বার্থেই বাঁচে।'

বড়লোকের বিলাসিতা নিয়ে যে সমালোচনার ঢেউ গড়ে ওঠে, তার গভীরে থাকে ইতিহাসের অভিশাপ-বঞ্চনা, অভাব, অসমতায় ডুবে থাকা বহু প্রজন্মের অভিজ্ঞতা। সেই সমালোচনার মধ্যে যেমন থাকে ঈর্ষা বা হীনমন্যতা, তেমনি থাকে এক বাস্তব বোধও-যেখানে কেউ কোটি টাকা দিয়ে ঘড়ি কেনে, আর অন্য কেউ হাসপাতালের দরজায় বসে মৃত্যুর অপেক্ষা করে।

তবে সব সমালোচনাই যে ন্যায়সংগত, তা বলা চলে না। বড়লোক মানেই নিষ্ঠুর-এই ধারণা সমাজের অভ্যাসগত পক্ষপাত। কারণ এমন অনেক ধনী আছেন, যাঁরা নীরবে কাজ করে যান সমাজের জন্য-শিক্ষায়, স্বাস্থ্যসেবায়, পরিবেশে, কর্মসংস্থানে। তাঁরা জানেন, অর্থ ভোগের পাত্র মাত্র নয়-তা এক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্র। সে অর্থই তখন হয়ে ওঠে মূল্যবান, যদি তা অন্যের মুখে হাসি ফোটায়, কারও ভবিষ্যতের ভিত্তি গড়ে দেয়।

আবার এমনও আছেন, যাঁরা প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও সমাজের বাস্তবতাকে অগ্রাহ্য করেন। তখন তাঁদের জীবন হয়ে ওঠে প্রশ্নবিদ্ধ। কারণ ধনসম্পদ যতই বড় হোক, যদি তার পাশে মানবিকতা না থাকে, তবে তা কেবল এক কৃত্রিম আভিজাত্য-ভেতরে ফাঁপা, বাইরে আলোয় মোড়া।

তবু এই সত্য অস্বীকার করা যায় না যে, বড়লোক হওয়ার আকাঙ্ক্ষা মানুষের এক চিরন্তন বাসনা। তা কেবল বিলাসের জন্য নয়-বরং নিরাপত্তার জন্য, আত্মমর্যাদার জন্য, আর সেই ছোটবেলার দারিদ্র্য থেকে চিরতরে মুক্তি পাওয়ার জন্য। যে শিশু না খেয়ে বড় হয়, তার কাছে ধনসম্পদ শুধু স্বপ্ন নয়-প্রতিরোধ, প্রতিশোধ ও নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ।

এই বিবর্তনের প্রতিটি ধাপে বড়লোকের সংজ্ঞা বদলেছে-কখনও তিনি ছিলেন রাজা, কখনও জমিদার, কখনও শিল্পপতি, আবার কখনও স্টার্টআপ ফাউন্ডার। কিন্তু বদলায়নি সাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি-ধনীর দিকে তাকিয়ে থাকা সেই মিশ্র দৃষ্টি, যেখানে আকর্ষণ, শ্রদ্ধা, ঈর্ষা ও বিতৃষ্ণা-সব একসঙ্গে মিলেমিশে থাকে।

অতএব, প্রশ্ন 'বড়লোক' হওয়া নিয়ে নয়, প্রশ্ন-তিনি কেমন মানুষ? তাঁর ধনসম্পদ কি কেবল নিজেকে ঘিরে, নাকি সমাজের কোনও উপকারে লাগে? বড়লোক হওয়া দোষের নয়, যদি তাঁর হৃদয়ও বড় হয়। সমাজকে বিচার করতে হবে-ধনী কীভাবে ধনসম্পদ ব্যবহার করছেন, সেই ব্যবহার নিয়ে। তবেই ধনসম্পদ ও মানুষ-এই দুইয়ের মধ্যে গড়ে উঠবে এমন এক সংযোগ, যা কেবল আলোয় মোড়ানো নয়, বরং সত্যিকারের আলোকময়।

বিশ্বের প্রথম দশ বড়লোক

১. **এলন মাস্ক** : ৪০২.২ বিলিয়ন, টেসলা ও স্পেস-এক্সের প্রতিষ্ঠাতা

২. **ল্যারি এলিসন** : ২৭৪.৯ বিলিয়ন, ওরাকেলের কর্ণধার

৩. **মার্ক জুকেরবার্গ** : ২৪৭.৬ বিলিয়ন, ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা

৪. **জেফ বেজোস** : ২৩৮.২ বিলিয়ন, অ্যামাজনের প্রতিষ্ঠাতা

৫. **বার্নার্ড আর্নল্ট** : ১৫০.৪ বিলিয়ন, এলভিএমএইচ-এর কর্ণধার

৬. **ল্যারি পেজ** : ১৪৮.৯ বিলিয়ন, গুগলের সহ-কর্ণধার

৭. **জেনসেন হুয়াং** : ১৪৩.৬ বিলিয়ন, এনভিডিয়ার কর্ণধার

৮. **স্টিভ বলমার** : ১৪২.৬ বিলিয়ন, মাইক্রোসফটের কর্ণধার

৯. **ওয়ারেন বাফেট** : ১৪২.৪ বিলিয়ন, বার্কশিয়ারের কর্ণধার

১০. **সার্গে ব্রিন** : ১৪২.৩ বিলিয়ন, গুগলের সহ-কর্ণধার

(ফোর্বসের সাম্প্রতিক তালিকা অনুযায়ী, ভারতের মুকেশ আম্বানি ১৪তম স্থানে রয়েছেন। তিনি রিলায়েন্স গোষ্ঠীর কর্ণধার। সম্পত্তির পরিমাণ ১১৩.৭ বিলিয়ন। গৌতম আদানি রয়েছেন ২৪ নম্বরে। তিনি ৬৭.৪ বিলিয়নের মালিক। সম্পত্তির সমস্ত হিসাবই ডলারে।)

গরিব খোঁজে খাদ্য আর ধনী খিদে

পনেরোর পাতার পর

কোনও উন্নতিকামী মানুষ যদি তাঁদের যাপন ও জীবন দর্শন দেখে অনুপ্রেরণা নেওয়ার চেষ্টা করেন, তাহলে সমস্যাটা কোথায়! তাঁদের প্রতি একটা তির্যক চাহনি আর বাঁকা হাসি হাসলে শুধু কি ব্যবধানটাই বাড়বে না!

মানুষ হিসেবে প্রত্যেকের উচিত জীবনকে সংজ্ঞায়িত করা। আজ যাঁরা নিজেদের পরিশ্রম আর অধ্যবসায়ের মাধ্যমে ধনী, তাঁরা জীবনকে সংজ্ঞায়িত করতে পেরেছেন খুব সুন্দরভাবে। তাঁরা নিজেদের সর্বোচ্চ মর্যাদাটা দিতে পেরেছেন। আত্মসম্মানের সঙ্গে জীবনকে অর্থবহ করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। জীবনকে অনেক সময় কাচ ভাবতে শুরু করে কেউ কেউ। কিন্তু এই সফল মানুষদের যাত্রাপথ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁরা জীবনকে সাধারণ কাচ নয়, বরং স্ফটিক বলে ভেবেছেন। সেই স্ফটিক যা আলোতে ঝলমল করে। সাফল্য নামক জীবনস্ফটিকে তাঁরা ঝলমলিয়ে ওঠেন। প্রত্যেক মানুষ তার ঘাড়ের ওপর স্পর্শ করে মাথার উপস্থিতি লক্ষ্য করে। কিন্তু যাঁরা মস্তিষ্কের উপস্থিতিটা অনুভব করতে শিখে যান, তাঁদের ব্যাপারটাই পরবর্তীতে যেন অন্য তথা অনন্য হয়ে ওঠে। আসলে নিজের মূল্য নিজেই যদি না বোঝা যায়, তবে পৃথিবী তো মূল্যহীন ভাববেই। সময় ও সভ্যতার স্রোতে মূল্যহীন হয়ে ওঠাটা একটা অভিশাপ। এই অনুভবটা তাঁরা করতে পেরেছেন। এই পরিসরে অবশ্য এটা বলা উচিত, যে যেই পরিসরে মূল্যবান হতে পেরেছেন তাঁদের প্রত্যেককে শ্রদ্ধা জানানো উচিত।

ধনবৈষম্যের নেতিবাচক প্রভাব মোটেও অস্বীকার করার উপায় নেই। উপায় নেই অর্থনীতির হোঁচট খাওয়ার বিষয়টি না দেখেও। ধনী-দরিদ্রের অবিচ্ছিন্ন বিভাজন বহুলাংশে মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করেছে।

ধনবৈষম্যের নেতিবাচক প্রভাব মোটেও অস্বীকার করার উপায় নেই। উপায় নেই অর্থনীতির হোঁচট খাওয়ার বিষয়টি না দেখেও। ধনী-দরিদ্রের অবিচ্ছিন্ন বিভাজন বহুলাংশে মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করেছে। অসম অর্থনৈতিক মডেল নানান ক্ষেত্রেই বিরাজমান এবং তার ভয়াবহ দিকগুলোর জন্য বলিপ্রদত্ত হচ্ছে অনেক মানুষ, সেটাও সত্য। কিন্তু উত্তরণের স্বপ্ন এবং গল্প যদি মানুষ ভুলতে বসে তাহলে অসম সমীকরণগুলো প্রতিনিয়ত আরও অসম হয়ে উঠবে। একদম প্রত্যন্ত অঞ্চলের বা দারিদ্র্যসীমার নীচে জীবন শুরু করা অগণিত মানুষ কিন্তু নিষ্ঠা, স্থির লক্ষ্য এবং আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁদের জীবন এবং যাপন রেখা সকলের কাছে উদাহরণ হয়ে উঠুক। প্রতিটি মানুষ উন্নতির পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে উত্তরোত্তর ওয়াকিবহাল হয়ে উঠুক এবং এগিয়ে চলুক জীবনে। অগণিত প্রতিষ্ঠিত এবং ধনী ব্যক্তি কিন্তু আজ সমাজের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। মানুষ হয়ে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করছেন, ভরসা জোগাচ্ছেন। সুতরাং ধনী মাত্রই তিনি বিষোদ্গারের পাত্র হবেন, তির্যক দৃষ্টির পাত্র হবেন, এটা কিন্তু সঠিক বিচার নয়। বরং মাপকাঠি হতে পারে তার মনুষ্যসুলভ আচার-আচরণ। অর্থের বোঝা পিঠে নিয়েও তিনি যদি মানুষকে মানুষ মনে করেন এবং মর্যাদা দিতে না ভোলেন, তবে তিনি আপনজন। তির্যক নজরের পাত্র নন।

সুশীল কুমার থেকে বাদামকাকু, ছবিটা একই

পনেরোর পাতার পর

যে প্রচারমাধ্যম তাঁকে হিরো বানিয়েছিল সেই প্রচারমাধ্যমের আলো তাঁর থেকে দূরে সরে যায়। এক সময় রাতারাতি বড়লোক হওয়া সুশীল এখন সর্বস্বান্ত প্রায়। দুটো গোরুর দুধ বেচে সংসার চালান তিনি, নিজেই থাকেন প্রচারমাধ্যমের আলো থেকে দূরে। নিজের জীবন সম্পর্কে সুশীল নিজেই এখন বলেন, 'হয়তো রাতারাতি বড়লোক হওয়াটাই কাল হয়েছিল আমার।'

আমেরিকাতে খোদ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে একপ্রকার ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে ইদানীং চর্চায় আছেন বিশ্বের অন্যতম বড়লোক এলন মাস্ক। নিজের জীবনে অবশ্য নিজের পরিশ্রমের জেরেই আধুনিক প্রযুক্তি জগতের এক উজ্জ্বল নাম হয়েছেন, এটা একটা গুণ। তিনি টেসলা, স্পেসএক্স, নিউরালিংক এবং এক্স (সাবেক টুইটার)-এর মতো বিশ্ববিখ্যাত সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা বা প্রধান। বৈদ্যুতিক গাড়ির প্রসার থেকে মহাকাশ ভ্রমণ, সব ক্ষেত্রেই তিনি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। কিন্তু মাস্কের আবার কিছু দোষও আছে। কর্মক্ষেত্রে তিনি প্রায়ই কঠোর আচরণ করেন বলে অভিযোগ আছে। সামাজিক মাধ্যমে তাঁর টুইট অনেক সময় বিভ্রান্তি ছড়ায় ও শেয়ার বাজারে অস্থিরতা সৃষ্টি করে। তিনি নিয়মকানুনকে গুরুত্ব না দেওয়ার জন্য সমালোচিত হয়েছেন, বিশেষত মার্কিন সিকিউরিটি কমিশনের সঙ্গে তাঁর বিরোধ প্রকাশ্যে এসেছে। অনেক প্রকল্পে একসঙ্গে জড়িয়ে থাকায় কোনওটি কখনও অতিরিক্ত মনোযোগ পায় না। ইদানীং রাজনীতিতেও নতুন দল গঠন করে নেমেছেন মাস্ক, অনেকে এই ব্যাপারটাকে তাঁর হঠকারিতা বলেই মনে করছেন।

বিশ্বের অন্যতম বড়লোক এলন মাস্ক। নিজের জীবনে অবশ্য নিজের পরিশ্রমের জেরেই আধুনিক প্রযুক্তি জগতের এক উজ্জ্বল নাম হয়েছেন, এটা একটা গুণ। কিন্তু মাস্কের আবার কিছু দোষও আছে। কর্মক্ষেত্রে তিনি প্রায়ই কঠোর আচরণ করেন বলে অভিযোগ আছে।

বিগত দশকের সবথেকে আলোচিত কোর্ট কেস ছিল বিশ্ববিখ্যাত হলিউড অভিনেতা জনি ডেপ এবং তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী অ্যাম্বার হার্ডের মধ্যে। দুজনেই অভিনেতা, দুজনেই বড়লোক। ফলে প্রচারমাধ্যম ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এই মামলাটিকে কভার করতে। ফিল্মস্টার দম্পতির মধ্যকার এই কোর্ট কেস প্রচারমাধ্যমের জেরে ঢুকে পড়ে সাধারণ মানুষদের ঘরের মধ্যে। ফিল্মস্টার বনাম ফিল্মস্টার, বড়লোক বনাম বড়লোকের এই লড়াইতে শেষপর্যন্ত কে জেতে তা দেখার জন্য উৎসুক হয়ে পড়ে জনতা। শেষপর্যন্ত অবশ্য জনি ডেপের পক্ষেই যায়। শোনা যায়, তিনি ১০ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ পান। তবে অনেক শিক্ষণীয় ব্যাপারও আছে। এই যেমন রতন টাটা। প্রচুর বড়লোক হয়েও জীবনটা কাটিয়েছেন সাধারণের মতো। নিজের উপার্জনের একটা বড় অংশই অবলীলায় দান করে দিয়েছেন। বিল গেটসও তাই। মুকেশ আম্বানিরা প্রচুর টাকা কামিয়েছেন। কীভাবে টাকা রোজগার করে নিজের পায়ের তলার মাটিটা আরও শক্তপোক্ত করা যায় সেই ছবিটাও সবাইকে দেখিয়েছেন।

পরিশেষে এই লেখা শেষ করি সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়-এর একটি লেখার নাম সকলকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে, সেই লেখার নাম-'অর্থমনর্থম'। অর্থাৎ এই জগতে অর্থই আসল অনর্থের মূল। তাই হয়তো ঠাকুরের সেই উক্তিই আমাদের পাথেয়, 'টাকা মাটি, মাটি টাকা'।

বকুল

সুপ্রিয় দেব রায়

আচমকা একটা ঝাঁকুনি। বিচ্ছিরি আওয়াজ করে গাড়িটা থেমে গেল। কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই, ড্রাইভার পিন্টু চেঁচিয়ে ওঠে, ‘এই সাতসকালেই তোকে পাংচার হতে হল রে! নে, এবার গা গরম কর পিন্টু হাড়-কাঁপুনি ঠান্ডায়।’ গজগজ করতে করতে নেমে যায় সে। কয়েকবছর পর ফিরছি আমার শৈশব-কৈশোর-যৌবনের কিছুটা সময় কাটিয়ে দেওয়া মফসসল শহরে। ছায়াতাল এখন আমার কর্মস্থল। সিকিমে অবস্থিত একটি শান্ত, মনোরম পর্যটনকেন্দ্র। সেখানকার একটা হোটেলে আমি ম্যানেজার। অনেক চেষ্টা করেও কলকাতায় চাকরির কোনও সুরাহা করতে না পেরে, বাধ্য হয়েই পরিযায়ী হতে হয়। ছায়াতালের শান্ত পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সময় লাগেনি। একটু লেখালেখি, বই পড়া- অবসর কেটে যায়। কাকভোরে শিয়ালদা স্টেশনে নেমে ক্যাব ভাড়া করেছি। এখন প্রায় ছয়টা বাজে। মনে হচ্ছে, বাড়ির কাছাকাছি এসেই এই বিপত্তি। বোধহয় আর মিনিট পনেরো-কুড়ি লাগবে মায়ের কাছে পৌঁছাতে। সঙ্গে লামু। আমার বান্ধবী। পেলিংয়ে থাকে। সেখানেই একটা হস্তশিল্পের দোকানে কাজ করে। বাকি জীবন আমরা একসঙ্গে কাটাব, সেরকমই মনস্থ করেছি। লামু ভুটিয়া। মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। অনুমতি এবং আশীর্বাদ নিতে এসেছে।

বাইরে তখনও কুয়াশার আস্তরণ। পিন্টু ডিকি থেকে যন্ত্রপাতি বের করছে। আমরাও গাড়ি থেকে নেমে পড়ি। স্টেশন থেকেই ফ্লাস্কে চা ভরে নিয়েছিলাম। কাগজের কাপ থেকে চায়ের শেষ চুমুকটা নিয়ে লামু বলে, ‘এই জায়গাটা কত শান্ত! দ্যাখো না বকুল গাছটা কেমন সুন্দর করে দাঁড়িয়ে আছে। কুয়াশা ভেদ করে কী সুন্দর মিষ্টি গন্ধ নাকে লাগছে।’ আমি সামনে তাকাই। কুয়াশার স্তর ধীরে ধীরে ফিকে হচ্ছে। আমি গাছ দেখি না। দেখি তার পাশে দাঁড়ানো দোতলা বাড়িটিকে। সোয়েটার, জ্যাকেট পরা অবস্থাতেও ভেতরটা ঠান্ডা করে দেয়। রং চটে যাওয়া পলেস্তারা খসা বাড়িটি আমার খুব চেনা।

খুঁজতে থাকি সেই খোলা জানলাটি, যেটি এখন বন্ধ। একটা কণ্ঠস্বর, বহু বছর আগের, খুব নীচু স্বরে আমার কানে বাজে— ‘আগামীকাল যখন একতলায় আপনার ছাত্রদের পড়াতে আসবেন, দোতলার ডানদিকের ঘরটায় কুড়ি টাকা দিয়ে আসবেন। এবার একতলায় আপনার কোচিং সেন্টারে যান।’ কথাগুলি সে বলেছিল আমার চোখের ঘোর কাটিয়ে আঙুল চটকে তুড়ুক বাজিয়ে। ঠিক তার পরমুহূর্তেই গজদাঁত বের করে হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলে উঠেছিল, ‘আমি ওরকমই। কী যে হয়! আমার বাবা আলুর চপ খেতে খুব ভালোবাসে। ওই যে বকুল গাছটা দেখছেন, আমার ঘরের জানলা ঠিক ওই বকুল গাছের দিকেই খোলে, পেরিয়ে কয়েক পা হাঁটলেই পেয়ে যাবেন বঙ্কুর বিখ্যাত ভাজাভুজির দোকান। ওই কুড়ি টাকা দিয়ে বরং আলুর চপ কিনে আনাবেন। মুড়ির ব্যবস্থা না হয় আমিই করব। বর্ষার দিনে জমিয়ে খাওয়া যাবে। এই রে, বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল যে। হাবার মতন বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? ঢুকে পড়ুন, ঢুকে পড়ুন।’

আমি তখনও চেয়ে আছি তার গোলপানা মুখে, চঞ্চল দুটি ডাগর চোখের দিকে। বেতের মতো নমনীয় চেহারা। শরীর থেকে লাবণ্য চুইয়ে পড়ছে। আমার বুকের ভেতর টাপুরটুপুর বৃষ্টি টের পেয়েছিলাম। পরেরদিন

দেখে এসেছিলাম বাবা-মেয়ের এলোমেলো সংসারটা। এক অদ্ভুত ভালোলাগার রেণু গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল আমার শরীরে। বাড়িটা বকুলের বাবার। একতলাটা ভাড়া দিয়েছিলেন কোচিং সেন্টারকে। এক সপ্তাহ আগেই আমি এখানে জয়েন করি। সাইকেল চালিয়ে আসা-যাওয়া করতাম। সেদিন মাঝরাস্তায় টায়ার পাংচার হয়ে যায়। সাইকেল সারাইয়ের দোকানের মালিক জানায়, কারিগর বাড়ি গেছে। সময় লাগবে। দেরি হয়ে যাচ্ছে। অটো ধরি। নেমে দেখি, মানিব্যাগে পাঁচ টাকা পড়ে রয়েছে। এদিকে ভাড়া কুড়ি টাকা। বকুল তখন খোলা জানলার পাশে দাঁড়িয়ে। অটোওয়ালার সঙ্গে তর্কাতর্কি শুনে নীচে নেমে আসে।

আমার জীবনে হাতেগোনা যে কয়েকজন মনের গহিনে নোঙর তুলেছে, বকুল তেমনই, স্বল্প সময়ের গভীর খাদ। তখন আমার বয়স কত, এই পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে। কলেজের আঙিনা ছেড়েছি। চাকরি খুঁজছি পাগলের মতো। স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। কিন্তু সেটাও লাটে উঠে গেল। কোচিং সেন্টারে পড়ানো, বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের টিউশন দেওয়া- সারাদিনের ধকলের সঙ্গে রাস্তার ধুলো-ময়লা। সঞ্চিত শক্তি তলানিতে এসে নিঃশেষ হয়ে যেত দিনশেষে। রাতে বাড়ি ফেরার আগেই ক্লান্তি জানলা দিয়ে বিছানায় এসে অপেক্ষা করত। মায়ের বানানো খাবার কোনওরকমে নাকে-মুখে গুঁজে, বিছানায় লুটিয়ে পড়তাম। সেইসময় বকুল এসেছিল আমার জীবনে, মন ভালো করে দেওয়া একঝলক টাটকা বাতাস নিয়ে। বকুল তখন কলেজে পড়ছে। সাইকেলে বসিয়ে বকুলকে নিয়ে তখন ঘুরে বেড়িয়েছি ফাঁকা মেঠোপথে, বসে থেকেছি পুকুরপাড়ে মিহি সুতোর মতো রোঁয়াওয়ালা গোলাপি ফুলে ভরা হিজল গাছের তলায়, হাত

ছোটগল্প

ধরাধরি করে ঘুরে বেড়িয়েছি সর্ষেখেতে। কিন্তু আমরা একে অপরকে ভালোলাগার কথা জানাতে পারিনি। তখন সবকিছুই সময়ের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলাম। আর বকুল বোধহয় তার বৃদ্ধ বাবাকে ছেড়ে আমার সঙ্গে ঘর বাঁধার কথা ভাবতে পারেনি।

ছায়াতালে হোটেলের চাকরি পাওয়ার পরও মনে অনেক দ্বিধা, সংশয়। পাহাড়ি এলাকা। বছরের অনেকটা সময় জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়ে। টিকতে পারব সেখানে! যদিও মায়ের প্রচণ্ড মনোবল, তা-ও মনের সায় পাচ্ছিলাম না, এই বয়সে একা ছেড়ে যেতে। মাইনে যদিও বেশ ভালো। চল্লিশ হাজার টাকা। ছায়াতালের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার আগের দিন গিয়েছিলাম সেই বাড়িতে। বসেছিলাম সেই ঘরটিতে, যার জানলা খুললে চোখে পড়ে সাদা ফুলে ভরা বকুল গাছটি। আশ্চর্য নরম একটা হাসি ছড়িয়ে পড়েছিল তার মুখে। সেই অভিব্যক্তির অর্থ আজও বুঝতে পারিনি। ছায়াতালে যাওয়ার মাস ছয়েক পরে গভীর এক রাতে মোবাইলের টুং আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেলেও, পাত্তা দিই না। ততদিনে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। হয়তো কোনও গেস্টের কিছু আবদার। এক্সট্রা কম্বল কিংবা জল সেরকম গরম হচ্ছে না বলে অভিযোগ। হোটেলের কর্মচারীরা আছে, হয়তো সাড়া দিচ্ছে না। যা ঠান্ডা পড়েছে! লেপটা আরও আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ি।

সকালে উঠে মেসেজ দেখেই চক্ষু চড়কগাছ। বকুলের মেসেজ। ‘বাবার শরীর খুব খারাপ। হার্ট অ্যাটাক। হাসপাতালে ভর্তি। অপারেশন করতে হবে। একা দিশেহারা বোধ করছি। সম্ভব হলে কিছু টাকা পাঠাতে পারবে? ধরো চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার।’ সঙ্গে সঙ্গেই ফোন করি। বন্ধ। ক্রমাগত করে যাই প্রতি ঘণ্টায়। দুপুরে মালিক ডেকেছিল তার রুমে। ফোনটা সঙ্গে করে নিয়ে যেতে ভুলে যাই। রুমে এসে দেখি, একটা মেসেজ এসেছে মিনিট পনেরো আগে। ‘টাকা আর লাগবে না। বাবা নেই।’ ফোন করি। বন্ধ। সেই ফোন এরপর আর কোনওদিন বাজেনি।

লামু বলে, ‘এই শহরটার একটা কোমল গন্ধ আছে, না? চলো, জায়গাটা একটু ঘুরে দেখি।’

দেখতে পাই, বকুল গাছটির নীচে দাঁড়িয়ে আছে একটি বাচ্চা মেয়ে, কাঁধে স্কুল ব্যাগ। হুঁ বলে, আমি একাই এগিয়ে যাই। জিজ্ঞেস করি, ‘স্কুলবাসের অপেক্ষায়?’

— হ্যাঁ। এই ঠান্ডায় এত সকালে স্কুল যেতে কারুর ভালো লাগে, বলো কাকু?

— তুমি এই বাড়িটাতে থাকো?

— হ্যাঁ কাকু। একতলাতে। ওই দ্যাখো, সিঁড়ির মুখে মা দাঁড়িয়ে আছে। উপরের জানলায় মাসিও দাঁড়িয়ে আছে। বাসের সিটে বসে আমি যতক্ষণ না হাত নেড়ে টা-টা করব, অপেক্ষা করবে। তুমি কোথায় থাকো কাকু? আগে তো দেখিনি।

‘এখান থেকে একটু দূরে আমার বাড়ি। এখন থাকি অনেক দূরে।’ কথা বলার ফাঁকেই আমার দৃষ্টি চলে যায় উপরে জানলার দিকে। চকিতে মুখটি সরে যায় খোলা জানলা থেকে দেওয়ালের আড়ালে। হাত বাড়িয়ে কে যেন পর্দা টেনে দেয়।

— ও, তাই বুঝি। অনেকদিন পর বাড়ি ফিরছ? মায়ের কাছে? ওই তো দেখতে পাচ্ছি একটা গাড়ি। আন্টিকেও দেখতে পাচ্ছি। গাড়িটাতে কি কোনও গণ্ডগোল হয়েছে? আমাদের বাসেও হয় মাঝে মাঝে। খুব বিরক্তিকর, তাই না?

— তুমি তো বেশ সুন্দর কথা বলো। তোমার নাম কী?

স্কুলবাস এসে যায়। খোলা দরজা দিয়ে ওঠার সময়, মুখটি পিছনে ফিরিয়ে একরাশ শুভ্র হাসি দিয়ে বলে ওঠে, ‘মালিনী। টা-টা, কাকু।’

আমি চেঁচিয়ে বলে উঠি, ‘তোমার মাসির নাম?’ হারিয়ে যায় বলা শব্দগুলি চলন্ত বাসের চাকার ধুলোয় আর হাওয়ায়।

লামু এসে দাঁড়িয়েছে আমার পাশে। ‘চাকা লাগানো হয়ে গেছে। পিন্টু তাড়া দিচ্ছে। চলো।’

ইচ্ছে ছিল সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার। পারি না। এগিয়ে চলি গাড়ির দিকে। অনুভব করতে পারি, আমার পিঠ বিদ্ধ করছে চঞ্চল দুটি ডাগর চোখ। জ্বলন্ত না ঠান্ডা হিমশীতল, জানি না। লামু বলে ওঠে, ‘তুমি যে বাচ্চা মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করছিলে, হতে পারে তোমার কোনও গল্পের পাতার চরিত্র।’

সেই মুহূর্তে বুঝতে পারি- কত কথাই তো বলা হয় না, কত কাজই তো করা হয়ে ওঠে না, প্রয়োজনেও। কত জিজ্ঞাসা কুরে-কুরে খায়, কিন্তু জীবন কেটে যায় অবলীলায়। আমি যতই দূরে থাকি, কিছু গল্প আমার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে সারাজীবন।

ভারত আমার...পৃথিবী আমার

নির্জনতার টানে

কংক্রিটে মোড়া শহর আর ভালো লাগছিল না। মুম্বইয়ের এক দম্পতি তাই সিদ্ধান্ত নেন নির্জন কোনও জায়গায় চলে যাবেন। নামী কোম্পানির চাকরি ছেড়ে প্রকৃতির কাছাকাছি সহজভাবে জীবনযাপনের লক্ষ্যে তাঁরা চলে যান মহাবলেশ্বরের পাহাড়ঘেরা একটা ছোট্ট গ্রামে। সেখানে তাঁরা শুধু থাকছেন তা-ই নয়, চাষাবাদও করছেন। মাটির গন্ধে, সবুজের স্পর্শে স্বপ্নিল ও মৃন্ময়ী দেশপান্ডে খুঁজে পেয়েছেন তাঁদের বহুকাঙ্ক্ষিত এক টুকরো শান্তি।

মহুয়ার লাড্ডু

মহুয়ার ফুল থেকে এক ধরনের পানীয় তৈরি হয়। যা খেলে হালকা ঝিমুনি হয়, নেশা-নেশা ভাব লাগে। পুরুলিয়া ঘুরতে গেলে অনেকেই খোঁজ করেন মহুয়ার। মদ ছাড়াও মহুয়া দিয়ে যে আচার ও লাড্ডু তৈরি সম্ভব, তার প্রমাণ দিলেন ঝাড়খণ্ডের উদা মাঝলিতান্ড গ্রামের বাসিন্দারা। ক্লাইমেট এশিয়া ও সংবাদ নামে একটি এনজিও-র সহায়তায় মহুয়ার লাড্ডু বিক্রি করে তাঁরা গত বছর প্রায় ১২.৫ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছেন।

বেকারি-বৃত্তান্ত

দেরাদুনের ‘ইলোরাস মেল্টিং মোমেন্ট’ ভারতবিখ্যাত বেকারি। পরাধীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের রাঁধুনি হিসাবে কাজ করতেন কৃষানলাল গুলাটি। তিনি সেনাকর্মী হলেও

মর্মান্তিক।। ইজরায়েলি হানায় জখম প্যালেস্তাইনের এক মহিলা। গাজার একটি হাসপাতালে।

রন্ধনশিল্পে তাঁর হাতযশ ছিল। বিশেষ করে পাউরুটি বানানোয় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশরা দেশ ছেড়ে চলে যান। ততদিনে অবসর নিয়েছেন কৃষানলালও। ভারতে সেসময় পাউরুটি এতটা সহজলভ্য ছিল না। কৃষান ঠিক করলেন তিনি নিজেই একটি বেকারি খুলবেন। সেই ভাবনা থেকেই ১৯৫৩ সালে জন্ম নেয় ইলোরাস।

অক্ষত টারবাইন

টানা ছয় বছর জলের তলায় বাস। অথচ একবারও খারাপ হয়নি স্কটল্যান্ড উপকূলের একটি টারবাইন। তা-ও রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়াই। বিজ্ঞানীদের ধারণা, আরও ত্রিশ বছর টারবাইনটি এভাবে কাজ করবে। টারবাইনটির দৈর্ঘ্য ৩০ ফুট। জলের স্রোতকে কাজে লাগিয়ে এটি সর্বোচ্চ ৭৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে। প্রায় সাত হাজার বাড়িতে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ রোজ ব্যবহৃত হয়, তা এই টারবাইনটি অনায়াসে উৎপাদন করে।

কবিতা

পংক্তিসমূহ
মনোনীতা চক্রবর্তী

তৃতীয় পংক্তি থেকেই ভয়ংকর ওলটপালট;
পঞ্চম পংক্তিতে নির্বিকার নিরস্ত্র সময়।
অনিশ্চিত শোভন আঁকে দশম পংক্তি।
এরপর অলৌকিক শ্রীক্ষেত্র,
ঘাটের কথা। পারের কথা।

প্রতিটি পংক্তিরই নিজস্ব কিছু গল্প থাকে
প্রতিটি অসংযত সংলাপের ভিতর
আহত ফণা ও বাসি- বিষয় থাকে।

প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম,
নবম পংক্তিসমূহ চরিত্র সাজায়।

আমরা সম্পর্ক লিখি

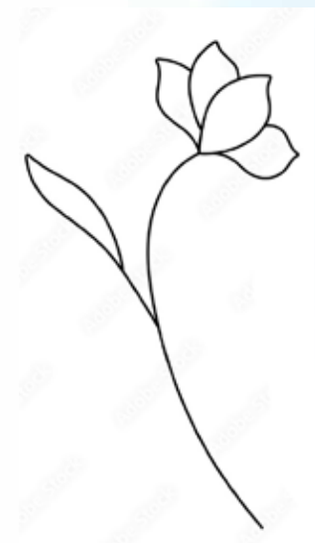

দিগন্তের ভাষা
দেবশ্রী দে

মেয়েটা কবিতা লিখছে

আপেল-ঘরানায় ছুরির ফলার মতো
আঁচল বেয়ে যুবতী সন্ধ্যা নামছে
ঠোঁট বেঁকে যাচ্ছে

কেউ কেউ তাকে জানে
বোঝে তার লেখাদের ভাষা
মুহূর্তে খুলে নিতে পারে ভদ্রতা

সে কবিতা লিখছে
তোমাকে ধর্ষণ চেনাবে বলে
দিগন্তচেরা লাল রঙে
মিশিয়ে দিচ্ছে শরীর

অন্বেষণ
সন্দীপন গঙ্গোপাধ্যায়

ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে
মৃত্যুর সংলাপ।

এখানে কেউ কথা বলে না,
পাশাপাশি শুধু সময় মাপে।

জীবন শুরুর পথ এখানে
থমকে যায়
সামনে বাঁধাহীন দোদুল্যমান সাঁকো ।

তবুও আমরা বসন্ত খুঁজি।

ওড টু দ্য রেইন
সাহানুর হক

এরকম কারসাজি কার জন্য? বৃষ্টিই জানে সেই কথা
অসময়ে টিনের চালে ঝমঝমিয়ে মুখরিত রিংটোন
মাঝে মাঝে ভেঁপুতে ফুঁ দেয় সহভাগী মেঘ, দ্রুম শব্দে
আঁধার কাঁদে বিদ্যুৎ চমকিয়ে, বজ্রপাত হয়
এও কি সম্ভব হল?
কতটা সহজ ছিল আঁধারের এই কান্না?
শিউলিরা সব ঝরে পড়ছে এক এক করে, উঠোনে
আঁচল পেতে সেগুলি কুড়িয়ে নিচ্ছে ভেজা ভেজা কাদা মাটি
গর্ভবতী মায়ের মতোই অনন্ত সাধক ঘরভর্তি তার দুঃখ
তাই বৃষ্টিকে আলিঙ্গন করা সময়ের আশ্চর্য এই উপহার
এ কথা আমি বলছি না, একদিন আঁধার বলেছিল কানে কানে
আমি তাই মধ্যরাতের নিগূঢ় ঘোরে বাইরে দৌড়ে যাই
শুয়ে পড়ি উন্মত্ত বৃষ্টিতে বাড়ির আঙিনায়
বৃষ্টিকে আগলে রাখতে দুই হাত মেলে ধরি আকাশের দিকে
বৃষ্টি আমাকে ছুঁয়ে কিছুদূর গড়িয়ে যায়,
আমি বৃষ্টিকে ছুঁয়ে কিছুদূর
আমাদের এই একাত্ম হয়ে যাওয়ার মাঝে কেউই থাকে না
যতটুকু বিরহ, ততটুকু রূপকথা, এটুকুই জীবন!

আকাশবাণী
হিমাদ্রি শেখর দে

রোদ্দুর বাইরে চড়তে থাকলে
মেয়েটি জানলা বন্ধ করে ঘরের ভিতর বসে,
কোনও ফাঁক ঠেলে তবুও রোদ্দুর
চুইয়ে লেগেছে ওর পায়ে, এরপর
আনমনে পায়ের উপর পা তুলে বসে
আরও কিছু বিবশ রোদ্দুর মাখে,
এখন ওর মুখের মধ্যে ইতস্তত আলো
একটা কলম গুঁজে রাখা
কালো ফুল স্লিভের সাথে বুকের কাছে,
একপ্রান্তের খানিক কালো কেশপাশ ঠেলে
বেরিয়ে আসছে কানের লতার ঈষৎ সাদা দ্যুতি
চিবুকের অন্ধকার রেখার ঠিক উপরে
নীচের ঠোঁট পিরিচের মতো,
মেয়েটি তাকিয়ে আছে সমুখে
চোখের পাতায় উন্মন সতেজ দৃষ্টি,
আজ সারাদিন মেঘলা আকাশ
ভারী ও বজ্রপাত সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রাতের দিকে।

ছাইপাঁশ
সুদীপ চৌধুরী

স্বপ্নগুলো এমনিভাবেই ভাঙতে থাকে রোজ
কেউ রাখে না খোঁজ।

আলুথালু জীবন মঞ্চে ঝাপসা চোখের আলো
এমনি করেই গল্প শুরু, আজ নয় কাল ভালো।

আলু ভাতের দিন যাপনে বিস্বাদ থালা বাটি
আগুন-মানুষ জীবন-ফানুস এক টুকরো রুটি।

নিজের ছায়ার সাথে কেবল লুকোচুরি খেলা
নিজের সাথে নিজের মতো মিথ্যে ছলাকলা।

চাঁদের হাসি তাও ও বাসি বাসি থালাবাসন
কাল যা ছিল আজ ছলনায় তারই নিমন্ত্রণ।

সুখের ছোঁয়ায় দুঃখ জাগে সুখের প্রলোভন
বিপন্নতার অন্ধকারে ভিজছি সারাক্ষণ।

নৈশ-শামিয়ানা
স্বপ্ননীল রুদ্র

বেদেনিদের মতন পরিশ্রান্ত মেঘ-পরিবার
তিস্তা ছাড়িয়ে আরও সুদূর পূর্ব দিকের অজানা
কোনও প্রদেশের থেকে হেঁটে এসেছে, মাথা গোঁজার
ঠাঁই খুঁজে হয়রান...দিয়েছি ছাদ, করিনি মানা

ছাদের উপরে তারা শ্লেটরঙা শামিয়ানা টাঙিয়ে
শীতল পাটি পেতেই শুয়ে পড়ে, গড়ায় আরামে
দীর্ঘ হাঁটার পদবেদনা মুড়েছে বিশ্রাম দিয়ে
সন্ধ্যার আকাশে ইস্তাহার বিলি করে ভেজা খামে

যত সব বজ্রপাত আমন্ত্রিত রাত্রির সভায়
সভা ভেঙে গেলে তারা সুনিবিড় কোলাকুলি করে
অনন্ত শূন্যতা জুড়ে বারিতোপ কামান গর্জায়
সমস্ত রবীন্দ্র-বর্ষাগান যেন আজ নিশা-চরে

গীতবিতানের পাতা খুলে আমি চেয়ে নিই ক্ষমা
নাদীমেঘ আরও ঢেলে দেয় যত জল আছে জমা...

পায়েল
পঙ্কজ কুমার ঝা

আমার পায়ে যে পায়েলটি বাঁধা,
সে শুধু অলংকার নয়,
একটা বন্ধন —
মিষ্টি সুরের মতো শব্দ করা এক শৃঙ্খল।

যখন আমি
জনসমুদ্রে একা হয়ে যাই,
অথবা নিঃসঙ্গতায়
নিজের সঙ্গে কথা বলি,
তখন সেই মৃদু ঝুনঝুন
আমার পথ আটকে দেয়,
বলতে থাকে —
‘থেমে যাও, তুমি নারী।’

আমি জন্মেছিলাম
নগ্ন, নিষ্পাপ,
পায়ে কোনও পায়েল ছিল না।
তবে কে পরিয়ে দিল এই পায়েল?
কে দিল এই মিষ্টি সুরের আওয়াজ
যা প্রতিটি পদক্ষেপে
আমাকে মনে করিয়ে দেয়
আমার সীমারেখা?

যখন আমি তার সঙ্গে
নিঃশব্দে কথা বলি,
সে বলে —
‘আমি সেই রেখা
যা তুমি অতিক্রম করতে পারবে না।
আমি তোমার সৌন্দর্য নয়,
তোমার শালীনতা।
আমি তোমার পরিচয় নয়,
তোমার বন্ধন।
আমি তোমার পায়েল।’

মুল্ডারই প্রথম নন

লারাই শ্রেষ্ঠ

দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক উইয়ান মুল্ডারের ৩৬৭ রানে ডিক্লেয়ার নিয়ে সমাজমাধ্যম এখন উত্তাল। কারও মতে এই সিদ্ধান্ত নিছকই ক্রিকেটীয়, বৃষ্টির পূর্বাভাস মাথায় রেখে। কেউ আবার মনে করছেন জিম্বাবোয়ের মতো তুলনায় সহজ প্রতিপক্ষের সামনে এই রেকর্ড তিনি করতে চাননি। কিন্তু 'ক্রিকেট রোম্যান্টিসিজম'-এ বাঁচা মানুষজন কবেই বা যুক্তি-তর্কের মধ্যে ঢুকেছেন। তাঁদের কাছে তো সবসময়ই 'বিশ্বাসে মেলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর'। এই বিশ্বাস থেকেই তাঁরা ভরসা করছেন মুল্ডারের, 'আমার মনে হয়, খেলাকে সম্মান করা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। লারা সর্বকালের সেরাদের একজন। এই রেকর্ড তাঁকেই মানায়।' এই শ্রদ্ধাঞ্জলিতেই। দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশে একজন শ্বেতাঙ্গ ক্রিকেটারের লারাকে সম্মান জানানোও পুরো ঘটনায় এক বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে।

কিন্তু মুল্ডারই প্রথম এমন নন। বর্তমান সময়ের ক্রীড়া বুঝদার মানুষজনের কাছে ন্যায়সঙ্গত কারণে 'স্পোর্টসম্যান স্পিরিট' নামক বিষয়টি যতই অপ্রাসঙ্গিক এবং অপ্রয়োজনীয় মনে হোক, অতীতে বিভিন্ন খেলায় বারবার দেখা গিয়েছে এরকম নানা ঘটনা। যদিও সেই সমস্ত ঘটনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ন্যায়সঙ্গত যুক্তি খাড়া করাই যায়। কিন্তু রোম্যান্টিসিজমে বিশ্বাসী বাঙালির তাতে থোড়াই কেয়ার। আজকে রইল এরকমই একগুচ্ছ উদাহরণ।

ক্রিকেটে

আম্পায়ার আউট দেওয়ার আগেই গিলক্রিস্টের চলে যাওয়া

বিশ্বকাপ সেমিফাইনালের মতো বড় মঞ্চ। সেখানে দলের ওপেনিং-এ নেমে তাঁর দায়িত্ব নিঃসন্দেহে অনেকটাই বেশি ছিল। সেই অবস্থায় বলের সঙ্গে ব্যাটের হালকা সংযোগ। আম্পায়ার আউট দেননি। কিন্তু অ্যাডাম গিলক্রিস্ট তারপরেও বেরিয়ে যান। এরপর ২০০৮ সালে ভারতের বিরুদ্ধে সিডনি টেস্টে দ্রাবিড় আউট নন জেনেও গিলির আপিল নিয়ে হরভজনের মতো অনেকের কাছে তিনি 'সাধুপুরুষ' নন। তাঁর ওই কাজ এখনও কিছু মানুষের মনে থেকে গিয়েছে।

ধোনির বেলকে ফিরিয়ে আনা

২০১১ সালে ভারত-ইংল্যান্ড দ্বিতীয় টেস্টে ভুল বোঝাবুঝির কারণে রান আউট হয়ে যান ইয়ান বেল। বেল তখন ব্যক্তিগত ১৩৭ রানে ব্যাট করছিলেন। বেল ভেবেছিলেন তাঁর মারা বল বাউন্ডারি পেরিয়ে গিয়েছে। সেজন্য তিনি ক্রিজের মাঝে দাঁড়িয়ে পার্টনার মর্গ্যানের সঙ্গে কথা বলছিলেন। এই সময়ই অভিনব মুকুন্দ তাঁকে রান আউট করেন। বেলের আউটের মধ্যেই ঘোষণা হয় চা-বিরতির। বিরতির পর খেলা শুরু হলে দর্শকরা অবাক হয়ে দেখেন বেল আবার ব্যাট হাতে মাঠে ফিরছেন। ভারত অধিনায়ক ধোনি চাননি এইভাবে প্রতিপক্ষ ব্যাটসম্যানকে আউট করতে। এই ঘটনা তাঁকে এনে দিয়েছিল আইসিসির তরফে 'স্পিরিট অফ দ্য ক্রিকেট অ্যাওয়ার্ড'।

ফ্লিনটফের ব্রেট লিকে সহানুভূতি

অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফ এবং বিতর্ক অনেক ক্ষেত্রেই সমার্থক। সেটা ২০০৭ সালে মদ্যপ অবস্থায় দলের নিয়মশৃঙ্খলা ভাঙার দায়ে কোচের তাঁকে এক ম্যাচের নির্বাসন দেওয়া হোক, কিংবা আইপিএলের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ললিত মোদির তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি বাকিদের প্রভাবিত করেছেন যাতে চেন্নাইয়ের হয়ে খেলা তাঁর পক্ষে সহজ হয়। এই ফ্লিনটফ অবশ্য ক্রিকেট রোম্যান্টিকদের মনে জায়গা করে নিয়েছিলেন ২০০৫ সালের অ্যাসেজে দ্বিতীয় টেস্টের শেষে। যখন শেষ উইকেটে ৫৯ রানের পার্টনারশিপের পরেও অস্ট্রেলিয়া ম্যাচটি মাত্র দু'রানে হেরে যায়। সেই সময় ফ্লিনটফ মাঝ-পিচে হতাশ হয়ে বসে থাকা ব্রেট লির দিকে এগিয়ে যান। যিনি ৪৩ রান করেও দলকে জেতাতে পারেননি। লি'র কাঁধে রাখেন বন্ধুত্বের হাত।

ফুটবলে

কানের মন জয় করে নেওয়া

২০০১ সালের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালটি এক উত্তেজক পেনাল্টি শুটআউটের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। যেখানে বায়ার্ন মিউনিখ জয়লাভ করে। জয়ের পর বায়ার্নের কিংবদন্তি গোলরক্ষক অলিভার কান সতীর্থদের সঙ্গে জয় উদযাপনের পরিবর্তে প্রতিপক্ষ ভ্যালেন্সিয়ার গোলরক্ষক স্যান্তিয়াগো ক্যানিজারেসকে সান্ত্বনা দিতে ছুটে যান। প্রতিপক্ষের প্রতি তাঁর এই সহানুভূতি এবং শ্রদ্ধা কানকে ফিফা ফেয়ার প্লে পুরস্কার এনে দেয়।

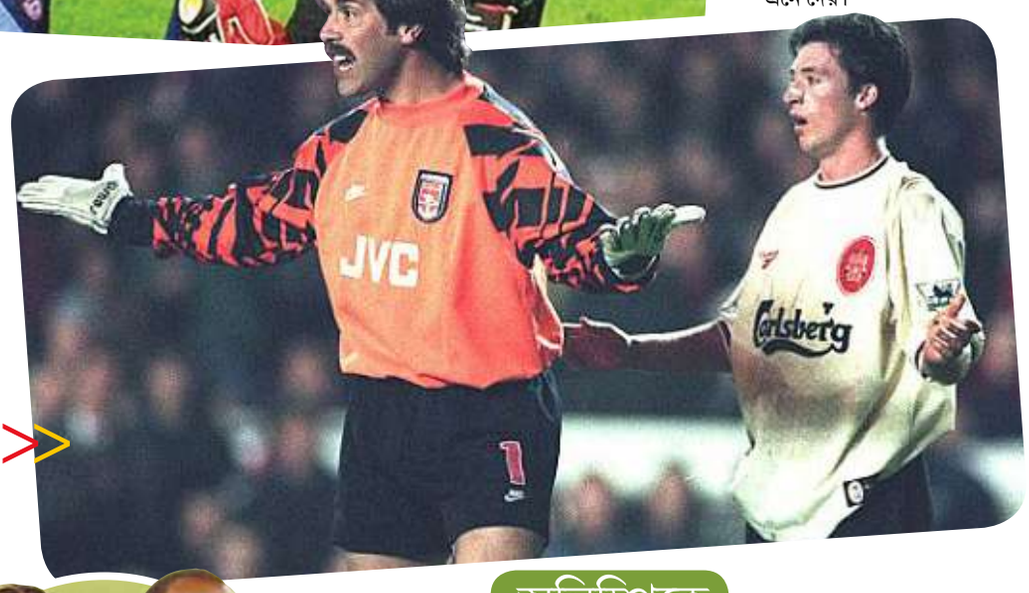

ফাউলারের পেনাল্টি বিরোধিতা

১৯৯৭ সালে প্রিমিয়ার লিগের একটি ম্যাচে লিভারপুলের রবি ফাউলার আর্সেনাল-বক্সে পড়ে যান। লিভারপুলের পক্ষে পেনাল্টি দেওয়া হয়। সকলকে অবাক করে ফাউলার এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করে জানান, আর্সেনালের গোলরক্ষক ডেভিড সিম্যান তাঁকে কোনওরকম স্পর্শ করেননি। কিন্তু এরপর অবশ্য একটা মজার জিনিসও ঘটেছিল। কিছুক্ষণ আগেই রেফারির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা ফাউলার যখন দেখেন যে সিদ্ধান্ত পালটাল না, তখন তিনি নিজেই পেনাল্টি নেন এবং মিস করেন। যদিও রিবাউন্ডে সেখান থেকে গোল করেন জেসন ম্যাকাটির। এই ঘটনায় ফাউলারের প্রশংসা করেছিল ফিফাও।

অলিম্পিকে

সোনায় মোড়া বন্ধুত্ব

২০২০ সালের অলিম্পিকে কাতারের হাইজাম্পার মুতাজ এসা বারসিম এবং ইতালির জিয়ানমার্কো তাম্বেরির মধ্যে প্রতিযোগিতা এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছোয় যে, বারবার ফেস-অফ করেও কোনও ফলাফল পাওয়া যাচ্ছিল না। একটা সময় রেফারি দুই প্রতিযোগীর কাছেই জানতে চান, তাঁরা এই ফেস-অফ চালিয়ে যেতে রাজি কি না। এর জবাবে বারসিমের শুধু একটাই প্রশ্ন ছিল, 'সোনা কি দু'জনের মধ্যে ভাগ হওয়া সম্ভব?'। রেফারি হ্যাঁ বলা মাত্র আর কোনও দেরি করেননি, তাম্বেরিকে সোনা জয়ের জন্য অভিনন্দন জানান। দু'জনের সম্মতিতে যুগ্মভাবে সোনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। পরে বারসিম জানিয়েছিলেন, তাম্বেরি তাঁর অনেকদিনের বন্ধু। পোডিয়ামের শীর্ষে একা দাঁড়ানোর চেয়ে বন্ধুর সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া অনেক বেশি আনন্দের।

প্রতিপক্ষের জীবন বাঁচাতে পদক ত্যাগ

১৯৮৮ সালের অলিম্পিকে কানাডার লরেন্স লেমিউক্স সেইলিং-এ দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন। সামনে রুপো জেতার সুবর্ণসুযোগ। হঠাৎ তিনি দেখেন সিঙ্গাপুরের দুই প্রতিযোগী জোসেফ চ্যান এবং শ হার সিউক কোনওমতে নিজের নৌকা আঁকড়ে বেঁচে আছেন, যে কোনও সময়ে সমুদ্রে ভেসে যেতে পারেন। কোনওরকম দ্বিধা ছাড়াই লেমিউক্স তাঁর পদকের স্বপ্ন ত্যাগ করে তীব্র বাতাস এবং স্রোতের সঙ্গে লড়াই করে বিপদগ্রস্ত ওই দু-জনের কাছে পৌঁছোন এবং তাঁদের উদ্ধার করেন। যে কারণে তিনি শেষমেশ একাদশ স্থানে প্রতিযোগিতা শেষ করেন। পরে অবশ্য তাঁর এই কাজের জন্য লেমিউক্সকে ইন্টারন্যাশানাল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতির তরফে মর্যাদাপূর্ণ 'পিয়েরে ডি কুবার্তিন' পদকে সম্মানিত করা হয়। এত দীর্ঘ অলিম্পিকের ইতিহাসে লেমিউক্সের এই পদক ত্যাগ সকলের মনে থেকে গিয়েছে।

২৪ ক্যারেট বন্ধুত্ব

১৯৩৬ সালের বার্লিন অলিম্পিকে লং জাম্পে আমেরিকার জেসি ওয়েন্সের প্রথম দুটো প্রচেষ্টা ফাউল হয়। তৃতীয়বার জাম্পের জন্য দৌড় শুরু করবেন এমন সময়ে জার্মান প্রতিপক্ষ লুজ লং ওয়েন্সের সুবিধার জন্য একটি তোয়ালে রাখেন। যেখান থেকে ওয়েন্সকে লাফানোর পরামর্শ দেন। ওয়েন্স এরপর সোনা জেতেন, লং পান রুপো। কিন্তু লং-য়ের এই আচরণ ছিল হিটলারের মতাদর্শেরও বিপরীত, যা সকলের নজর কেড়েছিল। ওয়েন্স নিজে যাকে বলেছিলেন, '২৪ ক্যারেট বন্ধুত্ব'।

ডিউক বল বিতর্কে সরগরম লর্ডস

বল পরিবর্তন নিয়ে এইরকম কাণ্ড যদি ভারতে হত? যদি পরিবর্ত বল একরকম না দেওয়া হত ইংল্যান্ডকে? ব্রিটিশ মিডিয়া তুলকালাম করত। বিশাল বিতর্ক তৈরি করত। **-সুনীল গাভাসকার**

শুভমানদের পালটা ডিউক-মালিকের

লন্ডন, ১২ জুলাই : ডিউক বল নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত।

দ্রুত বল খারাপ হয়ে যাচ্ছে। নরম হয়ে যাচ্ছে। বদলে যাচ্ছে আকৃতি। আর বদলে যাওয়া যে বল নিয়ে গতকাল রীতিমতো ধুন্ধুমার অবস্থা। ১০ ওভার পর বল বদল। আর পরিবর্ত বল নিয়ে ক্ষোভ, অসন্তোষ।

আম্পায়ারদের সিদ্ধান্ত মানতে না পেরে মাঠের মধ্যেই ক্ষোভ উগরে দেন শুভমান গিল, মহম্মদ সিরাজরা। এদিন যে বিতর্কে ব্রিটিশ মিডিয়ার বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন সুনীল গাভাসকার। ভারতীয় কিংবদন্তির দাবি, ভারতকে যে বল দেওয়া হয়েছিল, তা মোটেই ঠিকঠাক ছিল না।

ব্রিটিশ মিডিয়াকে তোপ সানির

ভারত সফরে ইংল্যান্ডের সঙ্গে এই রকম হলে হইচই বাধিয়ে দিত ব্রিটিশ মিডিয়া। এখন তারা চুপ কেন? শুভমান গিলদের দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে গাভাসকার বলেছেন, 'এখান থেকেও বোঝা যাচ্ছিল যে বল বদল করা হয়েছে, তা মোটেই ১০ ওভার পুরোনো নয়। দেখে মনে হচ্ছিল ২০ ওভার পুরোনো বল!'

এখানেই থেমে থাকেননি গাভাসকার। টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম দশ হাজার রানের মালিক বলেছেন, 'বল পরিবর্তন নিয়ে এইরকম কাণ্ড যদি ভারতে হত? যদি পরিবর্ত বল একরকম না দেওয়া হত ইংল্যান্ডকে? ব্রিটিশ মিডিয়া তুলকালাম করত। বিশাল বিতর্ক তৈরি করত।'

চলতি সিরিজে প্রায় প্রতি ইনিংসেই বল নিয়ে একই ছবি। লিডস টেস্টে ক্ষোভ আড়াল করেননি ঋষভ। যে আচরণ নিয়ে ম্যাচ রেফারি সতর্ক করেন ভারতীয় দলের সহ অধিনায়ককে। লর্ডসে শুভমান রীতিমতো তর্ক জুড়ে দেন। বিতর্কিত সেই বলও ৩-৪ ওভারের মধ্যে ফের বদলে ফেলতে হয়।

ডিউক বলে এহেন হালহকিকত নিয়ে স্বভাবতই সমালোচনা জারি। চাপ বাড়ছে নির্মাতা সংস্থার ওপরও। শুরুর দিকে অভিযোগ উড়িয়ে দিলে, এবার ঢোক গিলতে বাধ্য হচ্ছে। সংস্থার তরফে অভিযোগ খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। তবে ডিউক বল নিয়ে যেভাবে ঋষভ-শুভমানরা সমালোচনায় মুখর হয়েছে, তা পুরোপুরি মানতে নারাজ।

শতাধিক বর্ষ পুরোনো সংস্থার কর্ণধার দিলীপ জাজোদিয়া বলেন, 'ক্রিকেট বল তৈরি সহজ নয়। মাত্র তিনটি স্বীকৃত সংস্থা রয়েছে (ডিউক, এসজি, কোকাবুরা)। যদি বল তৈরি সহজ হত, তাহলে একশোটা কোম্পানি থাকত। খেলোয়াড়দেরও এটা বুঝতে হবে। আমরাও বসে নেই। পায়ের পা রেখে সিগার খাচ্ছি না। সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করি সবসময়। যদি কোনও ইস্যু থাকে অবশ্যই তা খতিয়ে দেখে সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করা হবে। তবে সবাইকে বল নিয়ে আরও সহিষ্ণু হতে হবে।'

ডিউক বল নিয়ে বারবার আম্পায়ারের কাছে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন শুভমান গিল।

ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে পাঁচ উইকেট নেওয়ার পর স্ত্রীর সঙ্গে জসপ্রীত বুমরাহ।

অনার্স বোর্ডে নাম তুলে গর্বিত বুমরাহ

লন্ডন, ১২ জুলাই : লর্ডসের অনার্স বোর্ডে নাম তুলতে পেরে আমি গর্বিত। পুত্র অঙ্গদকে আগামীদিনে বলতে পারব নিজের কৃতিত্বের কথা।

বারবার বল পরিবর্তন নিয়ে কিছু বলার নেই। এসব নিয়ে কথা বলে আমি জরিমানা দিতে চাই না। আমি দীর্ঘসময় খেলার জন্য পরিশ্রম করি। বিতর্কিত মন্তব্য করে ম্যাচ ফি-র জরিমানা দিতে চাই না। আমাদের দলটা তরুণ। আর তরুণদের পরামর্শ দিয়ে, পাশে থাকতে সবসময় পছন্দ করি আমি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, নীতীশ কুমার রেড্ডি আমার থেকে কোনও পরামর্শ নেয়নি।

বল হাতে বাইশ গজের দিকে যখন এগিয়ে যান জসপ্রীত বুমরাহ, তখন ব্যাটারদের হৃদস্পন্দন যেমন বেড়ে যায়, ঠিক তেমনই ক্রিকেট দুনিয়ার এক নম্বর বোলার যখন সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হন, তখনও তাঁর মধ্যে বাড়তি একটা জোশ থাকে। সেই জোশটা ঠিক কেমন, গতরাতে দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে বুমরাহ নিজেই প্রমাণ করে দিয়েছেন। সুকৌশলে তিনি যেমন বিলেতের মাটিতে চলতি ভারত বনাম ইংল্যান্ড সিরিজের বিতর্কের কেন্দ্রে থাকা ডিউক বল বিতর্ক এড়িয়ে গিয়েছেন। ঠিক তেমনই ক্রিকেটের মক্কায় পাঁচ উইকেট নিয়ে লর্ডসের অনার্স বোর্ডে নাম তোলার গর্বের অনুভূতিও গোপন করেননি তিনি। মজার ছলে বুমরাহ বলেছেন, 'বারবার বল বদল করা নিয়ে আমাদের কিছু করার নেই। এসব নিয়ে কথা বলে জরিমানা দিতে চাই না আমি। দীর্ঘসময় খেলার জন্য কঠিন পরিশ্রম করি। তাই

> বারবার বল পরিবর্তন নিয়ে কিছু বলার নেই। এসব নিয়ে কথা বলে আমি জরিমানা দিতে চাই না। আমি দীর্ঘসময় খেলার জন্য পরিশ্রম করি। বিতর্কিত মন্তব্য করে ম্যাচ ফি-র জরিমানা দিতে চাই না।
>
> **জসপ্রীত বুমরাহ**

কোনও বিতর্কিত মন্তব্য করে ম্যাচ ফি-র জরিমানা দিতে চাই না একেবারেই।'

অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকার সিরিজের মাঝে ডিউক বল বিতর্ক ক্রমশ বড় আকার নিচ্ছে। বুমরাহ এসব নিয়ে না ভেবে 'দ্য হোম অফ ক্রিকেটে' নিজের সাফল্যের গর্বে ডুবে। তাঁর কথায়, 'লর্ডসের অনার্স বোর্ডে নাম তুলতে পেরে আমি গর্বিত। পুত্র অঙ্গদকে আগামীদিনে নিজের কৃতিত্বের কথা বলতে পারব।' গতকাল লর্ডসে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে পাঁচ উইকেট নিয়ে নজির গড়ার পরও বুমরাহর মধ্যে তেমন উচ্ছ্বাস দেখা যায়নি। কেন? সাংবাদিক সম্মেলনে নিজের মনের ভাবনার কথা শুনিয়ে ভারতীয় পেসার বলেছেন, 'বল হাতে সফল হওয়ার পরও তেমন উচ্ছ্বাস দেখাইনি আমি। কারণ, আমি ক্লান্ত ছিলাম। তাছাড়া আমার বয়স এখন ২১-২২ বছর নয় যে উইকেট দখলের জন্য উৎসব করব। আমায় মনে রাখতে হয়, উইকেট পাওয়ার পরও পরের ডেলিভারিটার জন্য রানআপে যেতে হবে আমায়।'

লর্ডস টেস্টের প্রথম ইনিংসে বুমরাহ পাঁচ উইকেট পেলেও বেন স্টোকসদের প্রাথমিক ধাক্কা দিয়েছিলেন নীতীশ রেড্ডি। পরে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে নীতীশ বলেছিলেন, বুমরাহর থেকে বিস্তর পরামর্শ পেয়েছেন তিনি। ঠিক কী পরামর্শ দিয়েছেন নীতীশকে? প্রশ্ন শেষ হওয়া মাত্র দুনিয়াকে অবাক করে বুমরাহ বলেছেন, 'কথাটা অসত্য। নীতীশ বোলিং নিয়ে আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। তাই আমিও কোনও পরামর্শ দিইনি। আমাদের বর্তমান দলে অনেক তরুণ রয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে সবসময় সবার পাশে থাকার চেষ্টা করি।'

অযথাই সময় নষ্ট করছে ভারত : রুট

লন্ডন, ১২ জুলাই : বারবার বল নিয়ে আপনি অভিযোগ করতে পারেন না। এমন করলে খেলার গতি কমে যায়।

বল নিয়ে অযথা সময় নষ্টের খেলা খেলছে ভারতীয় দল। এমন বিতর্কের মানে হয় না।

দুই দলকেই একই বলে খেলতে হচ্ছে। তাই আমার মনে হয় না বল নিয়ে এত বেশি বিতর্কের প্রয়োজন রয়েছে বলে।

'দ্য হোম অফ ক্রিকেটে' ডিউক বল বিতর্ক এখন তুঙ্গে। দুই শিবিরেই বল নিয়ে রয়েছে বিস্তর ক্ষোভ। টিম ইন্ডিয়ার তরফে শুক্রবার বারবার বল নিয়ে আম্পায়ারের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছিল। ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে

> আমার মনে হয় ইনিংসের ৮০ ওভারের মধ্যে তিনবার বোলিং করা দলকে বল বদলের জন্য আম্পায়ারের কাছে অনুরোধ করার সুযোগ দেওয়া উচিত। এমনটা হলে তবু মানা যেতে পারে বিষয়টা। না হলে খেলার মাঝে সবসময় বল বদলের জন্য এভাবে খেলা বন্ধ করাটা ভালো ব্যাপার নয় মোটেও। অন্তত আমার তো সমর্থন নেই।
>
> **জো রুট**

দিয়েছিলেন, বল নিয়ে আম্পায়ারদের সিদ্ধান্ত মোটেই মানতে পারেনি ভারতীয় দল। আপাতত বিতর্ক থামার কোনও ইঙ্গিত নেই।

এমন পরিস্থিতির মধ্যে একদিকে যেমন টিম ইন্ডিয়ার এক নম্বর জোরে বোলার জসপ্রীত বুমরাহ সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে ডিউক বল বিতর্ক এড়িয়ে গিয়েছেন। সেখানে প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক জো রুট সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে ডিউক বল বিতর্কে কাঠগড়ায় তুলে দিয়েছেন শুভমানের ভারতকে। তাঁর অভিযোগ, বল নিয়ে অযথা সময় নষ্টের খেলা খেলছে টিম ইন্ডিয়া। রুট বলেছেন, 'বারবার বল নিয়ে অভিযোগ করা যায় না। বারবার বল বদলও করা যায় না। এমন হলে খেলার গতি কমে যায়। যা টেস্ট ক্রিকেটের জন্য মোটেও ভালো বিজ্ঞাপন নয়।' এখানেই থামেননি রুট। লর্ডস টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে বর্তমান টেস্ট ক্রিকেটে অন্যতম সেরা ব্যাটার শুভমানের টিম ইন্ডিয়ার দিকে তোপ দেগেছেন। জানিয়েছেন, টিম ইন্ডিয়া অযথা বল নিয়ে সময় নষ্টের খেলা খেলছে। রুটের কথায়, 'ভারতীয় দলের এমন মনোভাবকে সমর্থন করা যায় না। ওরা বল নিয়ে সময় নষ্টের খেলা খেলছে। মনে রাখতে হবে, যে বলে খেলা হচ্ছে, সেটা দুই দলের জন্যই সমান। তাই এমন বিতর্ক অর্থহীন।'

কীভাবে বল সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে, তার উপায় বাতলে দিয়েছেন রুট। প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়কের মনে হচ্ছে, বল বদলের ব্যাপারে ডিআরএস পদ্ধতি অনুসরণের কথা ভাবা যেতে পারে। রুট বলেছেন, 'আমার মনে হয় ইনিংসের ৮০ ওভারের মধ্যে তিনবার বোলিং করা দলকে বল বদলের জন্য আম্পায়ারের কাছে অনুরোধ করার সুযোগ দেওয়া উচিত। এমনটা হলে তবু মানা যেতে পারে বিষয়টা। না হলে খেলার মাঝে সবসময় বল বদলের জন্য এভাবে খেলা বন্ধ করাটা ভালো ব্যাপার নয় মোটেও। অন্তত আমার তো সমর্থন নেই।'

ডিউক বল বিতর্কের মাঝে রুটের এমন প্রস্তাব আগামীদিনে ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা গুরুত্ব দিয়ে ভাবলে নিশ্চিতভাবেই বিষয়টা বাড়তি গুরুত্ব পেয়ে যাবে।

শতরান করার পর বেন স্টোকসের সঙ্গে জো রুট।

সম্মানহানি থেকে রাধিকাকে খুন বাবার

গুরুগ্রাম, ১২ জুলাই : কয়েকদিন আগে গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলেন দীপক যাদব। সেখানেই পরিচিতদের থেকে তাঁকে কটাক্ষ শুনতে হয়, মেয়ের টাকায় বেঁচে আছিস তুই। ফিরে এসেই টেনিস তারকা মেয়ে রাধিকাকে অ্যাকাডেমি বন্ধ করে দিতে বলেন দীপক। অথচ চোটের কারণে মেয়ের টেনিস কেরিয়ার শেষ হয়ে যাচ্ছে দেখে তিনিই রাধিকাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন অ্যাকাডেমি খোলার। সেখানে ২ কোটি টাকা বিনিয়োগও করেন দীপক। সেই বাবার মুখে অ্যাকাডেমি বন্ধ করার কথা শুনে বেঁকে বসেন রাধিকা। তারপরই মেয়েকে খুন করার সিদ্ধান্ত নেন বলে পুলিশের জেরায় জানিয়েছেন দীপক।

পুলিশের জেরায় দীপক বলেছেন, 'গ্রামে সবাই কথা শোনাচ্ছিল। মেয়ের টাকায় খাই শুনে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। ওকে বলেছিলাম, অ্যাকাডেমি বন্ধ করে দে, শুনল না। তাই রাগের বশে রান্নাঘরে ওকে গুলি করে দিই।'

বৃহস্পতিবার নিজের লাইসেন্স নেওয়া রিভলবার থেকে দীপক গুলি করেন রাধিকাকে। তিনটি গুলি লাগে তাঁর গায়ে। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা ২৫ বছরের টেনিস তারকাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। রাধিকার মৃত্যুর পর তাঁর কাকা কুলদীপ থানায় এফআইআর করেন। তারপরই আটক করা হয় দীপককে।

ইতিহাস গড়তে চায় পিএসজি

ওয়াশিংটন, ১২ জুলাই : ইতিহাসের সামনে প্যারিস সাঁ জাঁ।

এই মরশুমটা যেন স্বপ্নের মতো কেটেছে ফ্রান্সের ক্লাবটির। ঘরোয়া ফুটবলে সব শিরোপা জেতার পাশাপাশি প্রথমবার উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছে তারা।

এবার ক্লাব বিশ্বকাপ জয় থেকে একধাপ দূরে দাঁড়িয়ে লুইস এনরিকের দল। ফাইনালে তাদের সামনে চেলসি। যারা বিশ্বকাপে দলের পারফরমেন্স দেখে চ্যাম্পিয়নের স্বপ্ন দেখা শুরু করেছেন চেলসি সমর্থকরা।

ক্লাব বিশ্বকাপে আজ

প্যারিস সাঁ জাঁ বনাম চেলসি

ফাইনাল

সময় : রাত ১২টা ৩০ মিনিট
স্থান : নিউ জার্সি
স্থান : ডিএজেডএন অ্যাপে

এই মরশুমে ট্রফিহীন। কিন্তু ক্লাব বিশ্বকাপ ফাইনালে হট ফেভারিট পিএসজি হলেও চেলসিকে কিন্তু মোটেও হালকাভাবে নিতে নারাজ এনরিকে। তিনি বলেছেন, 'আমরা চেলসির খেলা বিশ্লেষণ করেছি। ওদের দলটা সত্যি দুর্দান্ত। তার ওপর চেলসির কোচ এনজো মারেস্কা দারুণ কাজ করেছেন। তাঁর কোচিংয়ের ধরন আমার খুব পছন্দের।'

এক মরশুমে সবকয়টি ট্রফি জয়ের সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে পিএসজি-র সামনে। সেটাকেই পাখির চোখ করেছেন কোচ এনরিকে। তিনি বলেছেন, 'আমরা ক্লাব বিশ্বকাপ জিতেই এই মরশুমটা শেষ করতে চাই। আশা করছি আমরা ফাইনালে ইতিহাস গড়তে পারব।' তিনি আরও যোগ করেন, 'নয়া ফর্ম্যাটে ক্লাব বিশ্বকাপ চার বছর অন্তর হবে। চার বছর পরে কী হবে আমরা জানি না। এই বছর যখন জেতার সুযোগ এসেছে, সেটাকেই কাজে লাগাতে হবে।'

প্রতিপক্ষ চেলসি কোচ এনজো মারেস্কা ম্যাচটির সঙ্গে 'দাবা খেলা'র তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি দাবা খেলতে পছন্দ করি। এই ম্যাচটা একটা দাবা খেলার মতোই। পিএসজি এই মুহূর্তে বিশ্বের সেরা দল। ক্লাব বিশ্বকাপে সেটা ওরা বারবার প্রমাণ করেছে। তাই আমাদের কাছে কাজটা বেশ কঠিন। ফাইনালে নিজেদের সেরাটা দিতে হবে।'

চেলসির জন্য সুখবর, ফাইনালে মিডিও মোয়েস কাইসেদো খেলতে পারবেন। সেমিফাইনালে তিনি চোট পাওয়ায় ফাইনালে খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। তবে উইঙ্গার নোনি মাদুয়েকে ফাইনালে নেই। সেমিফাইনালের পরেই তিনি আর্সেনালে যোগ দিয়েছেন। অন্যদিকে ফাইনালে পিএসজি-র তুরুপের তাস কিন্তু ওসমানে ডেম্বেলে। সঙ্গে ভিটিনহা, লুকাস বেরাল্ডোরাও তৈরি রয়েছেন।

ফাইনালের সঙ্গে দাবা খেলার তুলনা চেলসি কোচের

প্রস্তুতিতে চেলসির অ্যাটাকার কোল পামার। নিউ জার্সিতে শনিবার।

ফাইনালের প্রস্তুতির মাঝে প্যারিস সাঁ জাঁ-র কোচ লুইস এনরিকে।

নিজেদের পিঠ বাঁচানোর বিবৃতি ফেডারেশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ জুলাই : এফএসডিএল আপাতত ইন্ডিয়ান সুপার লিগ স্থগিত ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের পক্ষে কিছু হাস্যকর ও পিঠ বাঁচানোর যুক্তি দিল অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন।

২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে ভিশন ২০৪৭ ঘোষণা করে ফুটবল ফেডারেশন। যেখানে ২০২৬ সালের মধ্যে পাঁচটি ডিভিশনের লিগ চালু করার কথা বলে। আইএসএল ও আই লিগ ১৪ দলের করে হওয়ার কথাও বলা ছিল এতে। অথচ বাস্তবে দেখা গেল, ভিশন ২০৪৭ ঘোষণার দুই বছরের মধ্যে দেশের এক নম্বর লিগ স্থগিত করার ঘোষণা হল। অযোগ্য কর্তাদের বদান্যতায় ফেডারেশনের প্রধান স্বত্বাধিকারী এফএসডিএল লিগ চালাতেই রাজি নয়। অথচ তা নিয়ে খুব হেলদোল ফেডারেশন কর্তাদের আছে বলে মনে হয় না। এদিন এআইএফএফের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে যে, তারা ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে প্রথমবার মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্টের নবীকরণ নিয়ে দুই পক্ষই উদ্যোগী হয়। এরপর ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি ও মার্চে যথাক্রমে দিল্লি ও মুম্বইতে

আইএসএল স্থগিতের পরিপ্রেক্ষিতে

কোন পথে এই এমআরএ নবীকরণ করা যায় তা নিয়ে ফেডারেশনের সিনিয়ার কর্তাদের সঙ্গে এফএসডিএলের আলোচনা হয়। মার্চে এফএসডিএলের দেওয়া প্রস্তাবের পালটা কিছু প্রস্তাব আবার ফেডারেশন দেয় এই বছর এপ্রিলে। কিন্তু এরপরেই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ কোনও বড় সিদ্ধান্ত ফেডারেশন নিতে পারবে না। যার ফলে তাদের আইনি পরামর্শদাতারা এমআরএ নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ফেডারেশন কর্তাদের বারণ করেন। ফলে এফএসডিএলের সঙ্গে আলোচনা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর এই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'এআইএফএফ শুধু আইএসএলের গুরুত্ব নিয়েই নয়, এদেশের ফুটবলের কাঠামো, ক্লাব, ফুটবলার, সাপোর্ট স্টাফ, কর্মকর্তা, সমর্থকদের নিয়ে চিন্তিত। এই কঠিন পরিস্থিতি ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে ফেডারেশন ওয়াকিবহাল। কিন্তু একইসঙ্গে এআইএফএফ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ও এদেশের আইনি ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাশীল।' এরপর জানানো হয়েছে, 'ভারতীয় ফুটবলের স্বার্থে ফেডারেশন এবং তার স্বত্বাধিকারীরা আইএসএল চালিয়ে যেতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে ক্ষমতার মধ্যে থেকে। সব স্বত্বাধিকারীদের এই অন্তর্বর্তীকালীন পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধরার জন্য আমরা অনুরোধ করছি।' বক্তব্যেই পরিষ্কার, ফেডারেশন কর্তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে গোটা পরিস্থিতি। এমনকি আইএসএল শুরু করার জন্য কী কী পদক্ষেপ তাঁরা নিতে পারেন, সেই কথাও কোথাও বলা নেই। অথচ বলা হচ্ছে আইএসএল শুরু করার জন্য তাঁরা চেষ্টা করবেন।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ আসার আগেই কেন এতদিন ধরে এই গুরুত্বপূর্ণ চুক্তির বিষয়টি ফেলে রাখা হল, সেই প্রশ্নের উত্তর কোনও কর্তার কাছেই নেই বা তাঁরা দিতে চান না। গত এক বছর ধরে ভারতীয় ফুটবলকে ঘিরে ফেডারেশন যা যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে সবটাই হাস্যকর ও ফুটবলের পরিপন্থী বলে প্রমাণিত হয়েছে। হঠাৎই সভাপতি

এআইএফএফ-এর সভায় আইএম বিজয়ন।

কল্যাণ চৌবের পছন্দ নয় বলেই জাতীয় দলের কোচ ইগর স্টিমাককে বদলে দেওয়া থেকে শুরু করে আই লিগ চ্যাম্পিয়ন নিয়ে হাস্যকর টানাপোড়েন। আজ পর্যন্ত জানা গেল না, আই লিগের চ্যাম্পিয়ন কে? অথচ দেশের সর্বোচ্চ লিগ চালানোর দায়িত্ব নাকি ফেডারেশন নিজেরা নিতে চায়! এখন যা পরিস্থিতি তাতে ১৪ জুলাই গ্রীষ্মাবকাশের পর আদালত খুললে হয়তো কয়েকদিনের মধ্যেই নতুন সংবিধান দিয়ে দেওয়া হবে ফেডারেশনকে। তারপরেই নির্বাচনি প্রক্রিয়া শুরু হবে। নতুন কমিটি আসার পরেই হয়তো এমআরএ নিয়ে আলোচনা ও এই মরশুমের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে। সবদিক দেখলে আইএসএল শুরু হলেও তা অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহের আগে হচ্ছে না।

যন্ত্রণা নিয়েই যুদ্ধ ঋষভের

ইংল্যান্ড : ৩৮৭ ও ২/০
ভারত : ৩৮৭
(তৃতীয় দিনের শেষে)

লন্ডন, ১২ জুলাই : প্রতিপক্ষ দলের প্লেয়ার ঋষভ পন্থ।

যদিও আমি ওর ব্যাটিংয়ের ভক্ত। ঋষভের খেলা উপভোগ করি। কয়েকদিন আগে এমনই উচ্ছ্বাস শোনা গিয়েছিল বেন স্টোকসের গলায়। শনিবাসরীয় লর্ডসে আজ ফের এক মনমাতানো ঋষভ স্পেশাল।

বাঁহাতের আঙুলে চোট। প্রথম দুইদিনে বেশিরভাগ সময় মাঠের বাইরে কাটিয়েছেন। যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করেই মাথাব্যথা বাড়ালেন 'ভক্ত' স্টোকসের। ঋষভ-স্পেশালের শেষটাও অবশ্য একরাশ যন্ত্রণার! লাঞ্চের আগে শেষ ওভারে রানআউট।

এক রান নিয়ে লোকেশ রাহুলকে (৯৮-এ খেলছিলেন) স্ট্রাইক দেওয়ার চেষ্টায় ভুলচুক। ক্রিজে পৌঁছোনোর আগে একটিপে উইকেট ভেঙে দেন স্টোকসই। ইতি চলতি সিরিজে ঋষভের (৭৪) তৃতীয় শতরানের প্রত্যাশা।

শট মারতে গিয়ে বারবার যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাচ্ছিল চোখমুখ। ফিজিওকে একাধিকবার দৌড়োতে হল। যদিও ময়দান ছেড়ে যাননি ঋষভ। শেষপর্যন্ত যা থামে অহেতুক ঝুঁকির রান নিতে গিয়ে। আনফিট ঋষভের যুদ্ধকে কুর্নিশ জানিয়েও আক্ষেপ যাচ্ছে না প্রাক্তনদের। হতাশার প্রতিফলন শুভমান গিল, গৌতম গম্ভীরদের প্রতিক্রিয়ায়। অবশ্য ব্যক্তিগত ৭৪, লোকেশের সঙ্গে চতুর্থ উইকেটে ১৪১ রানের জুটিতে ফেরার আগে দলকে অনেকটাই স্বস্তির জায়গায় (১০৭/৩ থেকে ২৪৮/৪) পৌঁছে দিয়ে যান ঋষভ।

লোকেশ অবশ্য তিন অঙ্কের স্কোরে পৌঁছোতে ভুল করেননি। লাঞ্চের পর ৯৮ থেকে ১০০-য় পা। দশম টেস্ট সেঞ্চুরি, যার ৯টিই বিদেশে! ক্রিকেট মক্কায় দ্বিতীয়। দিলীপ বেঙ্গসরকারের পর একমাত্র ভারতীয়। তবে ঠিক একশোতেই থমকে যান লোকেশ।

শোয়েব বশিরের স্পিনে শেষপর্যন্ত ইতি পড়ে ১৭৭ বলের ধৈর্যশীল ইনিংসে। বেরিয়ে যাওয়া বল থার্ডম্যানে খেলার জন্য ব্যাটের মুখ খুলেছিলেন। লোকেশের ব্যাটের কানা ছুঁয়ে তা চলে যায় স্লিপে। লাঞ্চের আগে এবং পরে জোড়া শিকারে ইংল্যান্ডের প্রত্যাঘাত।

২৫৪/৫। টপ-সিক্স সাজঘরে। এখান থেকে ফের রং বদল। স্টোকসদের উদ্যম গুলিয়ে দেন রবীন্দ্র জাদেজা-নীতীশ কুমার রেড্ডি। বার্মিংহামের পর লর্ডসেও ব্যাট চওড়া জাদেজার। দোসর নীতীশও। 'রানিং বিটুইন দ্য উইকেটে' দুজনের ভুল বোঝাবুঝি রক্তচাপ বাড়ালেও শেষপর্যন্ত ঋষভ-হতাশার পুনরাবৃত্তি ঘটেনি।

৭০ রানের জুটিতে ব্যবধান আরও কমিয়ে ফেরেন নীতীশ (৩০)। ওয়াশিংটন সুন্দর (২৩)-জাদেজা (৭২) জুটিতেও আসে ৫০ রান।

দশম টেস্ট শতরানের পর লোকেশ রাহুল। লর্ডসে শনিবার।

অর্ধশতরানের পথে সাহসী শট ঋষভ পন্থের। শনিবার।

যদিও সম্ভাবনা তৈরি করেও লিড নিতে ব্যর্থ ভারত। ৩৭৬/৬ থেকে শেষ চার উইকেট খোয়ায় ১১ রানে। ফলস্বরূপ প্রথম ইনিংস শেষে দুই দলই ৩৮৭! ২০১৫-র পর প্রথমবার এই রকম ঘটনা ঘটল।

জবাবে দ্বিতীয় ইনিংসে ইংল্যান্ড ২/০। এক ওভারের বেশি খেলব

শতরান লোকেশের ■ লর্ডসে তলোয়ারবাজি জাদেজার

না পণ করে সময় নষ্টের দৃষ্টিকটু স্ট্র্যাটেজি। চোটের নাটক করে ফিজিওকেও ডেকে পাঠান জ্যাক ক্রলি। হাততালি দিয়ে যা নিয়ে বিদ্রুপ শুভমান-মহম্মদ সিরাজদের। সবমিলিয়ে ঘটনাবহুল দিন।

এদিন ১৪৫/৩ থেকে খেলা শুরু করে ভারত। ইংল্যান্ডের থেকে ২৪২ রান পিছিয়ে। প্রথম থেকেই আগুন ঝরাচ্ছিলেন আর্চার। ১৫০ কিলোমিটার গতির সঙ্গে পেস ও বাউন্স। ঋষভ-লোকেশ চাপটা দারুণভাবে সামলালেন।

দিনের প্রথম বলেই বাউন্ডারি ঋষভের। কয়েক বল বাদে আর্চারকে স্টেপ আউট করে বিগহিট। ইঙ্গিত পরিষ্কার, গুটিয়ে থাকবেন না। উলটো দিকে লোকেশ চেনা অ্যাঙ্কর রোলে। নিয়ন্ত্রিত ব্যাটিং, ধৈর্যের পরীক্ষা।

ভিন্নধর্মী দুই ইনিংসের ককটেলে পালটা চ্যালেঞ্জ। এদিনও উইকেটকিপারকে সামনে রেখে বল করলেন ওকস। সঙ্গে আর্চার-স্টোকসের ঝাঁঝালো পেস বোলিং। কোনও কিছুই কিন্তু টলাতে পারেনি ঋষভকে। ৮৬ বলে হাফ সেঞ্চুরি। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ আট ইনিংসে সপ্তম।

গুরুত্বপূর্ণ প্রথম ঘণ্টায় ৫২ রান যোগ করেন লোকেশ-ঋষভ। পরের ঘণ্টায় ৫১। যদিও খুশি অনেকটা উধাও লাঞ্চের ঠিক আগের বলে ঋষভের রানআউটে। লোকেশ অবশ্য গতকালের ৫৩ রানের ইনিংসকে তিন অঙ্কে পৌঁছে দিতে ভুল করেননি। ওপেনিংয়ের দায়িত্বে ভরসা জোগাচ্ছেন। এদিনও ব্যতিক্রম হয়নি। তবে লোকেশ যখন ফেরেন, তখনও ভারত ১৩৩ রানে পিছিয়ে।

আশা-আশঙ্কার দোলাচল ভারতীয় সাজঘরে। যা দূর জাদেজা-নীতীশের দায়িত্বশীল ৭০ রানের জুটিতে। একাধিকবার (তিনবার রানআউটের) বেঁচে যাওয়ার সুযোগ নিলেন দুজনে। শেষপর্যন্ত জুটি ভাঙেন স্টোকস। দ্বিতীয় নতুন বলে দুরন্ত স্পেলের পুরস্কার নীতীশের উইকেট।

চাপের মুখে জাদেজার ব্যাট থেকে আরও একটা লড়াকু ইনিংস। টানা তৃতীয় হাফ সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে লর্ডসে তলোয়ারবাজি। অভিজ্ঞতার পুঁজিকে হাতিয়ার করে কেরিয়ারের ২৫তম অর্ধশতরান। লর্ডস-দর্শকদের সঙ্গে লড়াকু যে ইনিংসের সাক্ষী জাদেজার স্ত্রীও।

৫৭ মিনিটে ইগার উইম্বলডন জয়

প্রথমবার উইম্বলডনে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ইগা সোয়াতেক।

লন্ডন, ১২ জুলাই : গ্র্যান্ড স্লাম ফাইনালে অপরাজেয় তকমা ধরে রাখলেন পোল্যান্ডের ইগা সোয়াতেক। এর আগে পাঁচটি গ্র্যান্ড স্লামের খেতাবি লড়াইয়ে শেষ হাসি হেসেছেন তিনি। শনিবার উইম্বলডনে সংখ্যাটা ছয়ে নিয়ে গেলেন। ৫৭ মিনিটের একপেশে লড়াইয়ে তিনি ৬-০, ৬-০ গেমে উড়িয়ে দেন বিশ্বের ১৩ নম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আমান্ডা আনিসিমোভাকে। ওপেন এরায় উইম্বলডনে বিপক্ষকে কোনও গেম না দিয়ে ফাইনাল জয়ের দ্বিতীয় নজির নেই। ওপেন এরা যুগ শুরু হওয়ার আগে ১৯১১ সালে শেষবার এমন রেজাল্ট দেখা গিয়েছিল উইম্বলডন ফাইনালে। সেবার মহিলা সিঙ্গলসের ফাইনালে ডরোথি ল্যাম্বার্ট চেম্বার্স ৬-০, ৬-০-তে হারিয়েছিলেন ডোরা বুথবিকে। দর্শকরা এমন একপেশে ফাইনাল দেখে হতাশ হলেও প্রথমবার উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হয়ে স্বপ্নপূরণের আনন্দে ভাসলেন সোয়াতেক।

রবিবার পুরুষদের ফাইনাল নিয়ে গতকাল থেকেই জল্পনা চলছে, জানিক সিনারের বদলা? নাকি উইম্বলডনের মঞ্চে আবারও আলকা-রাজ!

বিশ্বের এক নম্বর সিনারের প্রতিপক্ষ র‍্যাংকিংয়ে দুইয়ে থাকা কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া। মাসখানেক আগে ফরাসি ওপেনের মহাকাব্যিক ফাইনাল দুইজনের স্মৃতিতেই টাটকা। সেদিন গ্র্যান্ড স্ল্যামের ইতিহাসে দীর্ঘতম ফাইনালের সাক্ষী থেকেছিল টেনিস বিশ্ব। আলকারাজ তিনটি ম্যাচ পয়েন্ট বাঁচিয়ে সিনারকে পরাস্ত করেন। সিনারের বিরুদ্ধে মুখোমুখি সাক্ষাতেও এগিয়ে আলকারাজই। এবার চাকা ঘোরাতে বদ্ধপরিকর ইতালিয়ান তারকা। ফাইনালে

সিনারের বদলা! নাকি আজ আলকা-রাজ

মুখোমুখি হওয়ার আগে কিছুটা হুংকারের সুরেই সিনারের মন্তব্য, 'ফরাসি ওপেন ফাইনালটা মনে আছে। আরও একবার কার্লোসের বিরুদ্ধে খেলার জন্য মুখিয়ে আছি। নিঃসন্দেহে ম্যাচটা আমার জন্যও গর্বের। আমরা সবাই এককথায় স্বীকার করি ওর প্রতিভার কথা। আগেরবারের মতো এবারও একটা ভালো ম্যাচ হবে বলে আশাবাদী।' লন্ডনে সবুজ ঘাসের কোর্টে প্রথম খেতাব জয়ের স্বপ্নে বুঁদ তিনি। বলেছেন, 'ছোট থেকে উইম্বলডন দেখছি। তখন টেলিভিশনেই খেলা দেখতাম। কখনও ভাবতে পারিনি এই টুর্নামেন্টের ফাইনালে আমি খেলব। আমার কাছে এটা অবিশ্বাস্য।'

রবিবার জিতলে বিশ্বের পঞ্চম খেলোয়াড় হিসাবে টানা তিনটি উইম্বলডন জয়ের নজির গড়বেন আলকারাজ। তবে ফাইনালের আগে সব পরিসংখ্যান ভুলে তিনি বলছেন, 'আগে কী হয়েছে, কয়টা ম্যাচ জিতেছি তা মাথাতেই রাখছি না। বিশ্বের সেরা প্রতিযোগিতায় ভালো খেলাই আমার লক্ষ্য। সবসময় এটাই মাথায় থাকে। মানুষকে আরও বেশি আনন্দ দিতে চাই।'

নায়ারের পাশে কুম্বলে-ভন

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই : ৮ বছর পর টেস্ট আঙিনায় প্রত্যাবর্তন।

হারিয়ে যেতে যেতে ফিরে আসার নয়া উদাহরণ রেখেছেন। যদিও প্রত্যাবর্তন সিরিজ এখনও পর্যন্ত সুখকর হয়নি করুণ নায়ারের। চলতি বিলেত সফরে ৫টি ইনিংসে মাত্র ১১৭ রান করেছেন। সতীর্থরা যেখানে রানের বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন, নায়ারের ব্যাটিং গড় মাত্র ২৩.৪০।

লর্ডস টেস্টের দ্বিতীয় দিনে ভালো শুরু করেও ৪০-এ আটকে যান। যে ইনিংসের প্রশংসা করেও ভারতীয় মিডল অর্ডার ব্যাটারকে আরও বড় স্কোরের বাস্তবতা

প্রাঙ্কবল! কটাক্ষ অশ্বীনের

মনে করিয়ে দিলেন। বলেছেন, 'তিন নম্বরে নেমে নায়ার ভালো খেলছে। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে ৩০, ৪০ রান হবে না। ৪০-কে ৮০, ৮০-কে ১৫০-এ নিয়ে যেতে হবে। ও নিজেও হতাশ হবে। ভালো খেলছি। কিন্তু দুর্দান্ত ক্যাচে ফিরতে হয়।'

প্রাক্তন ইংরেজ অধিনায়ক মনে করেন, করুণ নায়ারকে নিয়মিত খেলালে লাভবান হবে ভারতীয় দল। ভন বলেছেন, 'ওর ওপর ভরসা রাখা উচিত। অন্তত আরও দুটি ম্যাচ টানা খেলানো উচিত করুণ নায়ারকে। আশা করি, লম্বা ইনিংস দেখতে পাব।'

ভনের সঙ্গে সহমত অনিল কুম্বলেও। কিংবদন্তি লেগস্পিনারের মতে, বড় স্কোর না এলেও তিন নম্বরে নেমে ছোট ছোট ইনিংসেও ভরসা জোগাচ্ছেন নায়ার। কুম্বলের দাবি, 'একটা ইনিংস বাদ দিলে এখনও পর্যন্ত ভালো সিরিজ যাচ্ছে। দীর্ঘদিন পর টেস্ট আঙিনায় ফিরেছে। ধারাবাহিকভাবে ২০-৩০ করছে। লর্ডসে ৪০। আর্চারের আগুনে স্পেলটা দারুণভাবে সামলাল। ওর কভার ড্রাইভগুলি বেশ উপভোগ্য। শেষপর্যন্ত রুটের অবিশ্বাস্য ক্যাচে ফিরতে হয় ওকে।'

লোকেশ রাহুলকেও প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। কুম্বলের কথায়, একদম লোকেশসুলভ ব্যাটিং। ধৈর্য আর স্কিলের মেলবন্ধন। আর্চার দেড়শো কিলোমিটার গতিতে বাউন্সের সঙ্গে সুইং আদায় করে নিচ্ছিল। লোকেশ কিন্তু ওর বিরুদ্ধে স্বাচ্ছন্দ্য ছিল। নিয়ন্ত্রিত ইনিংস। পরিণত ব্যাটিং। কুম্বলের বিশ্বাস, নিজের ইনিংসে খুশি হবে লোকেশ নিজেও।

রবিচন্দ্রন অশ্বীন আবার ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে মন্থর ব্যাটিং নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়লেন না। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে বলেছেন, 'ইংল্যান্ড বাজবল চালিয়ে যাবে, এটাই সবাই আশা করেছিল। যদিও ওদের প্রাঙ্কবল অবাক করল। ওরা মোটামুটি ৪-৪.৫ রেটে রান করে থাকে। সেখানে ওভার পিছু তিন রান! জো রুট নিয়ে আগেও বলেছি। ওর ইনিংস ইংল্যান্ডের জন্য সবসময় গুরুত্বপূর্ণ। দেখিয়ে দিল, টেস্টে কীভাবে খেলতে হয়।'

জোড়া পদকজয়ী জ্যোতি সুরেখা।

কম্পাউন্ড তিরন্দাজিতে রুপো ভারতের

মাদ্রিদ, ১২ জুলাই : তিরন্দাজি বিশ্বকাপের স্টেজ-৪ এ মহিলাদের কম্পাউন্ড দলগত বিভাগে শনিবার রুপো জিতল ভারত। শীর্ষ বাছাই ভারতীয় ত্রয়ী জ্যোতি সুরেখা ভেন্নাম, প্রণীত কাউর ও ১৬ বছরের প্রীতিকা প্রদীপ ফাইনালে চিনা তাইপেইয়ের কাছে পরাজয় স্বীকার করেন ২২৫-২২৭ ব্যবধানে। যেখানে ভারত ফাইনাল এন্ডের আগে এগিয়ে ছিল ১৭০-১৬৯ পয়েন্টে। ফাইনাল এন্ডে জ্যোতিরা ৫৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করেন। অন্যদিকে স্নায়ুর চাপ সামলে চিনা তাইপেই ৫৮ পয়েন্ট নিয়ে সোনা জিতে নেয়। পরে মিক্সড ইভেন্টে ঋষভ যাদবকে সঙ্গে নিয়ে ব্রোঞ্জ জেতেন জ্যোতি। ১৫৬-১৫৩ পয়েন্টে তাঁরা হারিয়েছেন এল সালভাদোরের মিক্সড জুটিকে।

শতরান আয়ুষের

বেকেনহাম, ১২ জুলাই : অনূর্ধ্ব-১৯ ইংল্যান্ড দলের বিরুদ্ধে চারদিনের ম্যাচে বড় ইনিংস গড়ল ভারতীয় অনূর্ধ্ব-১৯ দল। ওপেন করতে নেমে তিন বাউন্ডারিতে শুরু করার পরও ১৪ রানে থেমে যান বৈভব সূর্যবংশী। তবে অন্য ওপেনার আয়ুষ মাত্রের (১০২) শতরানে সেই ধাক্কা তারা কাটিয়ে ওঠে। প্রথম দিনের শেষে ভারতীয় দল ৭ উইকেটে ৪৫০ রান তুলেছে।

দুই ডিফেন্ডারের গোলে মুখরক্ষা

কাস্টমসে আটকে গেল ইস্টবেঙ্গল

ইস্টবেঙ্গল-২ (অনন্থু, প্রভাত)
কাস্টমস-২ (শ্লোক, সৌরভ)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ জুলাই : সুরুচি সংঘের পর ক্যালকাটা কাস্টমস। ফের ড্র। সুযোগ নষ্টের খেসারত দিয়ে কাস্টমস ম্যাচ ২-২ গোলে শেষ করল ইস্টবেঙ্গল। মান বাঁচাল দুই ডিফেন্ডারের গোলে।

প্রথম একাদশে চার পরিবর্তন।

ইস্টবেঙ্গলের এক পয়েন্ট আনার কারিগর অনন্থু ও প্রভাত লাকড়া।

শেষ দিন অনুশীলনে চোট পান মনোতোষ চাকলাদার। ছিলেন না সুমন দে-ও। রক্ষণভাগে চাকু মান্ডির সঙ্গে একপ্রকার বাধ্য হয়েই সিনিয়ার দল থেকে আসা প্রভাত লাকড়াকে খেলান বিনো জর্জ। অনভ্যস্ত পজিশনে লাকড়ার মানিয়ে নিতে বেশ সমস্যাই হল। একইসঙ্গে চাকুর সঙ্গে তাঁর বোঝাপড়ার অভাবও স্পষ্ট। সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবর্তে খেলা কুশ ছেত্রীকেও বিশেষ চোখে পড়ল না। সেইসঙ্গে প্রথম আধঘণ্টায় ইস্টবেঙ্গলের মাঝমাঠ বলেও কিছু ছিল কি? যদিও প্রথম ১৫ মিনিটে ইস্টবেঙ্গল যা সুযোগ পেয়েছিল তাতে অনায়াসে ৩ গোলে এগিয়ে যেতেই পারত তারা। শুরুতেই ভানলালপেকা গুইতের মাটি ঘেঁষা শট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ৮ মিনিটে বাঁদিক থেকে বিক্রম প্রধান ক্রস বাড়ান কুশ ছেত্রীকে লক্ষ্য করে। যদিও কুশ সেই বলে পা ছোঁয়াতে পারেননি। ১১ মিনিটে ফের লক্ষ্যভ্রষ্ট সঞ্জীব ঘোষের শট। ১৪ মিনিটে তন্ময় দাসের ছোট্ট ফ্রি কিক সঞ্জীব হয়ে পান গুইতে। তাঁর শট রুখে দেন কাস্টমস গোলরক্ষক। ফিরতি বলে জোসেফ জাস্টিনের শটও বাইরে যায়। ইস্টবেঙ্গলের লাগাতার সুযোগ নষ্টই বোধহয় কাস্টমসকে আত্মবিশ্বাস দিল। ১৭ মিনিটে সুময় সোমকে ফাউল করে পেনাল্টি উপহার দেন চাকু। স্পটকিক থেকে কাস্টমসকে এগিয়ে দেন শ্লোক তিওয়ারি। ২২ মিনিটে ২-০ করেন সৌরভ সেন। রিকি ঘরামির মাইনাস বক্সের মধ্যে থেকেই জোরালো শটে জালে পাঠান অরক্ষিত থাকা সৌরভ।

দুই গোলে পিছিয়ে পড়ার পর প্রথমার্ধেই গুইতেকে তুলে জেসিন টিকেকে নামান বিনো। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে সায়ন, রোশালদের নামিয়ে আক্রমণে আরও লোক বাড়ায় লাল-হলুদ। তারই ফসল ৬১ মিনিটে অনন্থু এনএসের গোল শোধ। জেসিনের ক্রস নিখুঁত হেডিংয়ে জালে পাঠান অনন্থু। ৭১ মিনিটে সমতা ফেরান প্রভাত লাকড়া। নসিব রহমানের সেন্টার থেকে গোল করেন তিনি। এরপরও ইস্টবেঙ্গল যা সুযোগ পেয়েছিল তাতে জয় নিয়েই মাঠ ছাড়তে পারত।

মহমেডানের সামনে আজ রেনবো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ জুলাই : রেজিস্ট্রেশন ব্যান থাকায় ফুটবলার সই করাতে পারছে না। ফলে কলকাতা লিগে ভূমিপুত্র দলে রাখা নিয়ে সমস্যায় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। যতদিন না ব্যান ওঠে ততদিন পর্যন্ত ভূমিপুত্র নিয়মটা মহমেডানের জন্য শিথিল করার আবেদন জানিয়ে আইএফএ-কে চিঠি দিয়েছে সাদা-কালো শিবির। ক্লাবের কার্যনির্বাহী সভাপতি মহম্মদ কামারুদ্দিন বলেছেন, 'আমরা শুক্রবার আইএফএ-কে একটা চিঠি দিয়েছি। তার উত্তর এখনও আসেনি। তবে রবিবার আমরা রেনবো ম্যাচটা খেলব। কিন্তু তারপরের ম্যাচগুলিতে কী করব বলতে পারছি না। আশা করছি, আইএফএ আমাদের বিষয়টা গুরুত্ব দিয়ে দেখবে।' এদিকে এই পরিস্থিতিতে সীমিত সামর্থ্য নিয়েই রবিবার রেনবোর বিরুদ্ধে লড়াই করতে চান মহমেডান কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াডু। ইতিমধ্যে দুইটি ম্যাচে একটি ড্র এবং একটি হেরে চাপে তাঁর দল।

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে শিলিগুড়িতে অ্যাকাডেমি চাইলেন মান্তু

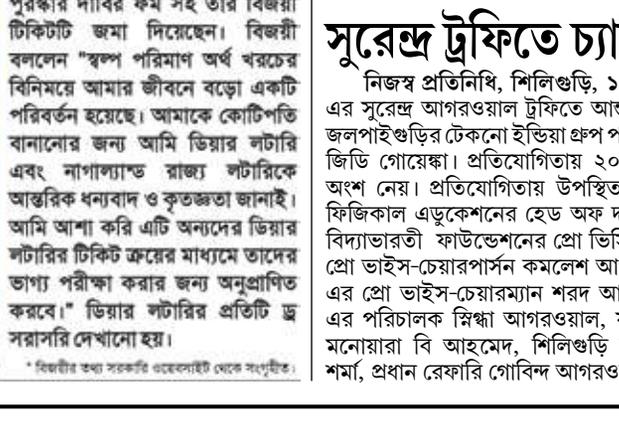

বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস সংস্থার বার্ষিক সভায় মন্তব্য রাখছেন মান্তু ঘোষ।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই : দক্ষিণ ধূপঝোরার একটি রিসর্টে শনিবার হয়ে গেল বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা। যুগ্ম সচিব রজত দাস ও শর্মি সেনগুপ্তর উপস্থিতিতে সেখানে সভাপতি স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে শিলিগুড়িতে টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমি চাইলেন সংস্থার পৃষ্ঠপোষক মান্তু ঘোষ। তাঁর প্রশ্ন, 'কলকাতায় টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমি হয়েছে। তাহলে শিলিগুড়ি কেন টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমি থেকে বঞ্চিত থাকবে?' শিলিগুড়ির প্রাক্তন টেবিল টেনিস খেলোয়াড় সৌভিক দে-র প্রয়াণে সংস্থার সহকারী সচিবের পদ শূন্য হয়েছিল। সেই জায়গায় চ্যাপ্টার-২ (যা মূলত উত্তরবঙ্গের) থেকে চন্দন দাসকে কার্যনির্বাহী সমিতিতে নিয়ে আসা হয়েছে। শিলিগুড়িতে এবার ১০ দিন ধরে রাজ্য প্রতিযোগিতা হবে। আলোচনা হয়েছে তা নিয়েও।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা অনন্ত গোস্বামী - কে 26.04.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 57D 25332 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "স্বল্প পরিমাণ অর্থ খরচের বিনিময়ে আমার জীবনে বড়ো একটি পরিবর্তন হয়েছে। আমাকে কোটিপতি বানানোর জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি আশা করি এটি অন্যদের ডিয়ার লটারির টিকিট ক্রয়ের মাধ্যমে তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য অনুপ্রাণিত করবে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

সুরেন্দ্র আগরওয়াল ট্রফিতে সফল সাঁতারুদের সঙ্গে কর্মকর্তারা।

সুরেন্দ্র ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন টেকনো

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই : ফুলবাড়ি ডিপিএস-এর সুরেন্দ্র আগরওয়াল ট্রফিতে আন্তঃ স্কুল সাঁতারে চ্যাম্পিয়ন হল জলপাইগুড়ির টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুল। রানার্স শিলিগুড়ির জিডি গোয়েঙ্কা। প্রতিযোগিতায় ২০টি স্কুলের প্রায় ২০০ শিক্ষার্থী অংশ নেয়। প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন আনন্দচন্দ্র কলেজের ফিজিকাল এডুকেশনের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট ভূষণ অধিকারী, বিদ্যাভারতী ফাউন্ডেশনের প্রো ভিসি এবং শিলিগুড়ি ডিপিএস-এর প্রো ভাইস-চেয়ারপার্সন কমলেশ আগরওয়াল, শিলিগুড়ি ডিপিএস-এর প্রো ভাইস-চেয়ারম্যান শরদ আগরওয়াল, ফুলবাড়ি ডিপিএস-এর পরিচালক স্নিগ্ধা আগরওয়াল, ফুলবাড়ি ডিপিএস-এর অধ্যক্ষা মনোয়ারা বি আহমেদ, শিলিগুড়ি ডিপিএস-এর অধ্যক্ষা আনিশা শর্মা, প্রধান রেফারি গোবিন্দ আগরওয়াল প্রমুখ।

সেরা মিলন মোড় ভেটেরান্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই : মিলন মোড় মাঠে আয়োজিত ভেটেরান্স সকার লিগে চ্যাম্পিয়ন হল মিলন মোড় ভেটেরান্স। শনিবার ফাইনালে তারা ৩-১ গোলে হারিয়েছে রয়্যাল এফসি ভেটেরান্সকে। ফেইথ এফসি-কে হারিয়ে উত্তরায়ণের সাসোনিয়া গানার্স তৃতীয় হয়। চ্যাম্পিয়ন ট্রফি তুলে দেন ডাঃ সপ্তর্ষি ঘোষ।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিচ্ছে মিলন মোড় ভেটেরান্সের ফুটবলাররা। শনিবার।

জয়ী মিলনপল্লি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে শনিবার মিলনপল্লি স্পোর্টিং ক্লাব ৪-২ গোলে হারিয়েছে নবোদয় সংঘকে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে জোড়া গোল করেন মিলনপল্লির মণীশ ছেত্রী। তাদের বাকি গোলস্কোরার অভিষেক রাউত ও রোহন ওরাওঁ। নবোদয়ের গোল করেন মৃদুল সরকার ও ওবেদ এক্কা। ম্যাচের সেরা মিলনপল্লির সজল লামা। তিনি দেবলকৃষ্ণ মজুমদার স্মৃতি ট্রফি পেয়েছেন।